মাসুদ রানা

দ্বীপান্তর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

Banglapdfboi.com Exclusive!

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

BANGLAPDFBOI.COM

দ্বীপান্তর

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

এক

আহত, আতঙ্কিত অবস্থায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে সংকীর্ণ একটা প্যাসেজওয়ে ধরে ছুটছে লেফটেন্যান্ট ডিন 'ডেভিল' ক্রমওয়েল। অ্যামিউনিশন ফুরিয়ে গেছে ওর, উরুতে বুলেটের আঘাতে একটা চওড়া গর্ত সৃষ্টি হয়েছে—সেটা থেকে অবিরাম ঝরছে রক্ত, নিংড়ে বের করে নিচ্ছে জীবনীশক্তি। মুখটাও রক্তাক্ত—অগণিত আঁকাবাঁকা আঁচড়ের দাগ ওখানে; দেখে মনে হচ্ছে যেন কাটাকাটি খেলেছে কেউ।

হাঁপাচ্ছে ক্রমওয়েল, বাতাস টানতে রীতিমত যুদ্ধ করতে হচ্ছে ফুসফুসকে। ও-ই শেষ জীবিত ব্যক্তি, পুরো মেরিন দলটায় ও ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই।

পিছনে শত্রুর আওয়াজ শুনতে পেল লেফটেন্যান্ট।

গোঙাচ্ছে... গজরাচ্ছে!

তাড়া করে ফিরছে ওকে, শিকার খুঁজছে!

ওরা জানে—ক্রমওয়েলকে এতক্ষণে বাগে পাওয়া গেছে। অ্যামিউনিশন নেই ওর, বেস-এর সঙ্গে কণ্ট্যাক্ট নেই... নেই কোনও সঙ্গী-সাথীও।

যে-প্যাসেজটা ধরে ও পালাচ্ছে—ওটা দীর্ঘ, সরলরেখার মত; প্রস্থ খুবই কম, কাঁধ লেগে যায় দু'পাশে। ধূসর, ধাতব দেয়ালগুলোর মাঝ থেকে মাথা তুলে রেখেছে অসংখ্য রিভেট; সামান্য ডানে-বাঁয়ে গেলেই ওগুলোর খোঁচা খেতে হচ্ছে। জায়গাটা আসলে একটা যুদ্ধজাহাজের অভ্যন্তর।

শারীরিক যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠেছে, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক; ক্রমওয়েলের মনে হলো, আর এগোতে পারবে না। ঠিক এই সময় যেন দৈববলেই উদয় হলো একটা দরজা। স্টেটরুমের প্রবেশদ্বার ওটা, পাল্লাটা দুই ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের তৈরি। বিড়বিড় করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল লেফটেন্যান্ট, হাতল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে, ভারী পাল্লাটা টেনে ফ্লাইহুইল ঘোরাল। শক্ত হয়ে আটকে গেল ওটা।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল ক্রমওয়েল।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ধড়াম করে একটা শব্দ হলো, কেঁপে উঠল ভারী পাল্লা। থামল না শব্দ, হতে থাকল বার বার—ওপাশ থেকে অনবরত আঘাত করা হচ্ছে দরজায়, ভেঙে ফেলতে চাইছে। কিন্তু হার মানল না শক্তিশালী পাল্লা, সমস্ত আঘাত ঠেকিয়ে দিয়ে অটুট আছে সগর্বে।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখের ঘাম মুছল লেফটেন্যান্ট, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পাল্লাটার দিকে। স্বস্তি উবে যেতে শুরু করেছে।

দক্ষ সৈনিক ও, তারপরও ভয় পাচ্ছে। সঙ্গীদের করুণ পরিণতি নিজ চোখে দেখেছে বেচারা। সেটা যে-কোনও সুস্থ-মস্তিষ্কের মানুষকেই আতঙ্কিত করে তুলবে।

কোনও মানুষ... কোনও সৈনিকের অমন ভয়াবহ মৃত্যু প্রাপ্য হতে পারে না। এমনকী মৃতদেহগুলোর উপরেও ওরা যা চালিয়েছে, তা বর্বরতাকে ছাড়িয়ে যায়।

তবে বর্বরতা হোক, বা যা-ই হোক, ছয়শ' ইউ.এস. মেরিনের একটা বাহিনীকে নিখুঁত ছক সাজিয়ে খতম করে দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও ক্রমওয়েল মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, শত্রুপক্ষের রণকৌশলটা ছিল অভিনব এবং চমৎকার! সেই কৌশলের বিরুদ্ধে একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছিল ওরা। পাল্টা আঘাত হানা তো দূরের কথা, আত্মরক্ষার কোনও সুযোগই পায়নি।

আনমনে মাথা নাড়ল লেফটেন্যান্ট। হ্যাঙার ডেক থেকে পালাবার সময় একবার ভেবেছিল আত্মহত্যা করবে, নির্দয় শত্রুদের হাতে ধরা দেবে না। কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। মানুষের মন বড়ই বিচিত্র, নিশ্চিত মৃত্যুর সামনেও বাঁচার আশা জাগিয়ে রাখে। সেই আশাই এখন বিপদ ডেকে এনেছে। গুলি খতম, তাই চাইলেও আর আত্মহত্যা করতে পারছে না ও।

হালকা একটা গরগর শব্দ কানে আসতেই চিন্তায় ছেদ পড়ল ক্রমওয়েলের।

কাছ থেকেই এসেছে ওটা—স্টেটরুমের উল্টোপাশে, ছায়ার ভিতর থেকে!

ঝট করে ওদিকে ঘুরল ও।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছায়ার ভিতর থেকে ছিটকে বেরুল একটা বিশাল আকৃতি—রোমশ, দ্বিপদী... একটু কুঁজো হয়ে আছে। ছুটে আসছে ওর-ই দিকে, মুখ দিয়ে উন্মত্ত শিম্পাঞ্জির মত তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে চলেছে।

কিন্তু ওটা শিম্পাঞ্জি নয়।

লেফটেন্যান্টের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রাণীটা। ভারী দেহের ধাক্কায় লোহার দরজার উপর আছড়ে পড়ল লেফটেন্যান্ট, মাথার পিছনটা ঠুকে গেল পাল্লার সঙ্গে।

চোখে আঁধার দেখল ও, তবে জ্ঞান হারাল না। হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে।

নড়তে-চড়তে পারছে না আর, মেঝেতে চিত হয়ে থাকা অবস্থায় দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর। লম্বা ফলাঅলা একটা *কে-বার* নাইফ খাপমুক্ত করেছে

শত্রু, স্টেটরুমের স্বল্প আলোতেও ওটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। আফসোস হলো ক্রমওয়েলের, জ্ঞান হারাল না কেন! তা হলে অন্তত নিজের চোখে নিজেরই ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখতে হতো না!

প্রতিধ্বনি তুলে লেফটেন্যান্ট ডিন 'ডেভিল' ক্রমওয়েলের মরণ-আর্তনাদ বেরিয়ে এল এয়ারক্র্যাফট-ক্যারিয়ারের ভিতর থেকে। বাতাসে অনেকক্ষণ ভেসে বেড়াল সেই আর্তচিৎকার।

তবে সেই আর্তনাদ ওর শত্রু ছাড়া আর কেউ শুনতে পেল না। আশপাশে আর কেউ নেই জীবিত।

বিশাল যুদ্ধজাহাজটা মানববসতি থেকে অনেক দূরে... প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে একটা পুরনো, পরিত্যক্ত রিফুয়েলিং স্টেশনের ডকে ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে। স্টেশনটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার; ওটা এমন এক দ্বীপে অবস্থিত, যার হদিস কোনও মানচিত্রে পাওয়া যাবে না। ১৯৪৩ সালে জাপানিদের হাত থেকে আমেরিকানরা ওটা ছিনিয়ে নেয়ার পর থেকে চলছে এই অবস্থা, ম্যাপ-মেকাররা যেন ভুলে গেছে দ্বীপটার অস্তিত্ব।

এককালে গ্র্যান্ট আইল্যাণ্ড নামে পরিচিত ছিল ওটা। বেরিং প্রণালী থেকে এক হাজার মাইল দক্ষিণে এই দ্বীপ, সবচেয়ে কাছের ভূ-খণ্ড পাঁচশ' মাইল দূরে। একটা এয়ারফিল্ড আছে দ্বীপে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওটা ছিল বিমানবাহিনীর জন্য অমূল্য এক সম্পদ। এয়ারফিল্ডটা দখলের জন্য ভয়াবহ একটা লড়াই হয়েছে ওখানে—মরণপণ যুদ্ধ করেছে আমেরিকান আর জাপানি বাহিনী, ঝরেছে অনেক রক্ত।

লড়াইয়ের তীব্রতা, এবং রক্তক্ষয়ের কথা ভেবে বেঁচে যাওয়া সৈন্যরা আরেকটা নাম দিয়েছিল এর।

ডেথ আইল্যাণ্ড... মৃত্যুদ্বীপ!

দুই

বিশদিন আগের কথা।

সকাল দশটা। ঢাকা।

ভাদ্র মাসের সকাল। আকাশ নীল। মাঝ আকাশে একটা প্রমাণ সাইজ সাদা মেঘের ভেলা। মৃদুমন্দ বাতাসে অলস গতিতে চলেছে সেটা অজানার

পানে। কোনও তাড়া নেই যেন তার। অখণ্ড অবসর।

উঁচু উঁচু বিল্ডিংগুলোর মাথায় উঠেছে সূর্য। সোনালি কিরণ বিছিয়ে পড়েছে একটানা, লম্বা রাস্তাটার উপর। দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত-সমস্ত মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা। এখানে অবসর নেই কারও। ছোট-বড় নানান রকম রঙ-বেরঙের গাড়ি, ট্যাক্সি, কাভার্ড ভ্যান, সিএনজি স্কুটার, রিকশা, সাইকেল, মোটর বাইক, বাস চারদিকে ছুটছে প্রাণপণে। কারও কোনও সময় নেই। এরই নাম জীবিকার তাড়া।

সাদা রঙের একটা টয়োটা করোলা এসে থামল সাততলা উঁচু ইউনিভার্সাল ট্রেডিং কর্পোরেশনের বিল্ডিঙের সামনে। প্রতিষ্ঠানের নামটা ভুয়া। আসলে ভবনটার প্রথম পাঁচটি তলা হরেক রকম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অফিস, আর ষষ্ঠ ও সপ্তম তলায় মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়া বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হেডকোয়ার্টার। অসংখ্য এজেন্ট ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবী জুড়ে, নিয়মিত কণ্ট্যাক্ট রক্ষা করে চলেছে তারা হেড অফিসের সঙ্গে, কেউ প্রতিদিন, কেউ সপ্তাহে একদিন, কেউ বা মাসে একদিন। ঘড়ির কলকজার মত নির্ভুলভাবে চলছে এই দুর্ধর্ষ গোপন সংস্থার কাজ। দেশের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে ওরা সবাই প্রাণপণ চেষ্টায়।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করল বিসিআই-য়ের অন্যতম এজেন্ট মাসুদ রানা। কড়া ইস্তিরি দেয়া ছাই-রঙা উলেন সুট, সাদা শার্ট, কালো সিল্কের টাই—পায়ে চকচকে কালো অক্সফোর্ড শু। চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে এদিক-ওদিক চাইল ও একবার, তারপর দীর্ঘ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ঢুকে পড়ল বিল্ডিঙে।

রানাকে দেখেই একগাল হাসি দিল বহুদিনের পুরনো কর্মচারী বৃদ্ধ লিফটম্যান হাসান। বলল, 'অনেকদিন পর দেখলাম, সার, আপনাকে।'

হাসল রানা। 'চলছে কেমন, হাসান?'

'আপনাদের দোয়ায় ভাল, সার। আর দু'মাস পর রিটায়ার করব। আল্লাহ-আল্লাহ করছি, যাতে শেষ দিনগুলোও ভাল কাটে।'

'বলো কী! তুমি রিটায়ার করছ নাকি? কেন?'

'বয়স হয়েছে না, সার? আর কত?'

আনমনা হয়ে গেল রানা। তাই তো! বয়স তো ওর-ও বাড়ছে! একদিন ওকেও অবসর নিতে হবে এই বিপজ্জনক, রোমাঞ্চকর পেশা থেকে। কী করবে ও তখন? কীভাবে কাটাবে সময়?

ভাবনাটা শেষ হতে না হতেই ছ'তলায় পৌঁছে গেল লিফট। দরজা খুলে যেতে বেরিয়ে এল রানা। এ-ফ্লোরের বেশির ভাগটাই জুড়ে রয়েছে রেকর্ড

সেকশনের ব্যস্ত-সমস্ত কেরানির দল; এ ছাড়া রয়েছে অপারেশন্স শাখা। ডানধারের সব শেষে করিডরের দু'পাশে মুখোমুখি ছ'টা কামরায় বসে রানা আর ওর অন্যান্য সিনিয়র সহকর্মীরা। সাত তলার এক অংশে মেজর জেনারেল রাহাত খান আর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদের কামরা। আর বাকিটায় অত্যাধুনিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত কমিউনিকেশন সেকশন। অত্যন্ত শক্তিশালী ট্রান্সমিটার আর ডিশ অ্যান্টেনা রয়েছে ছাদের উপর। এসব মেইনটেনের দায়িত্ব স্পেশাল ট্রেইনিং-পাওয়া কয়েকজন অপারেটরের উপর।

সব মিলিয়ে নিখুঁত এ প্রতিষ্ঠানটি। কোন গোলমাল নেই; যেন আপনাআপনি সব কাজ হয়ে যাচ্ছে, এমনই শৃঙ্খলা।

নিজের কামরায় ঢুকে কোটটা চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখল রানা। ওর সেক্রেটারি কাকলি জানতে চাইল কফি দেবে কি না, মাথা নেড়ে বারণ করল ও; বলল পরে খাবে। রওনা হলো সাততলায়, সোহেলের সঙ্গে দেখা করতে। ইয়োরোপে একটা অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে এসেছে, নিয়ম অনুসারে রিপোর্ট দেবে চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে। ফোনে বললেই হয়, কিন্তু প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেবার লোভ সামলাতে পারছে না। যাবার পথে উঁকি-ঝুঁকি মারল জাহেদ, সলীল, রূপা আর সোহানার কামরায়... কিন্তু নেই কেউ, কোথায় গেছে কে জানে!

সোহেলের কামরার দরজা ভেড়ানো। নক-টক করল না রানা, হাতল ঘুরিয়ে সোজা ঢুকে পড়ল ভিতরে। জানালার পাশে পাওয়া গেল চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে, পাল্লা খুলে দিয়ে চেয়ারে বসে আয়েশ করে সিগারেট টানছে। দরজা খোলার শব্দ শুনেই অবশ্য ভড়কে গেল ও, চট করে জানালা দিয়ে ফেলে দিল সিগারেটটা, উঠে দাঁড়াল তড়াক করে।

'হুম!' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'আদব-কায়দা এখনও ভুলিসনি দেখছি। গুড, গুরুজনকে দেখলে সিগারেট লুকিয়ে ফেলতে হয়।'

'হারামজাদা!' খেপাটে গলায় বলল সোহেল। 'গুরুজনগিরি ফলাতে এসেছিস, না? আদব-কায়দা তো দেখি তুই-ই ভুলে গেছিস! নক করিসনি কেন? আমি তো ভাবলাম বুড়ো ঢুকেছে! ইশ্‌শ্‌, সিগারেটটা ঠিকমত টানতে পারলাম না... ফেলে দিলাম!'

মুচকি হাসল রানা। 'ভালই তো হয়েছে। ক্যান্সার বাধানোর জিনিস... যত কম টানবি, ততই মঙ্গল।'

'এসব বলে পার পাবি না, বাছাধন,' রাগী গলায় বলল সোহেল। 'ডেমারেজ দিতে হবে।' হাত পাতল। 'জলদি এক প্যাকেট কেনার টাকা ছাড়।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'নষ্ট করলি মাত্র একটা স্টিক, অথচ গোটা প্যাকেট চাইছিস?'

'হ্যাঁ, নইলে তোর শিক্ষা হবে না। জলদি দে বলছি। নইলে নেক্সট অ্যাসাইনমেন্টে এমন এক জায়গায় পাঠাব, আগামী ছ'মাস আর সভ্যজগৎ দেখতে পাবি না।'

'এত বড় হুমকি? তা হলে তো দেখছি না দিয়ে উপায় নেই।' পকেটে হাত ঢোকাল রানা।

কপালে ভাঁজ পড়ল সোহেলের—সত্যিই দিচ্ছে নাকি? এত সহজে তো কোনোদিন সিগারেট আদায় করা যায়নি রানার কাছ থেকে! কয়েক মুহূর্ত পর বন্ধুর হাতে চকচকে একটা প্যাকেট উদয় হতে দেখে বিস্ময় আরও বাড়ল ওর—আরে, আসলেই তো এনেছে!

প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরল রানা। 'এই নে।'

নীল রঙের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করল সোহেল। উপর ফরাসি ভাষায় ব্র্যাণ্ডের নামসহ কী কী যেন লেখা। ভুরু কোঁচকাল ও। 'কী এটা?'

'কী আবার... সিগারেট! ইয়োরোপ থেকে এলাম না? তোর জন্য স্পেশালি নিয়ে এসেছি। টেনে দ্যাখ্। দারুণ জিনিস!'

তীক্ষ্ণ চোখে রানার দিকে তাকাল সোহেল, তবে মুখটায় কোনও ভণিতা দেখতে পেল না। আচমকা স্বাভাবিক হয়ে এল ওর চেহারা। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'তুই আসলে কিন্তু লোক অতটা খারাপ না।'

'যাক্, এতদিনে স্বীকার করলি কথাটা।'

নতুন প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট বের করল চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। ঠোঁটে ঝুলিয়ে লাইটার দিয়ে আগুন ধরাল। টান দিতে শুরু করল আয়েশ করে। রানার মুখে তখন মিটিমিটি হাসি।

কয়েক সেকেণ্ড পরই সোহেলের চেহারায় মেঘ জমল। দু'আঙুলের ভাঁজে ধরা সিগারেটটা দেখল নেড়ে-চেড়ে। বলল, 'কী রে, স্বাদ-গন্ধ কিছু পাচ্ছি না কেন?'

'ওফফো, ভুলেই গিয়েছিলাম, তুই তো ফ্রেঞ্চ পড়তে জানিস না,' হাসি চেপে বলল রানা। 'প্যাকেটের গায়েই লেখা আছে সব। তোর হাতে ওটা আর্টিফিশিয়াল তামাকের সিগারেট—নিকোটিনমুক্ত। ইয়োরোপে ওরা আজকাল ওটা সিগারেট ছাড়ানোর চিকিৎসায় ব্যবহার করছে।'

'শ্‌শ্‌শা-আ-লা!' হিংস্র ভঙ্গিতে বলল সোহেল। 'চালবাজির জায়গা পাস না? এক্ষুনি আমার ব্র্যাণ্ডের জিনিস দে! নইলে...'

'উঁহুঁ। সিগারেট দেবার কথা ছিল; কোন্ ব্র্যাণ্ড দিতে হবে, তা বলিসনি। যা পেয়েছিস, তা-ই নিয়ে সন্তুষ্ট থাক্।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সোহেল, মুঠি পাকিয়ে ছুটে এল রানার দিকে। কিন্তু

বাধা পেল ইন্টারকম বেজে ওঠায়। মাথা ঘুরিয়ে ওটার ডিসপ্লে-র দিকে তাকাল ও, সঙ্গে সঙ্গে চেহারা থেকে সরে গেল রাগী ভাব।

চিফ!

তাড়াতাড়ি গিয়ে রিসিভার তুলল সোহেল। 'ইয়েস, সার?'

'রানা এসেছে শুনলাম। তোমার ওখানে নাকি?' ভেসে এল জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর।

'জী, সার।'

'ওকে পাঠাও আমার কাছে।' বলে লাইন কেটে দিলেন রাহাত খান।

রিসিভার নামিয়ে বন্ধুর দিকে তাকাল সোহেল। 'যাও, বাছাধন। ডাক পড়েছে। ফেরার পর বোঝাপাড়া হবে তোমার সঙ্গে!'

হাসল রানা। 'আমাকে পেলে তো! নিশ্চয়ই নতুন কোনও কাজ গছাবে বুড়ো।'

'পাবো কি পাবো না, সেটা সময় হলেই দেখবি। এখন ভাগ্! দেরি করলে নিজে তো বকা খাবিই, আমাকেও খাওয়াবি।'

হেসে বেরিয়ে এল রানা। রওনা হলো চিফের কামরার দিকে। ঢোকার মুখে দেখা হলো বসের প্রাইভেট সেক্রেটারি ইলোরার সঙ্গে। ওকে দেখে হাসল ইলোরা।

'কেমন আছ, রানা? ভিজিট কেমন হলো?'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'ইয়োরোপের কথা বলছ? ভিজিটে যাইনি তো! কাজে গিয়েছিলাম।'

'ওখানকার কথা বলিনি। অফিসের কথা বলছি। তুমি হলে অতিথি পাখি, বেড়াতে আসো। ঠিক করে বলো তো, এক সপ্তাও কখনও সিটে বসতে পেরেছ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলবার ভান করল রানা। 'ব্যাপারটা নিয়ে আমারও কি কম দুঃখ? দেশেই থাকতে পারি না। সেই কবে থেকে ভাবছি, তোমাকে নিয়ে একটা ডিনার-ডেটে বেরুব... কিন্তু হতচ্ছাড়া কাজের চাপে সুযোগ-ই পাচ্ছি না। তা, কী বলো? আজ রাতে ফ্রি আছো?'

'আমি আছি, তুমি-ই নেই,' ইশারায় দরজাটা দেখিয়ে দিল ইলোরা। 'ঢুকে পড়ো, মিস্টার। বস তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে বলে দিয়েছিলেন, তুমি অফিসে আসামাত্র যেন জানাই ওঁকে। নিশ্চয়ই নতুন কোনও অ্যাসাইনমেন্ট। ডিনার-প্ল্যান করে লাভ নেই। যাও!'

'খুব কষ্ট পেলাম...'

বেরসিকের মত বেজে উঠল ইন্টারকমটা। স্পিকারে রাহাত খানের কণ্ঠ

শোনা গেল। 'ইলোরা, আসেনি রানা?'

থতমত খেয়ে গেল ইলোরা। 'ইয়ে... জী, সার। এই তো... ঢুকছে এখুনি।'

'ঠিক আছে।' লাইন কেটে গেল।

ঠোঁট টিপে হাসছে রানা। ওর দিকে তাকিয়ে হাত উঁচু করে কিল দেখাল ইলোরা, বোঝাতে চাইল: *যাও ভিতরে, কপালে আজ দুঃখ আছে তোমার!*

বসের দরজার দিকে এগিয়ে গেল রানা। বুক ঢিব ঢিব করতে শুরু করেছে। সবসময় হয় এমন। বুড়োর কামরায় ঢোকার আগে ভয় ভয় করে ওঠে ওর, কাঁচাপাকা ভুরুজোড়ার নীচে চিফের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির কথা মনে পড়ে যায়। একই সঙ্গে বুকের মধ্যে রক্তও ছলকে ওঠে—নতুন অ্যাসাইনমেণ্ট, নতুন রোমাঞ্চের আশায়। এত বছর পেরিয়ে গেছে এ-পেশায়, কত কিছুই তো বদলে গেছে, কিন্তু বদলায়নি শুধু এই অনুভূতিটা। সেই প্রথম দিনটির মত আজও রয়েছে ও এই দরজাটার সামনে।

দুরু দুরু বুকে নক করল রানা।

'কাম ইন।'

নব ঘুরিয়ে চিফের চেম্বারে ঢুকে পড়ল রানা, পিছনে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল কবাট।

কামরার চেহারা পরিচিত, কোথাও এতটুকু বদলায়নি। গাঢ় সবুজ কার্পেট ঠিক যেন তাজা ঘাস অথচ তুলোর মত নরম, সেই দূরপ্রান্তের দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত। দেয়ালটার সবটুকু ফিরোজা রঙের পর্দায় ঢাকা। একপাশে ঝুলে আছে বহুরঙা পৃথিবী, মেহগনি কাঠের ডেস্কটা ওই মানচিত্রের পাশে। পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন এসপিয়োনাজ জগতের প্রবাদপুরুষ, সামনে রাখা একটা ফাইলে দৃষ্টি নিবদ্ধ।

রানার দিকে তাকালেন না বৃদ্ধ, শুধু বললেন, 'বসো।'

চেয়ার টেনে বসল রানা। কয়েক মিনিট কেটে গেল নীরবতায়, রাহাত খান ফাইলটা নিয়ে ব্যস্ত, ওর কথা যেন ভুলেই গেছেন। উসখুস করতে শুরু করল রানা, মুখ খোলার সাহস পাচ্ছে না, আবার নিজেকে মনে হচ্ছে স্কুলে হেডমাস্টারের সামনে বসে থাকা অপরাধী ছাত্রের মত। গলা খাঁকারি দেবে কি না ভাবছিল, এই সময় ফাইল দেখা শেষ হলো চিফের। ফোল্ডারটা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। উপরে সাঁটা কাগজটা দেখে একটু বিস্মিত হলো রানা—ইংরেজিতে লেখা:

ট্রেইনিং রিপোর্ট
আর-সেভেন এক্সারসাইজ

সাবজেক্ট: মেজর মাসুদ রানা

ব্যাপার কী? পুরনো এই ফাইল বুড়ো আবার বের করেছে কেন?

রেমালপাগো রোহো, বা *আর-সেভেন* এক্সারসাইজ হচ্ছে ইউ.এস. মেরিনদের সবচেয়ে কঠোর ট্রেইনিং। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে প্রায় ন'মাস আগে এই প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসার ও সৈনিককে; ওদের সঙ্গে টিম-লিডার হিসেবে গিয়েছিল রানা। ওকে আসলে পাঠানো হয়েছিল ইণ্টেলিজেন্সের প্রতিনিধি হিসেবে, আমেরিকান বাহিনীর রণকৌশল এবং প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বিসিআই-এর হয়ে ইন-ডেপথ ইনফরমেশন সংগ্রহের জন্য।

তিনমাস-ব্যাপী ওই ট্রেইনিঙে খুবই ভাল ফলাফল করেছিল বাংলাদেশ, রীতিমত তাক লাগিয়ে দিয়েছিল ওদের। প্রশিক্ষণ শেষে আয়োজন করা হয়েছিল একটা নকল যুদ্ধ—অন-গ্রাউণ্ড ব্যাটল-সিমিউলেশন-এর। ওতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বাংলাদেশ আর আমেরিকান মেরিনদের কয়েকটা দল। জিততে অবশ্য পারেনি রানারা, ড্র হয়েছিল সিমিউলেশন রেযাল্ট। তবে সেটাও কম অর্জন নয়। বাইরের কেউ আমেরিকান জাত-সৈনিকদের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দেবে—সেটা কল্পনাই করতে পারেনি কেউ। অনেকেই ভাল চোখে দেখেনি ব্যাপারটা, বিশেষ করে আমেরিকান দলটার লিডার মেজর কার্ল সেগান প্রায় খেপে গিয়েছিল রানার উপর—ড্র হওয়াটাকে নিজের ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে নিয়েছিল সে। অবশ্য, কপাল ভাল, কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই ফিরে আসতে পেরেছিল বাংলাদেশিদের গ্রুপটা।

চকিতে এসব মনে পড়ে গেল রানার। কৌতূহলী চোখে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকল ও উনি কী বলেন শোনার জন্য।

হাডসন হাভানার প্যাকেট থেকে একটা সেলোফেন মোড়া চুরুট বের করলেন রাহাত খান। সযত্নে কাগজ ছাড়িয়ে সোনালি সিগার-কাটার দিয়ে এক মাথা কাটলেন, তারপর দাঁতে চেপে ধরে অপর মাথায় অগ্নিসংযোগ করলেন। পাতলা নীলচে-সাদা একফালি ধোঁয়া চোখে যাওয়ায় চোখদুটো পেঁচিয়ে উপর দিকে ঘুরিয়ে আঙুলের ফাঁকে নিলেন চুরুটটা, দৃষ্টি রাখলেন রানার চোখে।

'একটা ঘটনা ঘটেছে,' গম্ভীর গলায় বললেন তিনি। 'তোমাদেরকে আবার চাইছে ওরা।'

'আমেরিকা, সার?'

'হ্যাঁ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনুরোধ পাঠিয়েছে আর্মি হেডকোয়ার্টারে—আর-সেভেন ট্রেইনড্ টিমটাকে নতুন একটা এক্সারসাইজের

জন্য আবার চায় ওরা কয়েক সপ্তাহের জন্য।'

'বিশেষ কোনও কারণ আছে, সার?'

'মেসেজটা গদ গদ ভাষায় লেখা—তোমাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। ট্রেইনিঙে তোমরা নাকি এক্সট্রা-অর্ডিনারি পারফর্মেন্স দেখিয়েছিলে, তাই ওদের অ্যানুয়াল এক্সারসাইজে তোমাদের অংশগ্রহণ চাইছে। এটাই ভাবিয়ে তুলছে আমাকে।'

'কেন, সার? প্রশংসা করলে তো ভাল, আমাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছে।'

'কিন্তু সেটা ছ'মাস আগেই দিল না কেন?' ভুরু কুঁচকে বললেন রাহাত খান। 'তোমার ট্রেইনিং রিপোর্টটা দেখছিলাম আমি, কাঠখোট্টা ভাষায় লেখা। প্রশংসা তো দূরের কথা, ভাল নাম্বার দিতেই যেন জান বেরিয়ে যাচ্ছিল ওদের। কোর্সের বিভিন্ন ইভেন্টে তোমার নেতৃত্ব ও পারফর্মেন্সের বর্ণনা করেছে একেবারে সাদামাঠাভাবে। ব্যাপারটা তোমরা ফিরে আসার পরও শুনেছিলাম আমি, ওখানে ভাল ফলাফল করাটা মোটেও পছন্দ হয়নি ওদের। বরং যেন অপমানিত বোধ করেছে।'

'ছোট মন হলে যা হয়, সার,' বলল রানা। 'আমাদেরকে নিয়ে গিয়েছিল স্রেফ লোক-দেখানোর জন্যে। ভাল করব, এটা আশা করেনি। চায়ওনি।'

'হুম! সেই ওরাই এখন আবার হাতে-পায়ে ধরবার মত চিঠি দিচ্ছে, মেলা টাকা সাধছে—ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়?'

'কিছু গোলমাল আছে মনে করছেন, সার?'

মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'কারণ চিঠিটার নরম ভাষার মধ্যেও একটা খুব শক্ত শর্ত দিয়েছে ওরা—বলেছে, পাঠালে পুরো টিমটাকে পাঠাতে হবে, নতুবা নয়। আর্মি অফিসারদের পাঠানোয় যে সমস্যা নেই, তা ওরা খুব ভাল করে জানে। একমাত্র সমস্যা তোমাকে নিয়ে, তুমি আর্মিতে নেই। আমার ধারণা, স্পেসিফিক্যালি তুমি যেন অবশ্যই যাও, সেটা নিশ্চিত করতেই দেয়া হয়েছে শর্তটা।'

এবার রানার কপালেও ভ্রূকুটি দেখা দিল। 'আমাকেই চাইছে? কেন, সার?'

'বোঝা যাচ্ছে না, তবে নিশ্চয়ই ভিতরে একটা কিছু আছে,' বললেন রাহাত খান। 'একবার ভেবেছিলাম মানা করে দিই, কিন্তু দেখলাম, টিম পাঠাবার ব্যাপারে আর্মি খুবই ইন্টারেস্টেড। তোমাকে ধার চেয়েছে। স্পেসিফিক কোনও কারণ ছাড়া মানা করবার পথও দেখছি না। শুধু সন্দেহের বশে সেটা করা ঠিকও হবে না। তোমার কী মনে হচ্ছে?'

'আমি কী বলব, সার? আপনি বললেই যাব।'

'তা হলে যাও,' বললেন রাহাত খান। 'হয়তো ব্যাপারটা কিছুই নয়,

তারপরেও চোখ-কান খোলা রেখো। অনেক কিছু শিখতে পারবে। কোথাও খটকা লাগলেই সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করবে আমাকে, ঠিক আছে?'

'ইয়েস, সার।'

'আর, ইয়ে... সাবধানে থেকো।'

'থাকব, সার।'

বেরিয়ে এল রানা চিফের কামরা থেকে।

তিন

বেলা তিনটা। ০১ সেপ্টেম্বর।

প্রায় সুপারসনিক গতিতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে অতিকায় একটি আকাশযান। ওটা একটা মডিফায়েড হারকিউলিস কার্গো বিমান—*এমসি-১৩০, 'কমব্যাট ট্যালন'* নামে পরিচিত। আমেরিকান স্পেশাল ফোর্সগুলোর ডেলিভারি ভেহিকেল হিসেবে এর সমকক্ষ আর কোনও বিমান নেই।

অনেক... অনেক উঁচু দিয়ে উড়ছে কমব্যাট ট্যালন, যেন সি-লেভেলে থাকা রেইডার সিস্টেমগুলোকে ফাঁকি দিতে চাইছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, কারণ নীচে কিছুই নেই। ম্যাপ বলছে, সবচেয়ে কাছের ভূ-খণ্ডটা পাঁচশো মাইল পুবে... তাও ওটা স্রেফ একটা প্রবাল-প্রাচীর! উড়ে চলেছে ট্যালন।

ঠিক নির্ধারিত সময়ে গুঞ্জন তুলে খুলে গেল ট্যালনের রিয়ার লোডিং র‍্যাম্প। সেখান দিয়ে লাফিয়ে পড়ল বেশ কিছু সশস্ত্র মানুষ—নীল আকাশের গায়ে এলোমেলো কালো বিন্দুর মত লাগল ওদেরকে; ধাবমান বিমানের পিছনে ছড়িয়ে পড়ছে।

তীব্র গতিতে নীচের দিকে নামতে শুরু করল চল্লিশজন প্যারাট্রুপার। সবার পরনে হাই-অলটিচ্যুড জাম্পসুট—পুরো মুখমণ্ডল ঢাকা ব্রিদিং মাস্কে, গায়ে কালো রঙের বডিসুট। নামতে নামতে শরীরের অ্যাঙ্গেল ঠিক করে ফেলল সবাই—মাথা থাকল সামান্য নীচে, পা কিছুটা উপরে। পড়ন্ত জেভেলিনের মত ছুটে যাচ্ছে নীচে, পুরু ফেস-মাস্ক বাতাসকে চিরে দিচ্ছে... প্রত্যেকে হয়ে উঠেছে একটি করে মানব-বর্শা!

ক্লাসিক *হ্যালো* ড্রপ এটা—হাই অলটিচ্যুড, লো ওপেনিং। সাঁইত্রিশ হাজার ফুট থেকে জাম্প করতে হয়, অবিশ্বাস্য গতিতে ফ্রি-ফল করতে হয় প্রায় পুরো

দূরত্ব; একেবারে ড্রপ জোনে এসে শেষ মুহূর্তে খুলতে হয় প্যারাশুট।

এ-মুহূর্তে চল্লিশজনের যে-দলটা নামছে নীচে, তাদের মধ্যে একটা ব্যাপার লক্ষ করবার মত। ছোট ছোট চারটে গ্রুপে থাকতে চেষ্টা করছে তারা পড়তে পড়তেও, নিজেদেরকে আলাদা দল ভাবছে যেন।

খামোখা ভাবছে, তা নয়; আসলেও ওখানে নামছে আলাদা চারটে দল।

চারটা ক্র্যাক টিম—দক্ষ সৈনিকের দল। দুই জাতির লোক আছে ওখানে—আমেরিকান ও বাংলাদেশি।

তিনটে টিম আমেরিকান। বিরাশিতম এয়ারবোর্ন ডিভিশন থেকে এসেছে একটা, সিল টিম একটা, আর শেষটা ডেল্টা ফোর্সের—সারাক্ষণই নিজেদের গুটিয়ে রাখে ওরা, কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

শেষ দলটা বাংলাদেশি, মেজর মাসুদ রানার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আর্মির কমাণ্ডো গ্রুপ।

ঘন কালো মেঘ জমেছে আকাশে, তুমুল গতিতে স্তরটার ভিতর ঢুকে গেল প্যারাট্রুপাররা। চারপাশ এখন অদৃশ্য, যেন ধোঁয়ার মধ্যে রয়েছে ওরা—নাকে পোড়া গন্ধ পাচ্ছে না, এই যা!

পুরো এক মিনিট পর মেঘের স্তর ভেদ করে বেরিয়ে এল দলটা... বেরিয়ে এল ঝোড়ো আবহাওয়ার মধ্যে। পঞ্চম মাত্রার একটা ঝড় বইছে সাগরের উপর দিয়ে। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা আঘাত করতে শুরু করল প্যারাট্রুপারদেরকে, নীচে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে গর্জাচ্ছে সাগর। বাতাসের প্রতিটি ধাওয়া হিংস্র দানব করে তুলছে ঢেউগুলোকে। আকাশ ছোঁয়া সচল পাঁচিল যেন, একের পর এক ছুটে আসছে, চূড়ার মাথায় সাপের ফণা আকৃতির সাদাফেনা বিস্ফোরিত হচ্ছে, জলপ্রপাতের মত নেমে আসছে আবার। ঝড়টা এমনই প্রবল যে, সারফেস থেকে কালো মেঘ আর উত্তাল তরঙ্গমালা আলাদাভাবে চেনার উপায় নেই। প্রতিমুহূর্তেই যেন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে প্রকৃতির আক্রোশ।

বৃষ্টির অবিরাম ধারা ভেদ করে একটু পরেই দৃশ্যমান হলো ওদের টার্গেট। ছোট্ট একটা দ্বীপ—উত্তাল সাগরের মাঝে নিঃসঙ্গভাবে মাথা তুলে আছে। ওটার পাশে ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে একটা এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার।

মৃত্যুদ্বীপ!

হ্যালো-মাস্কের ওপাশে রানার সুদর্শন মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল দ্বীপটা দেখতে পেয়ে। অস্বস্তি বোধ করছে ও শুরু থেকেই। সহজাত প্রবৃত্তি কী যেন একটা বিষয়ে সতর্ক করে দিতে চাইছে ওকে, কিন্তু ধরতে পারছে না। জোর করে চাপা দিয়ে রাখতে হচ্ছে অনুভূতিটা। দলনেতা ও, নিজেই যদি আত্মবিশ্বাসী থাকতে না পারে, তা হলে বাকিদের কী হবে?

দু'সপ্তাহ হলো আমেরিকায় এসেছে ওরা, এর ভিতর নানা রকম এক্সারসাইজে অংশ নিতে হয়েছে বাংলাদেশ আর্মির টিমটাকে। নিয়মমাফিক চলেছে সব, কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না। অনেক চেষ্টা করেও রানা জানতে পারেনি, ওদের দলটাকে ডেকে নিয়ে আসার পিছনে আমেরিকানদের বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না। তবে আজকের ব্যাপার ভিন্ন।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে জানান দিচ্ছে—এই অপারেশনটা আগেরগুলোর মত নয়। অন্যরকম তাৎপর্য আছে এটার।

কয়েক ঘণ্টা আগে শোনা মিশন ব্রিফিংটা মনে মনে ঘাঁটছে রানা। ওখানে কি কোনও ইঙ্গিত আছে?

ওদের টার্গেট, ডেথ আইল্যাণ্ড। ঠিক দ্বীপটা নয়, আসল টার্গেট হচ্ছে ওটার পাশে ভিড়িয়ে রাখা পুরনো একটা সুপারক্যারিয়ার—*ইউএসএস নিমিৎজ*, ওটার আইডেণ্টিফিকেশন কোড: সিভিএন-৬৮।

সমস্যা দেখা দিয়েছে শিপটাকে নিয়ে। বিচ্ছিন্ন ওই দ্বীপে থেমেছে জাহাজটা কিছু স্পেশাল কার্গো পিকআপ করার জন্য। কিন্তু ওখানে পৌঁছানোর খানিক পরেই উত্তর দিক থেকে একটা প্রলয়ঙ্করী সুনামি আঘাত করেছে ডেথ আইল্যাণ্ডকে, এর পর থেকে নিমিৎজের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।

মার্কিন নৌবাহিনীর বারোটা নিমিৎজ-শ্রেণীর এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ারের মধ্যে *ইউএসএস নিমিৎজ* হচ্ছে সবচেয়ে পুরনো। এই ডিজাইনের ক্যারিয়ারগুলোর শ্রেণীবিন্যাসই করা হয়েছে ওটার নাম দিয়ে। ডিকমিশনিঙের জন্য ভারত মহাসাগর থেকে আমেরিকায় ফিরে আসছে ওটা, পথে থেমেছে ডেথ আইল্যাণ্ডে; নিয়মিত ছ'হাজার ক্রু'র বদলে মাত্র পাঁচশো লোকের স্কেলিটন ক্রু রয়েছে শিপে। এমনিতে একেকটা এয়ারক্র্যাফট-ক্যারিয়ারের ব্যাটল-গ্রুপে প্রচুর সংখ্যক ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট, সাবমেরিন, সাপ্লাই-শিপ, ইত্যাদি থাকে। তবে বয়স ফুরিয়ে আসা নিমিৎজের সঙ্গে ছিল মাত্র দুটো ক্রুজার... এসকর্ট হিসেবে। সুনামির আঘাতের পর থেকে ওগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না দ্বীপ থেকেও।

শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগকেই ভয় পাচ্ছে না মার্কিন নেভাল কমাণ্ড, ভয় পাচ্ছে বৈরী রাষ্ট্রকে নিয়েও। একদিন আগে একটা উত্তর কোরিয়ান সাবমেরিন বেরিং সাগর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে বলে রিপোর্ট পাওয়া গেছে। ওই এলাকায় ওটার উপস্থিতি সন্দেহজনক।

পুরো ব্যাপারটাই রহস্যজনক।

খটকা লেগে রয়েছে রানার মনে... সেটা শুধু পরিস্থিতির জন্য নয়, সঙ্গী অপর তিনটে টিম নিয়েও। ওদেরটা কমাণ্ডো টিম—ইউ.এস. মেরিনদের কাছে

ট্রেইনিং পাওয়া; কিন্তু বাকিরা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এয়ারবোর্ন, সিল, কিংবা ডেল্টা ফোর্স... সবারই রণকৌশল আলাদা। কারও সঙ্গেই কারোটা মিলবে না। অথচ একই মিশনে পাঠানো হয়েছে ওদের... কোনও রকম বোঝাপড়ার সুযোগ না দিয়েই!

এমনটা কখনোই করা হয় না—স্পেশাল অপ্‌স্ ইউনিটগুলোকে জগাখিচুড়ি পাকাবার কথা কেবল বোকারাই ভাবতে পারে। ওদের সবার স্পেশালিটি ভিন্ন, মিশন-সিচুয়েশন সামলাবার কায়দাও ভিন্ন; ঠিকমত সমন্বয় না করে ফিল্ডে নামালে একে অন্যের কাজে শুধু বাধাই সৃষ্টি করে যাবে।

সবকিছু ভাবলে এর ভিতর ট্রেইনিং এক্সারসাইজের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। একটা সিচুয়েশন তৈরি করে তার মধ্যে চার রকম দলকে পাঠিয়ে হয়তো ফলাফল দেখতে চাইছে মার্কিন সশস্ত্রবাহিনীর বড় বড় মাথারা। সেটা হবার সম্ভাবনাই বেশি। গত দু'সপ্তাহ ধরে এ-জাতীয় এক্সারসাইজ-ই করে চলেছে রানারা। আজও হয়তো তেমনটাই ঘটতে যাচ্ছে।

কিন্তু তারপরেও খুঁতখুঁত করছে ওর মন। কিছুতেই নিজেকে প্রবোধ দিতে পারছে না। কারণ একটা সমস্যা রয়েছে ওর এই ব্যাখ্যায়। সেটা অ্যামিউনিশন নিয়ে।

প্রশিক্ষণ চলাকালে ব্ল্যাঙ্ক ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু ওদের সবার কাছে আজ আছে লাইভ অ্যামিউনিশন!

মিশন ব্রিফিং শেষ হতেই গোপনে বিসিআই চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল রানা, অসামঞ্জস্যগুলোর কথা জানিয়েছিল। জবাবে রাহাত খান আরেকটা ব্রিফিং দিয়েছেন ওকে, ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দিয়েছেন গ্র্যান্ট আইল্যাণ্ডের একটা ম্যাপ। ১৯৪৩ সালে দ্বীপের বুকে ঘটে যাওয়া তুমুল যুদ্ধে তিনিও নাকি লড়েছিলেন মিত্রবাহিনীর পক্ষে। এমন অনেক তথ্য দিয়েছেন, যা আর কেউ জানে না।

ভাবনাটা দূর করে দিয়ে আবার নীচে তাকাল রানা। উন্মাতাল প্রশান্ত মহাসাগর বিছিয়ে রয়েছে পুরো দৃষ্টিসীমা জুড়ে—সুনীল পানি ছাড়া বিশ্বচরাচরে যেন আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। একমাত্র বৈসাদৃশ্য হয়ে ওর মাঝে ফুটে আছে ডেথ আইল্যাণ্ড।

খানিক পরেই দ্বীপের পশ্চিম পাশে ছোট একটা আয়তাকার আকৃতি হয়ে ধরা পড়ল নিমিৎজ। ওটার কাছেই... দ্বীপের দক্ষিণ আর পশ্চিমে রয়েছে গান এমপ্লেসমেন্ট—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার দুটো বিশাল কামান তাক করে রাখা আছে উন্মুক্ত সাগরের দিকে। দ্বীপের উত্তর-পূর্বদিকটায় বিশাল এক পাহাড়—উপর থেকে দেখতে ছোট-খাট একটা আগ্নেয়গিরির মত লাগছে।

রানার ইয়ারপিসে হঠাৎ একটা কণ্ঠ ভেসে এল। 'অল টিম লিডারস্, দিস ইজ ডেল্টা সিক্স। আমরা দ্বীপের পূর্ব-প্রান্তে নামব, সার্চ করতে করতে এগোব টার্গেটের দিকে। তোমরা বাকিরা সরাসরি ফ্লাইট ডেকে নামবে। এয়ারবোর্ন—বো'তে; সিল—আফটে; আর বিডি-কমাণ্ডো—মিড সেকশনে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

বিরক্ত বোধ করল রানা। কথাগুলো নতুন করে বলার প্রয়োজন ছিল না, মিশন ব্রিফিঙে ঠিক এভাবেই নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে ড্রপ-জোন।

ডেল্টা ফোর্সের চিরাচরিত আচরণ এটা। এদের জন্মই যেন হয়েছে মাতব্বরি করবার জন্য। সৈনিক হিসেবে যে অত্যন্ত যোগ্য ও দক্ষ, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু ঠাট দেখাতে অতি-মাত্রায় পারঙ্গম। পরিবেশ-পরিস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামায় না, নিজেদের নেতাগিরি ফলাতে চায়। আজকের কথাই ধরা যাক, বাকি তিনটে টিম ওদের চাইতে কোনও অংশেই কম দক্ষ বা যোগ্য নয়, তারপরও ওরা অপারেশনটার নিয়ন্ত্রণ হাতে নিতে চাইছে, ধরেই নিয়েছে যে ওরাই লিডার।

'রজার দ্যাট, ডেল্টা সিক্স,' ইয়ারপিসে সিল লিডারের কণ্ঠ ভেসে এল।

'কপি, ডেল্টা সিক্স,' সাড়া দিল এয়ারবোর্ন-ও।

রানা জবাব দিল না।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ডাকল ডেল্টা লিডার, 'বিডি কমাণ্ডো? রানা? নির্দেশটা বুঝতে পেরেছ?'

চাঁছাছোলা গলায় রানা প্রত্যুত্তর দিল, 'মিশন-বিফ্রিঙে আমিও হাজির ছিলাম, ডেল্টা সিক্স। আমার স্মৃতিশক্তিরও কোনও সমস্যা নেই। মিশন-প্ল্যান জানা আছে আমার।'

'বাঁকা কথা বাদ দাও, রানা!' আহত গলায় বলল ডেল্টা লিডার। তার নাম মেজর ড্যানি বোগান, কোডনেমঃ ফায়ার। 'আমরা সবাই একই দলের লোক।'

'হাবভাবে তো মনে হচ্ছে, দলটা কিনে নিয়েছ তুমি,' বলল রানা। 'শোনো, আগামীতে প্রয়োজন ছাড়া রেডিও-সাইলেন্স ব্রেক করবে না, বুঝেছ? রানা, আউট।'

কথাটার মর্ম বুঝতে পেরে গুম মেরে গেল মেজর বোগান। ঠিকই বলেছে রানা—কোন্ পরিস্থিতিতে পড়তে চলেছে ওরা, জানা নেই। নীচে শত্রু থাকতেই পারে। কোনও মতে ওদের রেডিও-কমিউনিকেশনে আড়ি পেতে থাকলে সর্বনাশ। আজকাল এসব কোনও ব্যাপারই নয়। ফরাসিদের বানানো লেটেস্ট *সিগনেট-ফাইভ* রেডিও ডিকোডার দিয়ে শুধু এনক্রিপ্টেড রেডিও সিগনালে আড়ি পাতা নয়, সিগনালের উৎসও ডিটেক্ট করা যায়। বিশ্বের প্রায় সব ইন্টেলিজেন্স

এজেন্সি... সেইসঙ্গে টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনগুলোও ব্যবহার করতে শুরু করেছে জিনিসটা।

নিজের টিমের প্রাইভেট চ্যানেলে ফ্রিকোয়েন্সি শিফট করল রানা। নির্দেশ দিল, 'ট্যাকটিক্যাল রেডিও অফ করে দাও সবাই, শুধু লিসেনিং মোডে থাকো। আমার সঙ্গে নিতান্তই যদি কথা বলতে হয়, তা হলে শর্টওয়েভ ইউএইচএফ ব্যাণ্ড ব্যবহার করবে।'

নির্দেশটা সঙ্গে সঙ্গে পালন করল দলের সদস্যরা।

একটু পর নির্ধারিত উচ্চতায় পৌঁছে গেল চল্লিশ জন প্যারাট্রুপার। নিমিৎজের এক হাজার ফুট উপরে এসে রিপকর্ড টানল ওরা, প্যারাশুট খুলল।

পতনের তীব্র গতি কমে গেল ধীরে ধীরে, হালকা পালকের মত বাতাসে ভাসতে ভাসতে নীচে নেমে এল ওরা। প্ল্যান মোতাবেক দ্বীপের মূল ভূখণ্ডে নামল ডেল্টা টিম; বাকিরা নামল ক্যারিয়ারের ফ্লাইট ডেকে—যার যার নির্ধারিত পজিশনে। ঝটপট সিধে হলো সবাই, হাতে উদ্যত অস্ত্র।

কেউ জানে না ওরা, নরকে পা রেখেছে!

চার

ফ্লাইট ডেকে আঘাত হেনে চলেছে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা। পড়েই বিস্ফোরিত হয়ে ছিটকে লাফিয়ে উঠছে আট-দশ ইঞ্চি।

যান্ত্রিক দক্ষতায় ল্যাণ্ড করল বাংলাদেশি কমাণ্ডো টিমটা। ডেকে পা ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে প্যারাশুটের ক্লিপ আলগা করে দিল, বাতাসের তোড়ে ওদের উপর থেকে সরে গেল মুক্ত ক্যানোপি, দেহগুলো ঢেকে ফেলতে পারল না। এতক্ষণ প্যারাশুটগুলো ছাতার মত কাজ করছিল, কিন্তু ওগুলো সরে যেতেই কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর ভিজে চুপসে গেল সবাই।

ঝটপট ফেসমাস্ক খুলে ফেলল কমাণ্ডোরা, ব্যস্ত দৃষ্টি বোলাল ফ্লাইট ডেকের উপর।

পুরো জায়গাটা খাঁ খাঁ করছে।

এইমাত্র ল্যাণ্ড করা টিমগুলোর সদস্য ছাড়া আর কোনও জনমনিষ্যির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। কয়েকটা আকাশযান শুধু নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানওয়েতে—সবগুলোর গায়ে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ! একই রকম দাগ দেখা যাচ্ছে বৃষ্টির আওতামুক্ত ডেকের উপরেও।

কিন্তু কোথাও কোনও লাশ নেই।

রানার চেহারা কঠোর হয়ে উঠল। পাশে তাকিয়ে নিজের দলের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ডকে বলল, 'আপা, কিছু বুঝতে পারছ?'

জবাব দেয়ার আগে একটু ইতস্তত করল ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা। বয়সে রানার চেয়ে চার বছরের বড় ও, আর্মিতে দেরিতে যোগ দেয়ায় এখনও ক্যাপ্টেন রয়ে গেছে। বিশালদেহী নারী, লম্বায় পুরো ছয় ফুট, দশাসই শরীরটাও রীতিমত শক্ত-পোক্ত—বাঙালি মেয়েরা সাধারণত এত লম্বা-চওড়া হয় না। দেখে মনে হতে পারে: পুরুষ হিসেবে গড়তে শুরু করেছিলেন ওকে বিধাতা; শেষ মুহূর্তে দু-একটা জায়গা সামান্য পাল্টে মেয়ে বানিয়ে দিয়েছেন। বেচারির পুরো শৈশব-কৈশোর খুবই খারাপ কেটেছে এর ফলে। ছেলে, বা মেয়ে... কেউই ওকে সহজভাবে নিত না। বন্ধুত্ব করতে চাইত না। নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে কাটাতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল ও, বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করবার পর তাই যোগ দেয় সেনাবাহিনীতে... একটু বেশি বয়সে। ওখানেই ওর সত্যিকার প্রতিভার বিকাশ হতে শুরু করে। মেয়ে হয়েও ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত পারফর্মেন্স দেখায় ও প্রশিক্ষণে, নাম লেখায় কমাণ্ডো ট্রেইনিঙের জন্য। শুরুতে সবাই নারী-কমাণ্ডোর ব্যাপারে নাক সিঁটকাচ্ছিল, নিশাতের বয়সও নাকি কমাণ্ডো ট্রেইনিঙের জন্য বড্ড বেশি; কিন্তু ও হাতেনাতে প্রমাণ করে দিয়েছে—আর দশটা বাঙালি মেয়ের মত অবলা নয় ও, ছেলেদের হারিয়ে দিয়ে কমাণ্ডো ট্রেইনিঙে প্রথম হয়।

এ-মুহূর্তে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা একজন জলজ্যান্ত কিংবদন্তি—বাঙালি একটা মেয়ে দুর্ধর্ষ কমাণ্ডো হতে পেরেছে বলে। এই অর্জনের স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করেনি রানা, ওকে দলের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড বানিয়েছে। এর পিছনে নারী জাতির প্রতি কোনও রকম দুর্বলতা কাজ করেনি, আসলেই মেয়েটা এই পদের যোগ্য। শুধু সৈনিক হিসেবে দক্ষতার জন্য নয়, স্বভাবজাত নেতার মত দলের সবার ভাল-মন্দের দিকে কড়া নজর ওর। সহকর্মীদের দেখাশোনা এতটাই আন্তরিকতার সঙ্গে করে যে, ওরা তাকে আড়ালে-আবডালে *আম্মু* বলে ডাকে।

দলটার মধ্যে অদ্ভুত একটা বোঝাপড়া রয়েছে। ইচ্ছে করেই রানা নিজেদের ভিতর সামরিক ফর্মালিটি রাখেনি, তাতে পরস্পরের অনেক কাছে আসতে পেরেছে ওরা। সম্পর্ক হয়ে উঠেছে অনেক আন্তরিক। অফিশিয়ালি *সার-ম্যাডাম* ডাকা, কিংবা স্যালিউট দেয়ার মত আনুষ্ঠানিকতা বজায় থাকলেও একান্তে ওরা একই পরিবারের সদস্যের মত। রানা যেমন অন্যদেরকে *মাসুদ ভাই* বলে ডাকতে দেয়, তেমনি নিজেও ওর চেয়ে বয়সে বড় নিশাতকে *আপা* বলে ডাকতে

দ্বিধা করে না, অন্যদেরকেও একই রকম সম্বোধনে উৎসাহিত করে। রানা আপা বলায় নিশাত খুশি, কিন্তু কিছুতেই ওকে নাম ধরে ডাকতে বা তুমি বলতে রাজি হয়নি, রানাকে 'সার' বলে, 'আপনি' করেই সম্বোধন করে।

ডেকের উপরটা ভাল করে দেখে নিল নিশাত। তারপর বলল, 'আমার মতামত জানতে চাইছেন, সার? খারাপ কিছু একটা ঘটেছে এখানে।'

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' রানা একমত হলো।

'শুরু থেকেই ব্যাপারটা গড়বড়ে লাগছে,' বলল নিশাত। 'চার রকম টিম পাঠাল কেন ওরা? আমাদের সঙ্গে আর কিছু মেরিন দিলেই চলত।'

'ওসব ভেবে লাভ নেই, টাওয়ারে চলো।' দলের বাকিদের ইশারা করল ও। 'লেটস্ মুভ!'

ক্যারিয়ারের মিড-সেকশনটা সিকিওর করবার দায়িত্ব পেয়েছে রানারা, ওর মধ্যে পড়েছে শিপের ছ'তলা উঁচু কমাণ্ড টাওয়ারটা। এমনিতে ওটাকে *আইল্যাণ্ড* বলা হয়, তবে আজকের মিশন যেহেতু সত্যিকার একটা দ্বীপের লোকেশনে হচ্ছে, তাই আইল্যাণ্ডের পরিবর্তে ওটাকে টাওয়ার বলবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। রেডিও কমিউনিকেশনে কোনও ধরনের বিভ্রান্তি ঘটবে না এর ফলে।

বৃষ্টির ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চওড়া ফ্লাইট ডেক পেরুল দলটা, পৌঁছুল টাওয়ারের গোড়ায়। মেইন ডোরের দিকে তাকাতেই আবার চমকে যেতে হলো—রক্তে ভিজে আছে পাল্লাটা, এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে শত শত বুলেটের আঘাতে। আস্ত থাকতে পারেনি ওটা, কবজা ভেঙে গিয়ে ঝুলছে কাত হয়ে।

উপরদিকে তাকাল রানা। কমাণ্ড টাওয়ারের ছাতে বসানো প্রতিটা অ্যান্টেনা আর রেইডার অ্যারে ভেঙে ফেলা হয়েছে, কিংবা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। মেইন অ্যান্টেনা মাস্ট-টাও অক্ষত নেই, মাঝখানটায় দু'টুকরো করে দেয়া হয়েছে ওটাকে। ভাঁজ হয়ে বিশাল আকৃতিটা এখন পড়ে আছে একপাশে।

'হায় খোদা!' বলে উঠল রানার দলের এক কমাণ্ডো। 'হয়েছে কী এখানে?' নিগ্রো বক্সারের মত দেখতে লেফটেন্যান্ট, নাম গোলাম মোরশেদ।

'আর যা-ই হোক, সুনামি নয়,' তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল সার্জেন্ট জেরেমি ওয়াকার—পুরো দলের একমাত্র বিদেশি সদস্য। 'সুনামি মোকাবেলা করতে গোলাগুলির প্রয়োজন হয় না।'

ট্রেনিং এক্সারসাইজে আমেরিকানদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের সুবিধের জন্য সার্জেন্ট ওয়াকারকে দেয়া হয়েছে দলটার সঙ্গে। তবে লোকটার সঙ্গে ওদের পরিচয় স্রেফ দু'সপ্তাহের নয়। ছ'মাস আগে শেষ হওয়া *আর-সেভেন* এক্সারসাইজেও ছিল এই সার্জেন্ট, তবে একই দলে নয়। রানার

প্রতিদ্বন্দ্বী মেজর কার্ল সেগানের দলের সদস্য ছিল তখন ওয়াকার।

ইয়ারপিসে সিল টিমের লিডারের কণ্ঠ ভেসে এল হঠাৎ। 'অল ইউনিটস্, দিস ইজ গেইটর। স্টারবোর্ড এলিভেটর-থ্রি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আমরা সিঁড়ি ব্যবহার করছি... মেইন হ্যাঙার বে থেকে ফ্লাইট ডেকের নীচে যাচ্ছি।'

'দিস ইজ কনডর,' বলে উঠল এয়ারবোর্ন লিডার। 'মিসাইল লঞ্চার বে'তে আছি আমরা... এখানে ফায়ারফাইটের প্রমাণ পেয়েছি। প্রচুর রক্ত, তবে একটা লাশও নেই।'

'ডেল্টা সিক্স বলছি,' তৃতীয় কণ্ঠ ভেসে এল এরপর। 'আমরা এখনও দ্বীপের মূল অংশে। এখন পর্যন্ত অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাইনি।'

চুপচাপ রিপোর্টগুলো শুনল রানা, কিন্তু নিজে নীরব রইল, কিছু বলল না।

'সার,' বলল ওয়াকার। 'রিপোর্ট দেবেন না?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না।'

বিস্মিত হয়ে পাশে দাঁড়ানো এক কমাণ্ডোর সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওয়াকার—বেঁটেখাটো অফিসারটির নাম লেফটেন্যান্ট আলমগীর। সে-ও অবাক হয়েছে রানার কথা শুনে।

ওয়াকারের চোখে বিরক্তি ঘনাল, এমনিতেই একটা ভেতো বাঙালির আণ্ডারে কাজ করতে ভাল লাগছে না তার। সেই বাঙালিটা যদি আবার উল্টোপাল্টা সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে, সেটা তো সহ্য না হবারই কথা।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সার্জেন্ট প্রশ্ন ছুড়ল, 'আপনি কি আমাদের নিজস্ব লোকজনের কাছেও পজিশন জানাতে চাইছেন না?'

'বললাম তো... না!' রানাও বিরক্ত হচ্ছে।

'কিন্তু...'

'সার্জেন্ট!' কড়া গলায় বলল রানা। 'তুমি কি তোমার আগের কমাণ্ডারের কাছেও তার প্রতিটা কাজের জন্য এভাবে কৈফিয়ত চাইতে?'

তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল ওয়াকার। 'জী না, সার।'

'গুড। তা হলে অভ্যাসটা নতুন করে রপ্ত কোরো না। মিশন নিয়ে মাথা ঘামাও।'

ঠোঁট কামড়াল ওয়াকার। 'ইয়েস, সার।'

বাকিদের উপর নজর বোলাল রানা। 'আর কারও কিছু বলার আছে?'

মাথা নাড়ল সবাই।

'ভাল। লেটস গো।'

ভাঙা স্টিলের দরজাটা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল দলটা। ঢুকে পড়ল অন্ধকার কমাণ্ড টাওয়ারের ভিতর।

পাঁচ

কমাণ্ড টাওয়ারের শিরদাঁড়া হয়ে উঠে গেছে সরু স্টেয়ারওয়ে, সেটা ধরে উপরে উঠতে শুরু করল ওরা। সবার স্নায়ু ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে আছে, অস্ত্র তৈরি রেখেছে সতর্ক ভঙ্গিতে। সতর্কতা পালন না করে উপায়ও নেই। সিঁড়ির প্রতিটা ধাপে ছোপ ছোপ রক্ত দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও মৃতদেহের দেখা মেলেনি।

একটু পরেই মেইন ব্রিজে উঠে এল দলটা। টাওয়ারের মাঝামাঝি জায়গায় ওটা, তিনটে দিক ভারী কাঁচের ভিউয়িং-উইণ্ডো দিয়ে ঘেরা। পুরো ফ্লাইট ডেক দেখা যায় এখান থেকে।

কিন্তু ওদের দৃষ্টি জানালাগুলোকে পেরুতে পারল না, তার আগেই আটকে গেল। সমস্ত ভিউয়িং উইণ্ডোর কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে আছে, ভাঙা টুকরোগুলোর গায়ে রক্তের কালচে দাগ।

মেঝের দিকে তাকাল রানা। রক্তের পুকুরের মাঝে অগণিত বুলেটের খোসা ছড়িয়ে আছে সবখানে। বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্রও পড়ে আছে এলোমেলো ভাবে। বেশিরভাগই এম-সিক্সটিন সাবমেশিনগান; কয়েকটা রয়েছে এম-৪ কোল্ট-কমাণ্ডো—এম-সিক্সটিনেরই শর্ট ব্যারেল ভার্শান—দুনিয়ার প্রায় সমস্ত স্পেশাল ফোর্স এ-অস্ত্র ব্যবহার করে।

রানার ইশারা পেয়ে তিনজন সঙ্গীসহ উপরতলায় চলে গেল নিশাত—ওটা ফ্লাইট কন্ট্রোল ব্রিজ, ক্যারিয়ার থেকে ফাইটার এবং হেলিকপ্টারের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করে। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এল নিশাত।

রিপোর্ট দিল, 'একই অবস্থা, সার। মেঝে ভরে আছে স্পেণ্ট অ্যামো-তে। জানালা-টানালা সব ভাঙা। রক্ত ছড়িয়ে আছে সবখানে। রীতিমত যুদ্ধ হয়েছে মনে হলো।'

'শুধু যুদ্ধই হয়নি,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'লড়াইয়ের পর ক্লিনআপ-ও করা হয়েছে। একটাও লাশ নেই কোথাও...'

কথা শেষ হবার আগেই মেঝেতে পড়ে থাকা একটা আগ্নেয়াস্ত্রের উপর নজর আটকে গেল ওর। এম-৪ ওটা, তবে কী যেন বিসদৃশ ঠেকছে।

অস্ত্রটা তুলে নিল রানা, নেড়ে-চেড়ে দেখল।

দূর থেকে আর দশটা এম-৪-এর মত দেখালেও আসলে তা নয়। এই

অস্ত্রটা মডিফাই করা হয়েছে। ট্রিগার-গার্ডটা অস্বাভাবিক রকমের বড়... যেন বড় সাইজের বা গ্লাভ পরা তর্জনী ঢোকানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে এটার ভিতর দিয়ে!

'কী এটা?' ভুরু কুঁচকে বলল মোরশেদ। 'নতুন টাইপের কোনও অস্ত্র নাকি?'

'মাসুদ ভাই,' কাছে এসে বলল দলের সদস্য সার্জেন্ট নাদির, ব্রিজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল সে। 'রক্তের দাগগুলো অদ্ভুত—সবগুলো বুলেট-ইমপ্যাক্টের ফলে সৃষ্টি হয়নি। বেশ কিছু দাগ দেখে মনে হচ্ছে—আর্টারিয়াল ফ্লো... ফিনকি দিয়ে বেরিয়েছে রক্ত। হাত-পা, বা মাথা কেটে না ফেললে এভাবে রক্ত বেরুতে পারে না।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। তাড়াতাড়ি রক্তের দাগগুলোর উপর চোখ বুলাল। বুঝতে পারল, নাদির ভুল বলেনি।

ইয়ারপিসটা আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল এই সময়ে। সিল টিমের লিডারের কাঁপা গলা শোনা গেল।

'অল ইউনিটস্, দিস ইজ গেইটর। মেইন হ্যাঙার ডেকে এইমাত্র পৌঁছেছি আমরা... আর কসম খোদার, দেখাবার মত একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি বটে! এই শিপে আমরাই প্রথম ফোর্স নই, আগেও লোক পাঠানো হয়েছিল... প্রমাণ আমার সামনেই আছে। আগের দলটা মোটেই সুবিধে করতে পারেনি, কারণ আমরা কাটা হাতের একটা স্তূপ দেখতে পাচ্ছি... অন্তত দুইশ' হাত রয়েছে সামনে...'

অবিশ্বাস্য কথাটা কয়েক মুহূর্ত ভাসল বাতাসে।

থতমত খাওয়া ভঙ্গিতে সার্জেন্ট ওয়াকার বলল, 'ও কি সত্যি সত্যি...'

এ-ধরনের সন্দেহ যে শ্রোতাদের মনে সৃষ্টি হতে পারে, তা গেইটরও বুঝতে পারছে। পরিষ্কার করবার জন্য সে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই শুনতে পেয়েছ তোমরা। হাত দেখতে পাচ্ছি আমরা... মানুষের হাত! কাঁধ থেকে কেটে নেয়া হয়েছে প্রত্যেকটা... সুন্দর করে স্তূপ বানিয়ে রাখা হয়েছে এখানে! ঈশ্বর! কীসের মধ্যে পাঠিয়েছে ওরা আমাদেরকে?'

ছয়

চরম অবিশ্বাস নিয়ে সিল টিমের দেয়া তাজ্জব করা রিপোর্ট শুনছে সবাই, কথা

বলতে পারছে না। গেইটরের কম্পিত কণ্ঠ শুনে বোঝা যাচ্ছে, আতঙ্ক ভর করেছে তার ভিতর। পোড় খাওয়া সৈনিক সে, তারপরও এই আতঙ্কটা অস্বাভাবিক নয়। দৃশ্যটার যে-বর্ণনা শোনা গেল, তা অতি বড় সাহসী সৈনিকেরও বুক কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

রানার মুখটা আরও কঠিন হয়ে গেছে। নিশাতকে নিয়ে ব্রিজের ইনার সেকশনে গিয়ে ঢুকল ও—ওটা কমাণ্ড সেন্টার। এখানেও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে, তবে তুলনামূলকভাবে কম। কিছু কিছু ইকুইপমেন্ট অক্ষত আছে এখনও।

'নিশাত আপা, একটা পাওয়ার-গ্রিড চেক চালাও দেখি,' নির্দেশ দিল ও। 'প্রত্যেকটা গ্রিড আর লেভেল ভালমত দেখবে... এমনকী এক্সটার্নালগুলোও। আমি দেখি, শিপের *এ.টি.ও.* পাই কি না।'

কাত হয়ে পড়ে থাকা একটা টুল তুলে নিল নিশাত, ওটা সিধে করে নিয়ে বসল একটা অক্ষত কনসোলের সামনে। সুইচ অন্ করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বোতাম টেপায়।

রানা চলে গেল কমাণ্ড সেন্টারের একপ্রান্তে। ওখানে কমাণ্ডিং অফিসারের ডেস্ক রয়েছে। ডেস্কের তলায় রয়েছে একটা ছোট কম্বিনেশন-সেফ। তালা নিয়ে সময় নষ্ট করল না ও, ব্যাকপ্যাক থেকে সি-ফোর এক্সপ্লোসিভের একটা ব্লক বের করল, সেখান থেকে কেটে নিল ছোট্ট একটু বিস্ফোরক। সেফের ডালায় বিস্ফোরকটা বসাল ও ডিটোনেটরসহ, তারপর সরে গেল দূরে।

কয়েক সেকেণ্ড পরই চাপা শব্দ তুলে ঘটল বিস্ফোরণ, ডালাটা ভেঙে গেল। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একতাড়া কাগজ বের করে আনল রানা—ওগুলো শিপের এ.টি.ও., মানে, এয়ার-টাস্কিং অর্ডার। পার্ল হারবারের প্যাসিফিক কমাণ্ড থেকে দেয়া দৈনিক নির্দেশাবলী।

মোট চোদ্দটা এ.টি.ও. রয়েছে বাণ্ডিলটাতে, এক এক করে পড়তে শুরু করল রানা।

প্রথমদিকের নির্দেশগুলো স্বাভাবিক। ভারত মহাসাগর থেকে ডিকমিশনিঙের জন্য হাওয়াই-এ ফিরে আসতে বলা হয়েছে নিমিৎজকে। পথে রিফুয়েলিং ও প্রভিশনিঙের জন্য দু'বার থামতে হয়েছে সিঙ্গাপুর আর ফিলিপাইনে। তবে এরপর পাল্টে গেছে ওদের যাত্রাপথ।

দশ দিন আগে।

হঠাৎ করেই নতুন নির্দেশ দিয়েছে প্যাসিফিক হাই কমাণ্ড। যাত্রাপথ ছেড়ে জাপানি দ্বীপ ওকিনাওয়ায় যেতে বলা হয়েছে নিমিৎজকে। ওখান থেকে তুলে নিতে বলা হয়েছে ইউএস মেরিনদের তিনটে কোম্পানিকে—সব মিলিয়ে ছ'শো

সৈনিকের একটা বাহিনী।

স্পেশালি ট্রেইনড্ কোনও কমাণ্ডো ছিল না বাহিনীটাতে, স্রেফ রেগুলার ফোর্স... সাধারণ সৈনিকের দল। ওদেরকেই উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের একটা নির্দিষ্ট কো-অর্ডিনেটে নামিয়ে দিতে বলা হয়েছে নির্দেশটাতে। অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ দুটোই চিনতে পারল রানা—ডেথ আইল্যাণ্ডের।

মেরিন ফোর্সকে নামাবার পর আরও একটা নির্দেশ রয়েছে নিমিৎজের জন্য। সেটা এরকম:

ডারপা সায়েন্স টিমের নিম্নলিখিত সদস্যদের তুলে নিতে হবে লোকেশন থেকে।

১. *ব্যারি কর্ড,*
২. *রায়ান স্টিলম্যান,*
৩. *জ্যাকারি ক্রিশ্চিয়ান,*
৪. *শেন জোনস,*
৫. *সাইমন কারটার,*
৬. *বেনজামিন আর্চার, এবং*
৭. *জেমস ফ্লেচার।*

উপরোল্লিখিত প্রত্যেকে 'টপ সিক্রেট' সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সভুক্ত। এ-কারণে তাদের সঙ্গে সাধারণ ক্রু'দের মেশামেশা চলবে না। তাদের সঙ্গে যে-কার্গো থাকবে, সেসবও রাখতে হবে নিমিৎজের ক্রু'দের দৃষ্টির আড়ালে...

নিমিৎজের মিশনটা জানা গেল এতক্ষণে। ডেথ আইল্যাণ্ডে মেরিনদের একটা বাহিনীকে ড্রপ করতে, এবং এখানে কর্মরত কয়েকজন ডারপা সায়েন্টিস্টকে নিয়ে যেতে এসেছিল ওরা। কিন্তু ব্যাপারটা কি আসলেই অতটা সরল?

ডারপা হচ্ছে আমেরিকানদের ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সির সংক্ষিপ্ত নাম। জিনিয়াস-পর্যায়ের বিজ্ঞানীরা কাজ করে ওখানে, মার্কিন সামরিক বাহিনীর জন্য হাইটেক অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার ও তৈরি করে। সারা পৃথিবীতে তোলপাড় সৃষ্টি করা ইন্টারনেট এবং স্টেলথ প্রযুক্তির জন্ম হয়েছে ডারপা'র হাতেই। এদের লক্ষ্যই হচ্ছে নিত্যনতুন অস্ত্র তৈরির মাধ্যমে আমেরিকার সামরিক আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করা। ইতিপূর্বে একবার রানার সঙ্গে সংঘাতও হয়েছে এদের। পেরুর গহীন জঙ্গলে থাইরিয়াম নামে একটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল ও ডারপার সঙ্গে—পদার্থটা

ওরা চাইছিল ফোর্থ- জেনারেশন থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা তৈরির জন্য।

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। ডারপা মানেই ঝামেলা। অচেনা... সম্পূর্ণ নতুন প্রকৃতির বিপদ!

'সার,' ডাক দিয়ে উঠল নিশাত, '১৪.২ গ্রিডে... স্টারবোর্ড সাইডের রাউটারে আমি একটা পাওয়ার-ড্রেইন দেখতে পাচ্ছি। এক্সটারনাল ডেস্টিনেশনে যাচ্ছে, সঠিক লোকেশন বলতে পারছি না। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, নিমিৎজের রিঅ্যাক্টর থেকে পাওয়ার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দ্বীপের ভিতরে; এ ছাড়া শিপের মধ্যে সমস্ত ইলেকট্রিকাল সিস্টেম বন্ধ করে রাখা হয়েছে—লাইট, এয়ার-কণ্ডিশনিং... সব!'

সেকেণ্ড ইন কমাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল রানা ব্যাপারটা নিজ চোখে দেখার জন্য।

'আরেকটা ব্যাপার,' বলল নিশাত। 'শিপের ইণ্টারনাল স্পেকট্রাম অ্যানালাইজারটা চালু করেছি আমি... ফলাফলটা অবাক করবার মত।'

'কী রকম?'

'অদ্ভুত একটা রেডিও সিগনাল ট্রান্সমিট হচ্ছে নিমিৎজের ভিতরে।'

'অদ্ভুত বলছ কেন?'

'কারণ ওটা ভয়েস সিগনাল নয়। ডিজিটাল সিগনালের মত শোনাচ্ছে.. বাইনারি বিপের সিকোয়েন্স। শুনতে লাগছে ঠিক আমার পুরনো ডায়াল-আপ মডেমটার শব্দের মত।'

চিন্তিত বোধ করল রানা। মানে কী এর? শিপ থেকে দ্বীপে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ভিতরে ডিজিটাল রেডিও সিগনাল। ডারপা-র গোপন উপস্থিতি... হ্যাঙার ডেকে মানুষের কাটা হাতের স্তূপ...।

কোনোটার সঙ্গেই কোনোটা মিলছে না।

'আপা,' জানতে চাইল রানা। 'তোমার সঙ্গে পোর্টেবল এএক্সএস আছে?'

এএক্সএস মানে এএক্সএস-নাইন রেডিও স্পেকট্রাম অ্যানালাইজার। পোর্টেবল যন্ত্রটা যে-কোনও রেডিও ট্রান্সমিশন ডিটেক্ট করতে পারে, সেইসঙ্গে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি জ্যাম-ও করে দিতে পারে।

'আছে, সার।' মাথা ঝাঁকাল নিশাত।

'জ্যামিং কেপাবিলিটি?'

'সিঙ্গেল চ্যানেল, আর মাল্টি-চ্যানেল... দু'রকমই করতে পারব।'

'গুড,' বলল রানা। 'বিপগুলোর ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউন করে রাখো, ট্র্যাক করতে থাকো। জ্যামিঙের জন্যও তৈরি থেকো।'

ব্যস্ত হয়ে পড়ল নিশাত। রানা মনোযোগ দিল সিল টিমের

কমিউনিকেশনের দিকে।

এখনও রিপোর্ট দিয়ে চলেছে গেইটর। হ্যাঙার ডেকের দৃশ্যটার বিশদ বর্ণনা দিচ্ছে সে।

'...দেখে মনে হচ্ছে পুরো হ্যাঙারটাকেই কোনও ধরনের এক্সারসাইজের জন্য কনফিগার করা হয়েছে। দেখতে অনেকটা ইনডোর ব্যাটলফিল্ডের মত লাগছে। আর্টিফিশিয়াল ট্রেঞ্চ আছে, কৃত্রিমভাবে সাজানো উঁচু-নিচু জমি আছে... এমনকী হ্যাঙারের মাঝখানটায় একটা ফিল্ড-টাওয়ারও বানানো হয়েছে। সবচেয়ে কাছের ট্রেঞ্চটার দিকে এগোচ্ছি আমরা এখন... আরে! কী ওটা! যিশুর কিরে...'

কথাটা শেষ হলো না। ইয়ারপিসে ভেসে এল গুলিবর্ষণের শব্দ। অটোমেটিক ওয়েপন থেকে একটানা ফায়ার শুরু হয়েছে।

গুলিবর্ষণের আওয়াজ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওখানে দুটো দলের উপস্থিতি। সিলদের অস্ত্র হচ্ছে সাইলেন্সার-লাগানো এমপি-৫এন, আওয়াজ করছে দুপ-দুপ করে। অন্যদিকে অচেনা শত্রুদের অস্ত্রগুলোর আওয়াজ গগনবিদারী—বজ্রপাতের মত আওয়াজ করে চলেছে ওগুলো। এমন আওয়াজ কেবল এম-৪ কোল্ট-কমাণ্ডো অ্যাসল্ট রাইফেলেরই হতে পারে।

সিল টিমের সৈনিকরা চেঁচামেচি জুড়ে দিল কমিউনিকেশন নেট-এ।

'...ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসছে ওরা...'

'...মাই গড! কী ওগুলো!'

'...দেখে তো মনে হচ্ছে গো...'

কথা শেষ করতে পারল না বক্তা। বুলেটবিদ্ধ হলো সে, ইয়ারপিসে ভেসে এল মাথার খুলি বিস্ফোরিত হবার বীভৎস আওয়াজ!

গেইটর চেঁচিয়ে উঠল এই সময়। 'ফায়ার! ওপেন ফায়ার! সবক'টাকে শেষ করে দাও!'

আদেশটায় সাড়া দিয়েই যেন বেড়ে গেল সিলদের গুলিবর্ষণ। কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হয়েছে বলে মনে হলো না শ্রোতাদের। সিল-সদস্যদের উত্তেজিত চেঁচামেচি ধীরে ধীরে পরিণত হলো হাহাকারে।

'...জিযাস! ওরা তো কেবল আসছেই! এত বেশি, মেরে তো কুলিয়ে উঠতে পারছি না...'

'...গেট ব্যাক! পিছু হটো সবাই... সিঁড়ির দিকে...'

'...শিট! ওদিক থেকেও আসছে বেজন্মাগুলো! পালাবার পথ নেই... ওরা আমাদের ঘিরে ফেলছে...'

একটা আর্তচিৎকার ভেসে এল হঠাৎ করে।

'হা যিশু! গেইটর শেষ... গেইটর মারা পড়েছে!'

রিপোর্ট দিতে থাকা লোকটা নিজেও আচমকা আর্তনাদ করে উঠল। পরমুহূর্তে ভেসে এল হাড্ডিমাংস চূর্ণ-বিচূর্ণ হবার শব্দ... গা রি-রি করে ওঠে তাতে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার আগে ফোঁস ফোঁস করল হতভাগ্য লোকটা, তাতে রক্তের বুদ্‌বুদ ফাটার মৃদু আওয়াজ হলো কেবল, আর কিছু না।

রেডিও-চ্যানেল কিছুক্ষণের মধ্যেই ভরে গেল ঠিক একই রকম নৃশংস শব্দে। গোলাগুলির আওয়াজ কমে গেল, তার বদলে শুধু ভাসতে থাকল আর্তচিৎকার আর মানুষের হাড্ডি-মাংস চুরমার হবার আওয়াজ। চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল সবার, অবিশ্বাস নিয়ে শুধু শুনতে থাকল ইয়ারপিসে চলতে থাকা ভয়াল নাটকটা।

হঠাৎ করে থেমে গেল সব।

নীরবতা নেমে এল এয়ারওয়েভে।

সব সুনসান।

সুপার-ক্যারিয়ারের ব্রিজে দাঁড়ানো রানার টিমের সদস্যরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কী ঘটছে, বুঝতে পারছে না।

রেডিওতে হাত দিতে যাচ্ছিল ওয়াকার, রানা থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরল তার বাহু।

'বললাম না, নো ট্রান্সমিশন!' ধমকে উঠল রানা।

রাগে মুখ লাল হয়ে গেল ওয়াকারের, তবে আদেশটা মেনে নিয়ে সরিয়ে ফেলল হাতটা।

অন্যদুটো টিম অবশ্য রেডিও-সাইলেন্স মেইনটেন করল না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ইয়ারপিসে ভেসে এল নতুন কণ্ঠ।

'সিল টিম! দিস ইজ কনডর। কী ঘটছে ওখানে? জবাব দাও!'

মুখ বাঁকিয়ে ফেলল রানা। খামোকাই ডাকাডাকি করছে গর্দভটা। জবাব পাবে কী করে?

সত্যিই এল না জবাব।

ত্রিশ সেকেণ্ড পরেই অবশ্য খড় খড় করে উঠল রেডিও, ভারী ফোঁসফোঁসানি শোনা গেল... কে যেন সিল টিমের একটা রেডিও-মাইক তুলে নিয়েছে। তবে ওই পর্যন্তই, কথা বলল না অচেনা প্রতিপক্ষ, শুধু তার নিঃশ্বাসের শব্দে আচ্ছন্ন হয়ে রইল এয়ারওয়েভ।

'কে ওখানে?' চেঁচাল এয়ারবোর্ন কমাণ্ডার। 'জবাব দাও!'

পরমুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর হুঙ্কার আত্মা কাঁপিয়ে দিল সবার।

মানুষ নয়, নিশ্চয়ই ওটা কোনও হিংস্র পশুর চিৎকার!

সাত

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল রেডিও নেটে। তারপরেই আবার মুখ খুলল এয়ারবোর্ন টিমের কমাণ্ডার।

'সিল টিম, আই রিপিট! দিস ইজ কনডর! কাম ইন!' বার বার ডেকে চলেছে সে।

'সার!' বলে উঠল নিশাত। 'দেখে যান।'

তাড়াতাড়ি ওর কনসোলের দিকে এগিয়ে গেল রানা। 'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'বাইনারি বিপগুলো হঠাৎ করে বেড়ে গেছে,' জানাল নিশাত। 'যেন একসঙ্গে হাজারখানেক ফ্যাক্স মেশিনে ডায়াল করা হয়েছে—সিগনালটা এতই শক্তিশালী। কিছুক্ষণ আগেও একবার সামান্য সময়ের জন্য জাম্প করেছিল সিগনালটা... ওই যে, যখন কনডর প্রথমবারের মত ডাকল সিল টিমকে।'

প্রমাদ গুনল রানা, শঙ্কা অনুভব করছে। বলল, 'কুইক, আপা! শিপের ড্রাই-ডক সিকিউরিটি সিস্টেমটা খুঁজে বের করো। মোশন সেন্সরগুলো চালু করতে হবে।'

সমস্ত মার্কিন যুদ্ধজাহাজের স্ট্যাণ্ডার্ড সিকিউরিটি ফিচার ওটা। মেইনটেন্যান্সের জন্য ড্রাই-ডকে যখন তোলা হয়, তখন পরিত্যক্ত থাকে জাহাজগুলো। অযাচিত শত্রুরা তখন হানা দিতে পারে ওতে—স্যাবোটাজ করতে পারে, কিংবা জাহাজ থেকে গুরুত্বপূর্ণ টেকনিকাল ডেটা-ও চুরি করতে পারে। সেটা ঠেকানোর জন্য প্রত্যেকটা জাহাজের মেইন করিডোরগুলোয় ইনফ্রা-রেড মোশন সেন্সর লাগানো আছে—অনুপ্রবেশকারীদের ডিটেক্ট করবার জন্য। নিমিৎজেও আছে ব্যবস্থাটা।

কনসোলের উপর প্রজাপতির মত নেচে বেড়াচ্ছে নিশাতের হাত। একটু পরেই ও বলল, 'পেয়েছি!'

'অন্ করো সিস্টেমটা,' নির্দেশ দিল রানা।

কয়েক মুহূর্তের ভিতরেই কন্ট্রোল রুমের ভিউয়িং স্ক্রিনে ভেসে উঠল নিমিৎজের একটা ওয়ায়ার-ফ্রেম ইমেজ। ডানদিক থেকে শিপের ক্রস-সেকশন দেখাচ্ছে ছবিটা। ওদিকে তাকাতেই আঁতকে উঠল সবাই।

'ইয়াল্লা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মোরশেদ।

'ওহ্, মাই গড!' একই ভঙ্গিতে নিজের সৃষ্টিকর্তাকে ডেকে উঠল সার্জেন্ট ওয়াকারও।

স্ক্রিনে ভেসে ওঠা দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য। অগণিত লাল বিন্দুর সমষ্টিতে একটা নদী দেখা যাচ্ছে যেন ওখানে, প্রমত্তা স্রোতের মত বয়ে চলেছে শিপের মেইন করিডর ধরে... ছুটছে বো'র দিকে। ওখানে আলাদা দশটা বিন্দু স্থির হয়ে আছে—কনডরের এয়ারবোর্ন টিম।

প্রতিটা বিন্দুই একজন করে শত্রুর প্রতিনিধিত্ব করছে, ইনফ্রারেড সেন্সর পার হবার সময় ধরা পড়ছে সিকিউরিটি সিস্টেমে। দ্রুত আন্দাজ করল রানা, অন্তত চারশ' বিন্দু দেখতে পাচ্ছে ওরা স্ক্রিনে... অস্বাভাবিক দ্রুততায় এগোচ্ছে ওগুলো, রীতিমত হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে যেন কনডরের দলটার কাছে পৌঁছুনোর জন্য।

একটু একটু করে ব্যাপারটা আঁচ করতে শুরু করল রানা।

বাইনারি বিপগুলো আসলে শত্রুপক্ষের এনক্রিপ্টেড ডিজিটাল কমিউনিকেশন; পরস্পরের সঙ্গে যখনই ওরা যোগাযোগ করছে, তখনই জাম্প করছে তাই সিগনালটা। কনডর কথা বলে উঠলেই রিঅ্যাক্ট করছে ওরা, তারমানে নিশ্চয়ই রেডিও ট্রেসার রয়েছে সঙ্গে।

দুঃসংবাদ!

'সিল টিম! কাম ইন!' আবার ডেকে উঠল কনডর।

'সিগনালটা আবার জাম্প করছে,' রিপোর্ট দিল নিশাত।

স্ক্রিনে ছুটন্ত বিন্দুগুলোর গতি বেড়ে গেল, আগের চেয়ে দ্রুত এগোচ্ছে ওগুলো।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল রানা। 'বোকাটা কমিউনিকেশন বন্ধ করছে না কেন! ও স্রেফ দাওয়াত দিয়ে ডেকে আনছে শত্রুদের!'

'স্রেফ খুন হয়ে যাবে! বলে দেয়া দরকার ওকে... সাবধান করা দরকার...' বিড়বিড় করল ওয়াকার।

'কীভাবে?' জানতে চাইল নিশাত। 'রেডিও অন্ করা মাত্রই আমাদের পজিশনও ফাঁস হয়ে যাবে।'

'তাই বলে ওভাবে ওদেরকে মরতে দিতে পারি না আমরা!' প্রতিবাদ করল ওয়াকার। 'স্রেফ খুন হয়ে যাবে তো!'

'যোগাযোগ করতে গেলে মারা পড়ব আমরাও, তাতে কী লাভ হবে ওদের?'

'দাঁড়াও!' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'এটা তর্ক-বিতর্কের বিষয় নয়। এয়ারবোর্নের ওরা কচি খোকা নয়। দক্ষ সৈনিক, কীভাবে নিজেদের বাঁচাতে

হয়, ভাল করেই জানে। দরকার হলে নিশ্চয়ই সাপোর্ট চাইবে, তার আগে যেচে পড়ে বিপদ ডেকে আনার কোনও মানে হয় না। ওদেরকে প্রোটেকশন দিতে আসিনি আমরা, বরং যে-কাজে এসেছি সেটা করাই জরুরি। এখানে কী ঘটছে, সেটা বের করতে হবে। সেজন্যে মেইন হ্যাঙার ডেকে যেতে হবে আমাদের। লেটস্ গো!'

আর কিছু বলল না কেউ, নির্দেশ পেয়েই সুশৃঙ্খলভাবে বেরিয়ে গেল ব্রিজ থেকে। ড্রপ-ল্যাডারে পিছলে দ্রুত নামতে শুরু করল।

সবার শেষে থাকল সার্জেন্ট ওয়াকার।

ব্রিজ ছাড়ার আগে একটু অপেক্ষা করল সে। সবাই গেছে কি না নিশ্চিত হয়ে কোমর থেকে নিজের রেডিওটা মুখের কাছে তুলল। এয়ারবোর্ন টিমের প্রাইভেট চ্যানেলে ফ্রিকোয়েন্সি সেট করল, তারপর নিচু গলায় শুরু করল কথা বলতে।

কয়েক সেকেণ্ড পর রেডিওটা আবার কোমরে গুঁজল সার্জেন্ট। ব্রিজ থেকে বেরিয়ে পিছু নিল বাকিদের।

সিঁড়ি ধরে টাওয়ারের নীচতলায়, ফ্লাইট ডেকের লেভেলে পৌঁছুল দলটা; তবে বেরুল না বাইরে। সিঁড়িটা আরও নীচে চলে গেছে, বিলো-ডেকে... তাই নেমে চলল ওরা।

খানিক পরেই মেইন হ্যাঙারের লেভেলে পৌঁছে গেল কমাণ্ডোরা। শিপের লে-আউট ম্যাপ দেখে দিক ঠিক করল, তারপর এগোতে শুরু করল সংকীর্ণ প্যাসেজওয়ে ধরে।

এখানটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। হেলমেট আর হাতের অস্ত্রের ব্যারেলে বসানো ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় পথ চলতে হচ্ছে ওদের। দুপাশে তাকাতেই বাল্কহেডের গায়ে ছোপ ছোপ রক্ত দেখা গেল।

দৃশ্যটা বীভৎস, শরীরে কাঁপুনি জাগিয়ে তোলে।

সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, এখন পর্যন্ত একটা লাশেরও দেখা মেলেনি।

হঠাৎ রেডিও নেটওয়ার্কে ভেসে এল গোলাগুলির শব্দ। এয়ারবোর্ন টিমের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়েছে অচেনা শত্রুদের।

চিৎকার, চেঁচামেচি, আর্তনাদ আর গুলিবর্ষণের একটানা আওয়াজে ভরে গেল এয়ারওয়েভ। একে একে মরতে শুরু করেছে হতভাগ্য সৈনিকরা, ঠিক সিল টিমটার মত।

সামনে একটা সিকিউরিটি চেকপয়েন্ট দেখতে পেয়ে থেমে দাঁড়াল নিশাত। দেয়ালের গায়ে ছোট্ট একটা কম্পিউটার কনসোল আছে ওখানে। নিমিৎজের

সিকিউরিটি সিস্টেমের সঙ্গে ক্রস-লিঙ্ক করা আছে কনসোলটা, তাই তাড়াতাড়ি বোতাম চেপে মোশন-সেন্সরের ওয়ায়ার-ফ্রেম ইমেজটা স্ক্রিনে তুলে আনল ও।

লাল বিন্দুর হুটোপুটি দেখা গেল বো'র কাছে, এয়ারবোর্নদের ছোট্ট টিমটার উপর তুমুল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শত্রুরা। ওখানে আদৌ কোনও লড়াই চলেছে বলে মনে হচ্ছে না; যা চলছে, তা হলো পাইকারী হত্যাকাণ্ড। অসহায় টিমটার দশজন সদস্যকে যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হচ্ছে।

নিজেদের অবস্থানও দেখতে পেল নিশাত। ডিজিটাল শিপটার মাঝখানে, স্থির দশটা বিন্দু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

হঠাৎ ছবিটা বদলে গেল।

এয়ারবোর্ন টিমের উপর হামলা করা চারশো বিন্দুর মধ্য থেকে কিছু বিন্দু আলাদা হয়ে গেল। ছোট একটা দলের মত মনে হলো ওটাকে, মূল বাহিনী থেকে আলাদা হয়ে উল্টো ঘুরেছে। মেইন হ্যাঙারে আবার ফিরে আসছে ওরা, বরাবরের মত অস্বাভাবিক দ্রুততায়।

'সার!' বলল নিশাত। 'ছোট একটা গ্রুপ দেখতে পাচ্ছি আমি...' আমাদেরকে টার্গেট করে ছুটে আসছে!'

চমকে উঠল রানা। রেডিও চালু করেনি ওরা, তাও শত্রুপক্ষ ওদের অস্তিত্ব টের পেল কীভাবে?

থমথমে গলায় ও জানতে চাইল, 'গ্রুপটা কত বড়?'

'ত্রিশ থেকে চল্লিশজনের মত হবে।'

'আসুক। যে-কোনও ধরনের পঞ্চাশজন পর্যন্ত ফোর্স ঠেকাতে পারব আমরা। নাউ মুভ!'

প্যাসেজওয়ে ধরে আবার এগোতে শুরু করল কমাণ্ডোরা, এবার আগের চেয়ে দ্রুত পায়ে। কিছুদূর যেতেই রেডিওতে ভেসে এল কনডরের হাহাকার, 'ওরা সংখ্যায় অনেক বেশি... আর পারছি না... আ-আ-আ!'

ঘড়ঘড় শব্দ বেরুল এয়ারবোর্ন টিমের কমাণ্ডারের গলা দিয়ে, যেন জবাই করা হয়েছে তাকে। এরপর রেডিওতে শুধুই স্ট্যাটিক সিগনালের খসখস ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না।

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল রানার। বুঝতে পারছে, এবার খুব কঠিন একটা পরিস্থিতির ভিতর পা দিয়ে বসেছে ওরা। সিল আর এয়ারবোর্ন ডিভিশনের যোদ্ধাদের যারা এত সহজে খতম দিতে পারে, তারা কঠিন পাত্র। নিজের দলকে বাঁচানো সহজ হবে না।

উদ্বেগ বোধ করলেও আচরণে সেটা দেখাল না ও। দলকে নিয়ে এগিয়ে চলল প্যাসেজওয়ে ধরে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে রানার দলের সবচেয়ে তরুণ সদস্য, কর্পোরাল নাজমুলের পাশে চলে এল সার্জেন্ট ওয়াকার। একেবারে ছেলেমানুষের মত চেহারা নাজমুলের, সায়েন্স ফিকশন মুভির অন্ধভক্ত; ঠাট্টা করে ওকে বাকিরা *প্রফেসর শঙ্কু* বলে ডাকে... সত্যজিৎ রায়ের সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নামে।

'অ্যাই, প্রফেসর!' পাশে এসে ডাকল ওয়াকার। 'কিছু বুঝতে পারছ?'

না-শোনার ভান করে হাঁটতে থাকল নাজমুল। ওয়াকারকে বিশেষ পছন্দ করে না ও।

কিন্তু অবজ্ঞাটাকে পাত্তা দিল না ওয়াকার। যেচে পড়ে বলল, 'শোনো বাছা, শিপটা একটা নরক হয়ে উঠেছে। এর ভিতর মিশন কণ্টিনিউ করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে মেজর রানা ঠিক করছেন না।'

বিরক্ত চোখে এবার ওর দিকে তাকাল নাজমুল। বলল, 'দেখো সার্জেন্ট, মেজরের ট্যাকটিকস্ নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত হচ্ছে না তোমার। আর-সেভেন এক্সারসাইজে স্রেফ ভাগ্যের জোরে চ্যাম্পিয়ন হয়নি আমাদের টিম, ওঁর নেতৃত্বের কারণে হয়েছে। ওঁর অর্ডার ফলো করবার পিছনে এই একটা কারণই যথেষ্ট।'

'চ্যাম্পিয়ন হওনি তোমরা,' প্রতিবাদ করল ওয়াকার। 'ড্র করেছিলে।'

'মেডেল আর ক্রেস্টে কিন্তু যুগ্ম-চ্যাম্পিয়ন লেখা ছিল!' মনে করিয়ে দিল নাজমুল। 'বেস্ট লিডারশিপের জন্য মেজর রানা আলাদা পুরস্কারও পেয়েছেন।'

'খুব অন্যায় হয়েছে ওটা। পুরস্কারটা পাওয়া উচিত ছিল আমাদের লিডার... মেজর সেগানের। মেজর রানা ওটা ছিনিয়ে নিয়েছে স্রেফ একটা চমক দেখিয়ে।' ওয়াকার খেপে উঠছে।

'চমক!'

'নয়তো কী? মেজর সেগান বাকি সব টিম লিডারের চেয়ে বেশি মার্ক পেয়েছে... প্রায় প্রতিটা ইভেন্টে! অথচ ফাইনাল সিমিউলেশনে তোমাদের টিমকে ঘায়েল করতে না পারায় কি না তাকে পুরস্কার দেয়া হলো না! মেজর রানা খেল্ দেখিয়ে কয়েকদিন জঙ্গলের ভিতর লুকোচুরি করল... তাই ওকেই বুঝি সেরা লিডার বানাতে হবে? তোমাদেরকে বুঝি যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন করতে হবে?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ, পুরো এক্সারসাইজের মেইন ইভেন্টই ছিল ওই ফাইনাল সিমিউলেশনটা। ওটাতে যারা ভাল করবে, তাদেরই চ্যাম্পিয়ন হবার কথা; ওর আগের ছোট ছোট ইভেন্টগুলোতে তো চার ভাগের এক ভাগ মার্কও ছিল না। তোমাদের তো কপাল ভাল, যুগ্ম-শিরোপা পেয়েছ। যেভাবে নাকানি-চোবানি খাচ্ছিলে, তাতে রানার্স-আপও হবার কথা ছিল না তোমাদের।'

সাতদিনের জন্য জঙ্গলে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল এক্সারসাইজে অংশগ্রহণকারী

দশটা ইউনিটকে, এলিমিনেশন গেমের জন্য—কে কাকে নিউট্রালাইজ করতে পারে। আটটা টিম হেরে যাবার পর ফিল্ডে ছিল শুধু রানা আর মেজর সেগানের টিমদুটো। বাংলাদেশি কমাণ্ডোদের অবস্থা তখন খারাপ, আগের টিমগুলোর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে অ্যামিউনিশন আর সাপ্লাই শেষ হয়ে গেছে। হোক ওটা খেলা, তারপরও ওই পরিস্থিতিতে লড়াই চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অন্য কেউ হলে হার মেনে নিত, কিন্তু রানা মানেনি। দু'দিন বাকি ছিল সিমিউলেশনের; সময়টা সেগানের টিমকে ফাঁকি দিয়ে, জঙ্গলের ভিতর বুবি ট্র্যাপ বসিয়ে, আর হাতে বানানো অস্ত্র দিয়ে চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে কাটিয়ে দেয়। এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেনি আমেরিকান টিমটা, রানার উপস্থিতবুদ্ধি আর কৌশলের সামনে ক্রমাগত নাস্তানাবুদ হয়ে চলেছিল। সিমিউলেশনটা শেষ হওয়ায় বাংলাদেশিরা নয়, বরং ওরাই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। দুটো টিমই টিকে রয়েছিল, তাই ড্র ঘোষণা করা হয় ফলাফল। তবে নিজের পারফর্মেন্সের স্বীকৃতি ঠিকই পেয়েছিল রানা, ওকে সেরা লিডার হিসেবে পুরস্কার দেয়া হয়েছিল। ব্যাপারটা সেগান, বা তার টিম... কারও পছন্দ হয়নি। ওদের বড়কর্তারাও ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেনি। এক্সারসাইজ শেষ হয়ে যাবার পর অনেক ধাতানি খেতে হয়েছে ওদের।

চেহারায় তিক্ততা ফুটল ওয়াকারের। বলল, 'ওই রেযাল্ট আমরা মানি না। তোমরা নিয়ম অনুযায়ী খেলোনি। যেভাবে ফাইট করেছ, সেটা গ্রহণযোগ্য নয়...'

হেসে ফেলল নাজমুল। 'থাক, থাক, আর সাফাই গাইতে হবে না। একটা জিনিস শুধু বুঝতে পারছি না, এবারকার এক্সারসাইজে তোমাদের টিমটা নেই কেন?'

'কয়েক মাস আগে ভেঙে দেয়া হয়েছে আমাদের টিমটা,' জানাল ওয়াকার। 'মেজর সেগান কী একটা মিশনে যেন গেছেন, আর আমরা বাকিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করছি অন্যান্য টিমের সঙ্গে।'

'কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমাদের টিমে জায়গা পাওয়ায় তুমি খুশি হওনি।'

'টিমের ব্যাপারে আমার আপত্তি নেই, সমস্যাটা টিম লিডার নিয়ে,' স্পষ্ট গলায় বলল ওয়াকার। 'মেজর রানার ট্যাকটিকস্ পছন্দ নয় আমার—অহেতুক ঝুঁকি নেবার একটা প্রবণতা আছে ওঁর মধ্যে। সতর্ক থাকতে চাইছি। তোমারও তা-ই থাকা উচিত।'

'আর বলতে হবে না। চুপ করো এখন, এসে পড়েছি আমরা...'

সামনের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে গেল সার্জেন্ট।

হ্যাঙার ডেকে পৌঁছে গেছে ওরা।

আট

দরজা খুলে মেইন হ্যাঙার ডেকের উপরে একটা ক্যাটওয়াকে বেরিয়ে এল রানা ও তার সঙ্গীরা। মেঝে থেকে একশো ফুট উপরে ওটা, বেশ লম্বা... উত্তর-দক্ষিণে পুরো হ্যাঙারের দৈর্ঘ্য জুড়ে ছাত থেকে ঝুলছে।

নীচের ইনডোর স্পেসটাও বিশাল—বড়সড় আকারের দুটো ফুটবল মাঠের জায়গা হয়ে যাবে ওখানে অনায়াসে। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের এয়ারক্র্যাফট, হামভি ভেহিকল আর ভারী যানবাহনে ভর্তি থাকে জায়গাটা।

তবে আজ নেই।

হ্যাঙারের দৃশ্যটা আজ একেবারেই আলাদা।

রেডিওতে শোনা সিল টিম লিডারের দেয়া বর্ণনাটা মনে পড়ে গেল রানার।

'...দেখে মনে হচ্ছে পুরো হ্যাঙারটাকেই কোনও ধরনের এক্সারসাইজের জন্য কনফিগার করা হয়েছে। দেখতে অনেকটা ইনডোর ব্যাটলফিল্ডের মত লাগছে। আর্টিফিশিয়াল ট্রেঞ্চ আছে, কৃত্রিমভাবে সাজানো উঁচু-নিচু জমি আছে... এমনকী হ্যাঙারের মাঝখানটায় একটা ফিল্ড-টাওয়ারও বানানো হয়েছে...'

কথাটা মিথ্যে নয়।

একবিন্দু বাড়িয়ে বলেনি গেইটর, হ্যাঙার ডেকটাকে আসলেই একটা কৃত্রিম রণক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে। নিমিৎজ এবারের ট্রিপে পূর্ণ শক্তির বিমানবহর বহন করছিল না, হ্যাঙারটা ফাঁকা পড়ে ছিল... সুযোগটা কাজে লাগানো হয়েছে।

প্রচুর শ্রম দেয়া হয়েছে কাজটার পিছনে। কয়েক হাজার টন মাটি এনে ঢেকে দেয়া হয়েছে ধাতব মেঝে, জায়গাটাকে লাগছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত সমে রণক্ষেত্রের মত। হ্যাঙারটা এখন স্রেফ একটা বিশাল কদর্মাক্ত মাঠ, তাতে সমান্তরালভাবে মাটি খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে চারটে বড় বড় ট্রেঞ্চ। সমতল নয় মাঠটা, মাটির উত্থান-পতন আছে এখানে-সেখানে, পরিবেশটাকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টায় একটুও খুঁত রাখা হয়নি। মাঠের ঠিক মাঝখানে স্টিলের তৈরি একটা বড় টাওয়ার চোখে পড়ল—পুরো ষাট ফুট উঁচু, আকারেও বেশ বড়।

হ্যাঙারের একেবারে শেষ প্রান্তে, যেখানে মাটি ফেলা হয়নি... ওখানে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে আছে জায়গাটার আসল অধিবাসীর কয়েকটি—দুটো

এফ-ফোরটিন টমক্যাট, একটা অসপ্রি এয়ারক্র্যাফট, আর কয়েকটা ট্রাক। পুরো শিপটাতে আর কোনও যানবাহন, বা বিমান আছে বলে মনে হচ্ছে না।

সামনের দিকে তাকাল রানা। একটা সরু গ্যাংওয়ে-ব্রিজ দেখা যাচ্ছে ক্যাটওয়াক আর টাওয়ারের মাঝখানে—দুটোকে জোড়া দিয়েছে।

টিমের দিকে ফিরল রানা। নির্দেশ দিল, 'নাদির-নাজমুল, ক্যাটওয়াকের উত্তর দিকটা কাভার দাও; মোরশেদ-ওয়াকার... তোমরা দক্ষিণ দিক। গড়বড় দেখলেই ইউএইচএফ চ্যানেলে আমাকে রিপোর্ট করবে, ঠিক আছে?'

'ইয়েস, সার!'

টিমের বাকিদের নিয়ে গ্যাংওয়ে-ব্রিজে চড়ল রানা, ওটা পেরিয়ে চলে গেল টাওয়ারের চূড়ায়। ওখানে একটা অবজারভেশন প্ল্যাটফর্ম দেখতে পেল ওরা।

ভাঙাচোরা কম্পিউটার, ইকুইপমেণ্ট আর নানা ধরনের প্রিণ্টআউট ছড়িয়ে পড়ে আছে প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে। সবখানে জমাট বেঁধে আছে কালচে হয়ে আসা রক্ত।

'কী এটা!' বিস্ময় প্রকাশ করল লেফটেন্যাণ্ট আলমগীর।

'অবজার্ভেশন পোস্ট,' বলল নিশাত। 'এখান থেকে নীচের এক্সারসাইজ মনিটর করা হতো বলে মনে হচ্ছে।

'কিছু একটা গোলমাল বেধেছে এক্সারসাইজে,' অনুমান করল রানা। 'ওটাই সম্ভবত এতকিছুর কারণ...'

বলতে বলতে থেমে গেল ও। মেঝেতে পড়ে থাকা একটা কম্পিউটার প্রিণ্টআউটে দৃষ্টি আটকে গেছে। নিচু হয়ে কাগজটা তুলে নিল ও, চোখ বোলাল। ওটার উপরে লেখা:

প্রজেক্ট স্টর্মট্রুপার
সিকিউরিটি ক্লাসিফিকেশন:
টপ সিক্রেট-২এক্স
ডারপা/ইউ.এস. আর্মি।

ভ্রূকুটি দেখা দিল রানার কপালে। *স্টর্মট্রুপার* নামে কোনও এক্সারসাইজের বিষয়ে জানানো হয়নি ওদের।

হঠাৎ থমকে গেল ও, চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়েছে।

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াতেই প্ল্যাটফর্মের পিছনদিকের একটা কেবিনেটের দরজা খুলে যেতে দেখল। ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল একটি মানুষ।

রানার দেখাদেখি বাকি পাঁচজনও ঘুরে গেছে ওদিকে, নিষ্কম্প ছ'টা অস্ত্র তাক হয়ে গেছে অযাচিত আগন্তুকের দিকে। বিপদ দেখলেই গুলি ছুড়তে প্রস্তুত।

তবে তার প্রয়োজন হলো না, কেবিনেট থেকে বেরিয়েই টলে উঠল লোকটা... হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেঝেতে। জ্ঞান হারাল না, তবে হাঁপানির রোগীর মত দ্রুত শ্বাস টানতে শুরু করল। হাইপার-ভেণ্টিলেশন হচ্ছে, তবে তা পরিশ্রমে নয়; আতঙ্ক আর উত্তেজনায়।

তীক্ষ্ণ চোখে মানুষটাকে দেখল রানা। যুবক, বয়স ত্রিশের বেশি হবে না। পরনে ল্যাব-কোট, চোখে হর্ন রিমের চশমা। এক নজরে গবেষক বলে মনে হয়, কম্পিউটার আর অন্যান্য ইকুইপমেণ্টের সামনেই যেন বেশি মানাবে তাকে। তবে এই মুহূর্তে আতঙ্কে আধমরা হয়ে আছে সে—শরীর কাঁপছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে; ল্যাব-কোট আর মুখে ময়লার আস্তর পড়েছে।

'গুলি করবেন না... প্লিজ, গুলি করবেন না!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল যুবক। 'থ্যাঙ্ক গড, আপনারা এসে পড়েছেন! বাঁচান আমাকে! নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছি আমরা... আমাদের নির্দেশ আর শুনছে না ওরা...'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' বাধা দিল রানা; এগোল কয়েক পা। 'হড়বড় করে কী বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। শান্ত হোন। প্রথম থেকে বলুন সব। কে আপনি?'

'ক্রিশ্চিয়ান... আ... আমার নাম জ্যাকারি ক্রিশ্চিয়ান...' ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল যুবক।

ল্যাব-কোটের পকেট থেকে ঝুলতে থাকা নেম-ট্যাগে চোখ বোলাল রানা। নাম ঠিকই আছে। তলায় লোকটার সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স দেয়া আছে, সেই সঙ্গে আছে একটা রূপালি রঙের ডিস্ক। ব্যাপারটা বিসদৃশ, নেম-ট্যাগে এমন জিনিস আগে কখনও দেখেনি ও... রেডিয়েশন মিটার ছাড়া। তেমন কিছু নাকি?

'নামটা বুকেই সাঁটা আছে,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'আমি আপনার পরিচয় জানতে চাইছি।'

'আমি ডারপা-র স্টাফ... হাই-এণ্ড প্রজেক্টে কাজ করি,' তাড়াতাড়ি বলল জ্যাকারি। 'প্লিজ... এক্ষুনি এখান থেকে নিয়ে চলুন আমাকে! ওরা এসে পড়ার আগেই এই শিপ ছেড়ে চলে যেতে হবে...'

'তার আগে বলুন, কীসের প্রজেক্ট এটা?'

'আ... আমি সেটা বলতে পারব না।'

'দেখুন মি. ক্রিশ্চিয়ান,' কড়া গলায় বলল রানা, 'দুটো অপশন রয়েছে আপনার সামনে। হয় সবকিছু খুলে বলবেন আমাদেরকে, নয়তো নিজের গোমর নিয়ে থেকে যাবেন এখানে। কোন্‌টা করবেন, সেটা এখন আপনার ইচ্ছে।'

ফ্যাল ফ্যাল করে সামনে দাঁড়ানো ছয় কমাণ্ডোর দিকে তাকাল জ্যাকারি। কয়েক সেকেণ্ড যেতেই বুঝল, এরা মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না। হার মানল সে।

বলতে শুরু করল ভীত-চকিত কণ্ঠে, 'শুরুতে এটা ছিল সুপার-সোলজার তৈরির প্রজেক্ট। হাই-পাওয়ারের ড্রাগ টেস্টিং, অ্যামফেটামিন, বায়ো-মেকানিক্স, ব্রেইন-চিপ গ্রাফটিং... এইসব আর কী। সব পরীক্ষা চালানো হচ্ছিল হিউম্যান-সাবজেক্টের ওপর। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি—মানবদেহ ওসব ড্রাগ, কেমিক্যাল, কিংবা অস্ত্রোপচার সহ্য করতে পারছিল না। তাই গবেষণাটা একটু অন্য ধারায় নিয়ে যাওয়া হয়... মানুষের বদলে এইপ্-সাবজেক্ট বেছে নিই আমরা, তাতে খুব ভাল ফলাফল পাই...'

'এইপ্-সাবজেক্ট মানে?' বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করল নিশাত।

'হ্যাঁ, এইপ্... গরিলা। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে... আফ্রিকান মাউন্টেন গরিলা। মানুষের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তি ওদের গায়ে, সহ্যক্ষমতাও অনেক বেশি। গ্রাফটিং টেকনোলজিটা নিখুঁত ভাবে কাজ করেছে ওদের ওপর।'

'নিখুঁতের এই দশা?' রক্তে ভেজা প্ল্যাটফর্মের দিকে ইঙ্গিত করল লেফটেন্যান্ট আলমগীর।

'আমি টেকনোলজির কথা বলছি, ফিল্ড-পারফর্মেন্সের নয়,' বলল জ্যাকারি। 'গ্রাফটিং প্রক্রিয়াটা গরিলাদের ওপর চমৎকার ভাবে কাজ করে যাওয়ায় একধাপ উন্নীত করা হয় প্রজেক্টটাকে। পুরোদস্তুর একটা ফ্রন্টলাইন ট্রুপ রিপ্লেসমেন্ট প্রজেক্ট হিসেবে লঞ্চ করা হয় এটাকে।'

'ঠিক বুঝলাম না,' বলল রানা।

'আলটিমেট ফ্রন্টলাইন ট্রুপার বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল—নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর, বিবেকহীন... সম্পূর্ণ অনুগত। সবচেয়ে বড় কথা, সম্পূর্ণ নিরাপদ! মরে গেলে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। পঙ্গু হয়ে আন্দোলনে নামবে না। টুঁ শব্দ করবে না ওদের বাপ-মা-ভাই-বোন। যুদ্ধাহত যোদ্ধা বলতে কিছু থাকবে না... তাদের পুনর্বাসনের জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালতে হবে না! নিজেকে ব্যাটলফিল্ডের একজন জেনারেলের জায়গায় কল্পনা করুন... কোথাও আক্রমণ চালাতে গেলে সৈন্যদের বাঁচামরা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় আপনাকে; কিন্তু মানুষের জায়গায় যদি কয়েক হাজার ট্রেইনড্ গরিলা থাকে আপনার হাতে? মৃত্যু নিশ্চিত হলেও তাদের পাঠাতে বিবেকের দংশন অনুভব করবেন না আপনি।'

'এত গরিলা আপনারা কোথায় পাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল লেফটেন্যান্ট আলমগীর।

'ল্যাবেই তৈরি করা হচ্ছে... কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে। এতে একটা সুবিধেও আছে—পৃথিবীর স্বাভাবিক গরিলা-পপুলেশনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে না; পরিবেশবাদীরা ব্যাপারটা নিয়ে হইচই করতে পারছে না। উল্টো আপনি পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম কাস্টম-মেইড সশস্ত্র বাহিনী পেয়ে যাচ্ছেন।

শত্রুপক্ষের সীমানায় নিশ্চিন্তে পাঠাতে পারেন ওদের, প্রশ্ন তুলবে না। সুইসাইড মিশনেও চোখ বন্ধ করে অংশ নেবে।'

'কীভাবে বাধ্য করছেন ওদের?' জানতে চাইল নিশাত।

জ্যাকারি জবাব দেয়ার আগেই ঠাণ্ডা গলায় রানা বলল, 'গ্রাফটিং টেকনোলজি।'

রানা ব্যাপারটা সম্পর্কে জানে দেখে একটু বিস্ময় ফুটল জ্যাকারির চোখে। কোনোমতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন।'

'গ্রাফটিং টেকনোলজিটা আবার কী জিনিস, মাসুদ ভাই?' প্রশ্ন করল আলমগীর।

রানা ব্যাখ্যা করল, 'সাবজেক্টের মগজে একটা মাইক্রোচিপ বসিয়ে দেয়া হয় এ-পদ্ধতিতে। চিপটা বায়ো-মেকানিক্যাল, কিংবা অর্গানিক হয়; যাতে ব্রেইনের সঙ্গে সহজে জুড়ে যেতে পারে, অনেক সময় ওটা ব্রেইনের অংশতেও পরিণত হয়। চিপটার কারণে সাবজেক্ট খুব সহজে কম্পিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, ওর ব্রেইন-সিগনালকে ডিজিটাল সিগনালে বদলে দেয় ওই চিপ। কম্পিউটারের মাধ্যমে সরাসরি সাবজেক্টের মাথায় ইনপুট বা আউটপুট দেয়া যায়। তবে এর সঙ্গে মাইণ্ড-কণ্ট্রোলের বিষয়ও আছে...'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল জ্যাকারি। 'গ্রাফটেড মাইক্রোচিপের সাহায্যে সাবজেক্টের অনুভূতি, সেই সঙ্গে ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।'

'আমি ভেবেছিলাম এই টেকনোলজি এখনও ড্রয়িংবোর্ড-স্টেজে আছে,' বলল রানা। 'আপনারা ওটাকে ফিল্ডেও টেস্ট করছেন?'

'এ-ধরনের আবিষ্কারের সত্যিকার অগ্রগতি কখনও জনসমক্ষে প্রচার করা হয় না,' কাষ্ঠ হাসি হাসল জ্যাকারি।

'মাথাই খারাপ হয়ে যাবে দেখছি!' বলল নিশাত। 'মি. ক্রিশ্চিয়ান, আপনারা তো বিজ্ঞানী... অনেক কিছু পড়েছেন জীবনে; *ফ্রাঙ্কেনস্টাইন* পড়ে দেখেননি?'

'যে-ধরনের ফলাফল পাচ্ছিলাম আমরা শুরুতে, তাতে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন নিয়ে ভাববার মত কিছু ছিল না,' বলল জ্যাকারি। 'গরিলাগুলো সম্পূর্ণ অনুগত ছিল আমাদের, টোট্যালি কণ্ট্রোলড্। অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখিয়েছি আমরা ওদের... মডিফায়েড এম-ফোর রাইফেল বানানো হয়েছে ওদের হাতে দেবার জন্য। অস্ত্র না থাকলেও কম ভয়ঙ্কর নয় প্রাণীগুলো, প্রচণ্ড শক্তি শরীরে... খালি হাতেই এক থাবড়ায় মানুষের মাথার খুলি ভেঙে ফেলতে পারে; কামড় দিয়ে ছিঁড়ে নিতে পারে গোটা হাত...'

জ্যাকারির কথা শুনতে শুনতে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে রানা।

ক্যাটওয়াকে পাহারা দিতে থাকা চার কমাণ্ডোর দিকে তাকাল, ওরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রেডিও-র ইউএইচএফ চ্যানেল অন্ করল রানা। 'মোরশেদ? নাজমুল? কোনও কণ্ট্যাক্ট দেখতে পাচ্ছ?'

'নেগেটিভ, সার। উত্তর দিকে কিছু নেই।'

'দক্ষিণ দিকও শান্ত, সার।' জবাব এল নাজমুলের।

জ্যাকারির দিকে ফিরল রানা। 'আপনারা কি এই গরিলাগুলোকে হিউম্যান-ট্রুপসের বিরুদ্ধে নামিয়েছিলেন?'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাকারি। 'হ্যাঁ, ওকিনাওয়া থেকে আনা মেরিনদের তিনটে কোম্পানির বিরুদ্ধে। আপনারা কারা? দেখে তো আমেরিকান বলে মনে হচ্ছে না।'

'এক অর্থে আমাদেরকেও মেরিন বলতে পারেন। বাংলাদেশ থেকে এসেছি আমরা, ইউ.এস. মেরিনদের সঙ্গে ট্রেইনিং করছি।'

'মেরিন হয়ে থাকলে আপনাদের কোনও আশা নেই,' ঢোক গিলল জ্যাকারি। 'আগের তিনটে কোম্পানিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে ওরা। শিপের ব্যাটলফিল্ড, আর দ্বীপের মাটি... দু'জায়গাতেই চেষ্টা চালিয়েছে মেরিনরা, কিন্তু কিছুতেই টিকতে পারেনি। পাঁচশো গরিলার বিরুদ্ধে ছয়শো মেরিন নামিয়েছিলাম আমরা, দেখার মত একটা লড়াই হয়েছে। শুরুর দিকে গরিলারা কাতারে কাতারে মরেছে, কিন্তু তারপরও পিছু হটেনি। মাথায় বসানো চিপগুলোর কারণে ওদের ভিতর ভয় বা আতঙ্কের মত অপ্রয়োজনীয় কোনও ইমোশন নেই। সঙ্গীদের মরণ দেখে সামান্যতম ভাবান্তরও হয়নি গরিলাদের মধ্যে। লাশের পাহাড় ডিঙিয়ে হামলা চালিয়ে গেছে, মেরিনরা ওই প্রবল আক্রমণের মুখে টিকতে পারেনি।'

কথাটা শুনে চোখ বড় হয়ে গেল সবার। কী বলছে এ-লোক! ছয়শো মেরিন টিকতে পারেনি! তা কী করে হয়?

'তারপর কী ঘটল?' গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'মেরিনদের বাহিনীটাকে খতম করার সময় অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটাতে শুরু করল গরিলারা... এমন সব জিনিস, যা আমরা ওদের শেখাইনি। সোজা ভাষায় বলতে গেলে, স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা জেগে উঠতে শুরু করে ওদের ভেতর। উদাহরণ দিই—নিজেদের আহত সঙ্গীদের খুন করতে শুরু করে ওরা... নিষ্ঠুর, কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর একটা ট্যাকটিকাল স্টেপ। আহতদের বয়ে বেড়ালে গতি কমে যায়, তাই মেরে ফেলাই ভাল—কারণ তাতে কেউ বন্দি হবারও সম্ভাবনা থাকে না। এ তো গেল সাধারণ একটা ব্যাপার, কিন্তু আরও অদ্ভুত আচরণ

দেখেছি আমরা ওদের মধ্যে। খুন হওয়া মেরিনদের হাত কেটে জমাতে শুরু করে ওরা... অবিশ্বাস্য!'

'শুনেছি ব্যাপারটা,' বলল নিশাত। 'বিশ্বাস হয়নি।'

'অবিশ্বাস করলে ভুল করবেন,' বলল জ্যাকারি। 'ঘটনাটা জলজ্যান্ত বাস্তব।'

'আপনাদের ওপরও হামলা করেছিল ওরা?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, ওটাই সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার। কেন করল, কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আমরা, ডারপা-স্টাফরা ব্যস্ত ছিলাম এক্সারসাইজ দেখায়। ওই সুযোগে ছোট্ট একটা দল পাঠায় ওরা টাওয়ারের দখল নেবার জন্য। আক্রমণটা অপ্রত্যাশিত, আমাদের কিছুই করার ছিল না। টাওয়ারের সবাইকে খুন করেছে ওরা, আমি কেবিনেটে লুকিয়ে প্রাণটা বাঁচিয়েছি। তবে তাতে বিশেষ লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না। পুরো শিপ আর দ্বীপ এখন গরিলাদের দখলে। এখানে থাকলে নির্ঘাত মরতে হবে। তাই মিনতি করছি, আমাকে নিয়ে চলুন এখান থেকে... নইলে কারও রক্ষা নেই...'

'রিল্যাক্স,' বলল রানা। 'আমরা এখনও বেঁচে আছি।'

'ওটা ভেবে মনকে মিথ্যে প্রবোধ দেবেন না, মেজর,' রানার কাঁধে লাগানো র‍্যাঙ্ক দেখে বলল জ্যাকারি। 'আপনাদেরকে বুঝতে হবে—ওদের হারানো অসম্ভব! আপনাদের চেয়ে শক্তিশালী ওরা, গতি অনেক বেশি... এমনকী স্ট্যামিনাও বাড়িয়ে দিয়েছি আমরা। ক্লান্তি বলে কিছু নেই ওদের, একটানা ছিয়ানব্বই ঘণ্টা... মানে চারদিন চাররাত না-ঘুমিয়ে কাটাতে পারে। প্রতিরোধ যদি কোনোভাবে গড়তেও পারেন, ওরা অপেক্ষা করবে। আপনারা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, তখনই আবার হামলা চালাবে। ছয়শো মেরিনের শেষ কয়েকজনকে এই টেকনিকেই মেরেছে ওরা। তা ছাড়া টেকনোলজির দিক থেকেও ওরা এগিয়ে আছে—সিগনেট-৫ রেডিও লোকেটর, সার্জিকালি ইম্প্ল্যানটেড ডিজিটাল হেডসেট, সেই সঙ্গে অফুরন্ত আর্মস-অ্যামিউনেশন... কী নেই ওদের কাছে? ওদের সঙ্গে লড়তে যাওয়া আর নিজের কবর খোঁড়া একই কথা। এরা হচ্ছে আধুনিক সৈনিকদের বিবর্তন, মেজর। এতই ভয়ঙ্কর যে স্রষ্টা হয়েও আমরা ওদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি...'

'আপনাদের শিক্ষা হয় না কেন?' বিরক্ত গলায় বলল নিশাত। 'উল্টোপাল্টা গবেষণা চালাতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা অতীতে বহুবার বিপদ ডেকে এনেছেন দুনিয়াতে, তারপরও কেন যে এসব চালিয়ে যান...'

কথা শেষ হলো না ওর। হঠাৎ করে ইয়ারপিসে শোনা গেল চিৎকার... নাজমুলের গলা।

'হায় খোদা! কোন্‌খান দিয়ে এল? মাসুদ ভাই!! ডাইভ!!!'

মেইন হ্যাঙারের দিকে পিঠ দিয়ে রয়েছে রানা, কিন্তু কী ঘটেছে সেটা দেখার জন্য উল্টো ঘুরল না। দলের সদস্যদের উপর আস্থা আছে ওর, নাজমুলের কথাটা শুনেই ডাইভ দিল মেঝেতে।

ঠিক পরমুহূর্তেই কালচে রঙের একটা অবয়ব সশব্দে নেমে এল টাওয়ারের মেঝেতে। একটু দেরি হলেই ওটার হাতে ধরা *কে-বার* নাইফের কোপে দু'টুকরো হয়ে যেত রানা।

শোয়া অবস্থাতেই গড়ান দিয়ে চিত হলো রানা, তাকাল প্রতিপক্ষের দিকে।

গরিলাই বটে ওটা—সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতা, বিশাল চওড়া দেহ, সারা শরীর ঢেকে আছে কালো রঙের পশমে। তবে বুনো গরিলার সঙ্গে মিল ওটুকুই। এটার মাথায় একটা লাইটওয়েট হেলমেট রয়েছে, ভাইজর নেমে এসেছে চোখে; হেলমেটের পিছন দিয়ে উঁচু হয়ে আছে কয়েকটা খুদে অ্যান্টেনা। হাতে লাগানো আছে রিস্টগার্ড, পিঠের হোলস্টারে ঝুলছে একটা মডিফায়েড এম-ফোর অটোমেটিক রাইফেল।

এক মুহূর্ত স্থির রইল গরিলাটা, কুঁতকুঁতে চোখে তাকিয়ে রইল রানার দিকে, তারপরই ভয়ানক একটা হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁপ দিল ওকে লক্ষ্য করে।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল রানার দলের বাকি পাঁচজনের অস্ত্র। এমপি-সেভেনের ভারী বুলেটের আঘাতে গরিলার বুক-পিঠ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, একরাশ রক্ত আর হাড়-মাংসের টুকরোর মাঝখানে আছাড় খেয়ে পড়ল প্রাণীটা।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, আর তখুনি রেডিওতে শোনা গেল মোরশেদের চিৎকার।

'মাসুদ ভাই! ওরা ক্যাটওয়াক ধরে আসছে না! সিলিং ধরে আসছে! জলদি! রেডি হোন!'

ঝট্ করে হ্যাঙারের ছাতের দিকে তাকাল রানা।

নানা ধরনের পাইপ, ইলেকট্রিকাল ওয়ায়ার, রেইল লাগানো রয়েছে ওখানে; ঝুলছে বাতি আর পুলি-সহ অনেককিছু। ওগুলোকে অবলম্বন করে তীব্র গতিতে ঝুলে ঝুলে আসছে প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা গরিলা—মৃতটার মতই সাজ সবক'টার। মাথায় হেলমেট, পিঠে এম-ফোর!

এরপর ঘটল সবচেয়ে আতঙ্ককর ব্যাপারটা। সবচেয়ে কাছের গরিলাটা থেমে পড়ল, তিন হাত-পায়ে ঝুলে থেকে মুক্ত হাতে বের করে আনল এম-ফোর, টাওয়ারের দিকে অস্ত্রটা তাক করে গুলি করতে শুরু করল ওটা!

নয়

অবিশ্বাস্য গতিতে সিলিং ধরে ছুটে আসছে গরিলার দল, ওদের এগোবার ছন্দবদ্ধ ভঙ্গি বুকে ভয় ধরিয়ে দেয়—শুকনো মাটিতে মানুষ এই বেগে দৌড়াতেও পারে না। হ্যাঙারের মেঝে থেকে একশো ফুট উপরে ঝুলছে প্রাণীগুলো, উচ্চতাটা মোটেই ভাবান্তর সৃষ্টি করছে না ওদের ভিতর।

ঝাঁপিয়ে পড়ে গুলির প্রথম ধারাটাকে ফাঁকি দিল কমাণ্ডোরা, তারপর পাল্টা গুলি শুরু করল—সেইসঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। সামনের তিনটে গরিলার শরীর থেকে রক্ত ছিটকাল, বিকট আর্তনাদ করে পড়ে গেল ওগুলো নীচে।

কিন্তু বাকিগুলো তাতে ভ্রূক্ষেপও করল না, তুমুল আক্রোশ নিয়ে এগিয়ে আসছে, গুলি ছুড়ছে অবিরাম।

একজন কর্পোরাল, মামুন, গুলি খেল গলায়; খাবি খেতে খেতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে—দমকে দমকে মুখ দিয়ে উঠে আসছে রক্ত। হাঁটু গেড়ে বসে গুলি করছে সার্জেণ্ট সাইফুল, ওর গুলি লেগে ধুপ-ধাপ নীচে পড়ছে একের পর এক জানোয়ার। রানা ওকে শুয়ে পড়তে বলার জন্য মুখ খুলল, কিন্তু বলা হলো না: চোখের সামনে দেখতে পেল ঝাঁঝরা হয়ে গেল ওর বুকটা গরিলাদের গুলিবৃষ্টিতে, লাশটা দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে চিত হয়ে। কেবিনেটের পিছনে কাভার নিয়ে প্রতিরোধ গড়বার চেষ্টা করছে রানা, অসহায় চোখে দুই সঙ্গীর মৃত্যু দেখতে হলো ওকে। দাঁতে দাঁত পিষল ও, তাকাল আগ্রাসী শত্রুদের দিকে।

টাওয়ারের কাছাকাছি এসে কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে গেল গরিলারা। প্রমত্তা স্রোত যেভাবে নদীতে জেগে থাকা বড়সড় পাথরকে এড়িয়ে দু'পাশ থেকে এগিয়ে মিলিত হয়, ঠিক সেইভাবে ওরা ঘিরে ফেলছে ওদেরকে।

এগোতে থাকা আরও তিনটে গরিলাকে লক্ষ্য করে ফায়ার করছিল নিশাত, হঠাৎ পাশের একটা ভাঙা জানালা গলে ঢুকে পড়ল চতুর্থ এক গরিলা। সশব্দে নামল মেঝেতে, তারপর পাশ থেকে আক্রমণ করল ওকে।

মাটিতে হুটোপুটি খেতে থাকল দুই প্রতিপক্ষ—মানুষ আর গরিলা। হাত থেকে অস্ত্র ছুটে গেছে দুজনেরই, এখন লড়াই চলছে খালিহাতে।

সাধারণ মেয়েদের তুলনায় গায়ে কয়েকগুণ শক্তি বেশি নিশাতের, বেশিরভাগ পুরুষের সঙ্গেও অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে; কিন্তু কয়েকশো

পাউণ্ড ওজনের একটা গরিলার সামনে এ-শক্তি কিছুই না। চোখের পলকে ওকে মাথার উপর তুলে নিল প্রাণীটা, তারপর ছুড়ে ফেলল একটা টেবিলের উপর।

মড়মড় করে ভাঙল কাঠ, মেঝেতে আছড়ে পড়ল নিশাত... মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। ঘোর কাটতে না কাটতেই গরিলাটাকে ছুটে আসতে দেখল—বিকট ভঙ্গিতে হাঁ করে আছে, কামড়ে ওর কণ্ঠা ছিঁড়ে নিতে চায়।

বিদ্যুৎ খেলে গেল নিশাতের শরীরে। চোখের পলকে কোমরে ঝোলানো একটা গ্রেনেড বের করল ও, মুঠোয় ধরে বুড়ো আঙুল দিয়ে খুলে ফেলল পিনটা। শত্রুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধা দিল না, কিন্তু শরীরের উপর চেপে বসতেই খোলা মুখে কব্জি পর্যন্ত হাত ঢুকিয়ে গুঁজে দিল গ্রেনেডটা।

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল গরিলার, বুঝতে পারছে কী ঘটছে, কিন্তু মুখ বন্ধ করতে পারছে না, বেরও করতে পারছে না জিনিসটা। কামড় দিয়ে ওটাকে অকেজো করতে চাইল, কিন্তু সফল হলো না। এবার এক হাত তুলল, চেষ্টা করবে হাত ঢুকিয়ে ওটাকে বের করে আনা যায় কি না।

গরিলাটার শরীরের তলায় চাপা পড়ার আগেই দু'পা ভাঁজ করে ফেলেছিল নিশাত; এবার সজোরে লাথি ছুড়ে প্রাণীটাকে সরিয়ে দিল নিজের উপর থেকে। ডিগবাজি খেয়ে মাথার উপর দিয়ে চলে গেল ভারী দেহটা, ধড়াস করে পড়ল মেঝেতে চিৎ হয়ে। কোমর বাঁকিয়ে উঁচু হয়েই সামনে ডাইভ দিয়ে পড়ল নিশাত, মেঝেতে মাথা গুঁজে দু'হাতে চেপে ধরল কান।

আক্ষরিক অর্থেই বিস্ফোরিত হলো গরিলাটার মাথা। রক্ত আর মগজ ছিটকাল চারপাশে, মুণ্ডুহীন ধড়টাকে মনে হলো জান্তব প্রেতাত্মার মত। বিশাল দেহটা খিঁচুনি দিল বারকয়েক, তারপর কমে এল খিঁচুনি, স্থির।

ততক্ষণে চারপাশ থেকে টাওয়ারকে ঘিরে ফেলেছে গরিলা-বাহিনী, বৃষ্টির মত তপ্ত সীসা ছুড়ছে কমাণ্ডোদের লক্ষ্য করে। পাল্টা গুলি করছে রানারাও।

একটু পরেই সদলবলে অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্মে নেমে আসতে শুরু করল প্রাণীগুলো। সামনে পড়ে গেল রানার টিমের আরেক কমাণ্ডো সার্জেন্ট কায়সার, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল চারটে গরিলা। কায়সারের ব্রাশফায়ারে একটা গরিলা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, কিন্তু বাকিগুলো খালি হাতে ওকে ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলল। এক পলকের জন্য আর্তচিৎকার বেরুল কায়সারের গলা চিরে, তারপরই থেমে গেল সব।

দৃশ্যটা আগুন জ্বেলে দিল রানার মাথায়। গরিলাগুলোকে লক্ষ্য করে একটা গ্রেনেড ছুড়ল ও, ওটার বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল প্রাণীগুলো।

একপরাজয় হার মানতে রাজি নয় গরিলা-বাহিনী। ফুল-ফ্রন্টাল অ্যাসল্ট

চালাচ্ছে ওগুলো, কমাণ্ডোদের ফায়ারের মুখে অকাতরে মারাও পড়ছে একই সঙ্গে। চল্লিশ থেকে খুব শীঘ্রি বিশে নেমে এল ওদের সংখ্যা। রানার দলও ছোট হয়ে গেছে, দশজন থেকে সাতে নেমে এসেছে জনবল। ক্যাটওয়াকে চার, আর টাওয়ারে তিনজন রয়েছে ওরা।

'নিশাত! আলমগীর!' চেঁচাল রানা। 'রিট্রিট! টাওয়ার ছেড়ে বেরোও! ব্যাক টু দ্য ক্যাটওয়াক! জলদি!'

পিছু হটতে শুরু করল ওরা। সামনে জ্যাকারি ক্রিশ্চিয়ানকে রাখল রানা, দুই সঙ্গীসহ সাপ্রেসিভ ফায়ার করতে করতে গরিলা-বাহিনীকে টাওয়ারে ঠেকিয়ে রাখছে একই সঙ্গে।

তিনটে গরিলা বেপরোয়া ভঙ্গিতে পিছু নিতে চাইল, গুলি করে ওগুলোকে ফেলে দিল ওরা। তারপরও মরল না প্রাণী তিনটে, আহত অবস্থায় হুঙ্কার দিয়ে উঠল, খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার ছুটে এল ওদের দিকে। ফায়ার করল রানারা... তিন শত্রু পুরোপুরি মাংসের দলায় পরিণত না হওয়া পর্যন্ত।

ব্রিজে উঠে পড়ল রানারা, ছুটতে শুরু করল ক্যাটওয়াকের দিকে। হঠাৎ আর্তনাদ-করে উঠল লেফটেন্যান্ট আলমগীর, পিঠে গুলি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ব্রিজের উপর। ওকে সাহায্য করবার জন্য এগোতে গিয়েই থমকে গেল রানা, সিলিং ধরে ছুটে আসছে অন্তত দশটা গরিলা, ওকে লক্ষ্য করে এফ-ফোর তুলছে।

বৃষ্টির ধারার মত ছুটে আসা বুলেটকে এড়াতে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো ও। গুলির আঘাতে ডাঙায় তোলা মাছের মত লাফাতে শুরু করল আলমগীরের শরীর, চেঁচাতে পারল না, আগেই মারা গেছে... এখন শুধু মোরব্বা হয়ে যাচ্ছে লাশটা।

লাফ দিয়ে ব্রিজে নেমে এল কয়েকটা গরিলা, আক্রোশ মেটেনি ওদের, ঝাঁপিয়ে পড়ল লাশেরই উপর। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওদেরকে আলমগীরের শরীর থেকে মাংস ছিঁড়ে-খুঁড়ে তুলতে দেখল রানা।

অসুস্থ বোধ করল ও, বমি পেল। দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য। টাওয়ারে ঢোকা ছয় কমাণ্ডোর মধ্যে এখন স্রেফ ও আর নিশাত বেঁচে আছে। প্রতিহিংসা ভর করল রানার মাথায়, অস্ত্র তুলল ও গরিলাগুলোর দিকে।

ঠিক তখুনি চেঁচিয়ে উঠল নিশাত। 'স্যার! চলে আসুন! আরও আসছে ওরা!'

সংবিৎ ফিরে পেল রানা। বুঝল, এখন ভাবাবেগের সময় নয়। আগে বাঁচতে হবে, তারপর প্রতিশোধ। ঘৃণার দৃষ্টিতে শেষবারের মত আলমগীরের লাশের উপর হামলে পড়া প্রাণীগুলোর দিকে তাকাল ও, তারপর উল্টো ঘুরে ছুটতে শুরু করল নিশাত আর জ্যাকারির পিছু পিছু।

ক্যাটওয়াকে পৌঁছে পরিস্থিতি বিচার করল ও। পাইপ আর ইলেকট্রিক্যাল লাইনে ভর্তি ছাত ধরে গরিলার দল ছুটে আসছে ক্যাটওয়াকের দক্ষিণ দিক থেকে। একটাই পথ খোলা আছে সামনে, সেটাই অনুসরণ করবার সিদ্ধান্ত নিল ও।

'এভরিওয়ান,' নির্দেশ দিল রানা, 'উত্তরে... বো'র দিকে চলো। কুইক!'

ধাতব ক্যাটওয়াকে বুটের শব্দ তুলে ছুটতে শুরু করল ছয় কমাণ্ডো, সেই সঙ্গে জ্যাকারি। পিছনে উন্মত্ত হুঙ্কার ছাড়ল গরিলা বাহিনী।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই ক্যাটওয়াকে নেমে এল প্রাণীগুলো, ধাওয়া করল ওদেরকে। দলের সবার পিছনে রয়েছে সার্জেন্ট ওয়াকার, উল্টো ঘুরে গুলি করতে শুরু করল সে—শত্রুপক্ষকে ঠেকিয়ে রাখছে, এগোতে দিচ্ছে না। ফায়ার করতে করতেই পিছাতে থাকল সার্জেন্ট।

হ্যাঙার ডেকের মাঝখানে গজিয়ে ওঠা পুরু একটা ইস্পাতের দেয়ালে গিয়ে শেষ হলো ক্যাটওয়াকের উত্তর প্রান্ত। শিপের পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে রয়েছে বিশাল হ্যাঙারটা—মাঝখানে এই ওয়াটারটাইট দেয়াল দিয়ে দু'ভাগ করা হয়েছে ওটাকে। টর্পেডোর আঘাতে একটা হ্যাঙার পানিতে ভরে গেলেও অন্যটা অক্ষত থাকবে এর ফলে।

ছুটন্ত দলটার সামনে রয়েছে রানা, দেয়ালটার সামনে গিয়ে থামল, তারপর ফ্লাইহুইল ঘুরিয়ে খুলে ফেলল বাল্কহেডের গায়ের ভারী দরজাটা। ওপাশে আবার ক্যাটওয়াক চোখে পড়ল, দ্বিতীয়... মানে ফরোয়ার্ড হ্যাঙার বে'র উপর দিয়ে চলে গেছে ওটা।

ফোকর গলে ওপাশে পা রেখেই থমকে গেল রানা। কলজে খামচে ধরল প্রচণ্ড আতঙ্ক।

'সেরেছে!' নিচু স্বরে বলে উঠল ও।

পিছনে এসে ওর কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিল নিশাত। একই অবস্থা হলো ওরও।

'ইয়াল্লা!' ফিসফিসিয়ে উঠল নিশাত।

দৃশ্যটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া জাগাবার মতই বটে। ফরোয়ার্ড হ্যাঙার বে-টা ইনডোর ব্যাটলফিল্ডে রূপান্তর করা হয়নি। উন্মুক্ত মেঝেতে পার্ক করে রাখা হয়েছে প্রায় বাতিল হয়ে যাওয়া কয়েকটা ফাইটার আর ট্রাক। তবে সেটা রানা-নিশাতকে চমকে দেয়নি, দিয়েছে জড় বস্তুগুলোর পাশাপাশি ওখানে উপস্থিত জীবগুলো।

অন্তত সাড়ে তিনশো গরিলা দেখতে পাচ্ছে ওরা, কিলবিল করছে এয়ারবোর্ন ইউনিটের দেহাবশেষগুলোর উপর। দৃশ্যটা ভয়াবহ... এভাবে

পোকামাকড় কিলবিল করে, দ্বিপদী কোনও প্রাণী নয়!

নেতাগোছের একটা গরিলাকে কনডরের লাশের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিতে দেখল রানা। ওটা মাথার উপর তুলে বিজয়ীর ভঙ্গিতে হুঙ্কার ছাড়ল প্রাণীটা।

তারপর... কীভাবে যেন নতুন শত্রুর উপস্থিতি টের পেয়ে গেল সে; হয়তো বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই। মাথা তুলল গরিলা, সরাসরি তাকাল। রানার চোখে চোখ।

নিজের অজান্তেই ঢোক গিলল রানা। মনে হচ্ছে যেন সিংহের গুহায় পা দিয়ে ফেলেছে।

কয়েক মুহূর্ত চোখে চোখ রেখে স্থির রইল গরিলাটা। তারপরই আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল বাকিরা। ছুটতে শুরু করল চতুর্দিকে—সিঁড়ি, দেয়ালের খাঁজ... যা পাচ্ছে, তা-ই বেয়ে উঠে আসতে শুরু করেছে ক্যাটওয়াকের দিকে... বিহ্বল হয়ে বাংলাদেশি কমাণ্ডোরা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে!

দশ

পিছনদিকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে দরজার কাছে এসে পৌঁছুল সার্জেন্ট ওয়াকার। দরজার ফোকর পেরুবার চেষ্টা করতেই ধাক্কা খেল রানার সঙ্গে। তাকে দরজা পেরুতে দিল না রানা, ঠেলা দিয়ে ঘুরিয়ে দিল যেদিক থেকে এসেছে সেদিকেই!

'হোয়াট দ্য...' অস্ফুট স্বরে গাল দিয়ে উঠল ওয়াকার।

'জলদি!' ধমকের সুরে বলল রানা। 'ওদিকে ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে।'

'কিন্তু ওদিকে তো ওরা...'

'এদিকেও আছে,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'দুই গ্রুপের মধ্যে ছোটটার বিরুদ্ধেই বরং আমাদের টিকে থাকার সম্ভাবনা বেশি।'

সার্জেন্টকে সরিয়ে দিয়ে বাকিদের যাবার পথ করে দিল ও। দক্ষিণে, আফটের দিকে ছুটতে শুরু করল সবাই, ওয়াকার ছাড়া। বেকুবের মত দাঁড়িয়ে আছে সে, খোলা দরজা দিয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে। দেখতে পেল পিলপিল করে ছুটে আসছে অসংখ্য গরিলা।

'হায় যিশু!' আঁতকে উঠল সার্জেন্ট।

'ওয়াকার!' চেঁচাল রানা। 'দরজাটা আটকে দিয়ে তারপর ওনাকে ডাকো!'

সংবিৎ ফিরে পেল সার্জেন্ট। টান দিয়ে স্টিলের পাল্লাটা বন্ধ করল সে, বনবন করে ঘোরাল ফ্লাইহুইল। তারপর গুলি করে নষ্ট করে দিল মেকানিজমটা—এখন আর সহজে খোলা যাবে না দরজা।

উল্টো ঘুরে সঙ্গীদের অনুসরণ করল ওয়াকার।

গতি বাড়িয়ে দলের সদস্যদের মাঝখান দিয়ে ইতোমধ্যে পথ করে নিয়েছে রানা, চলে গেছে সবার সামনে। আফটের দিকে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, গরিলাদের ছোট দলটার সঙ্গে সম্মুখসমরে নামতে চলেছে ওরা।

'আপা! নাদির! মোরশেদ! নাজমুল! রোলিং লিপফ্রগ ফরমেশন!' দৌড়াতে দৌড়াতে নির্দেশ দিল রানা। 'ফুল অটো! তৈরি হও!'

তীব্র গতিতে ছুটছে এখন রানা, উঁচু করে ধরল হাতের এমপি-সেভেন।

ঠিক সামনে গরিলার দলটাকে দেখতে পেল ও, ক্যাটওয়াক ধরে ওর দিকেই ছুটে আসছে। দেরি করল না রানা। ট্রিগার চেপে ব্রাশফায়ার করল প্রতিপক্ষের দিকে।

চোখের পলকে এক এক করে তিনটে গরিলা ধরাশায়ী হলো, রক্ত ছিটিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ক্যাটওয়াকের উপর। এমপি-সেভেন খক্ করে কেশে উঠল—ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেছে।

ক্যাটওয়াকের মেঝেতে ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা, নড়ল না একচুল। ঠিক পিছনেই ছিল নিশাত; থামল না ক্যাপ্টেন, ওর শরীর টপকে এগিয়ে গেল সামনে, টিপে ধরল ট্রিগার।

আরও ছ'টা গরিলা ঘায়েল হলো, তারপর খালি হলো নিশাতের ম্যাগাজিন। রানার ভঙ্গিতে ডাইভ দিয়ে শুয়ে পড়ল ও-ও। এবার মোরশেদের পালা।

নিশাতকে টপকে সামনে চলে গেল মোরশেদ, ব্রাশফায়ার করে ম্যাগাজিন খালি করল, তারপর শুয়েও পড়ল। পদ্ধতিটা কাজে লাগাল ফরমেশনের চতুর্থ সদস্য নাজমুলও।

একেবারে দাঁড়ি-কমা মেনে যুদ্ধকৌশলের *টার্নঅ্যারাউণ্ড ম্যানুভার* ব্যবহার করছে ওরা। পুরো হামলাটাতে এক মিনিট সময়ও ব্যয় হলো না। বোঝা গেল, কৌশলটা সম্পর্কে জানত না গরিলা-বাহিনী; কিছু বোঝার আগেই খতম হয়ে গেল তারা। শেষ পর্যন্ত রানা যখন উঠে দাঁড়াল, তখন বিশাল আফট হ্যাঙারে ওরা ছাড়া আর কোনও জীবিত প্রাণী নেই।

তবে এই অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

গরিলাদের মূল দলটা ক্যাটওয়াকের উত্তর প্রান্তের দরজাটা ধাক্কাধাক্কি করছিল। তাতে খুলল না ভারী পাল্লা, ভাঙলও না। তাই বিকল্প পন্থা অবলম্বন

করল প্রাণীগুলো।

হঠাৎ করে গুমগুম আওয়াজে ভরে গেল হ্যাঙার ডেক। নীচের দিকে তাকাতেই কমাণ্ডোরা দেখল, দুই হ্যাঙার বে'র মাঝখানের ভেহিকল-অ্যাকসেস ডোরটা খুলে যাচ্ছে... হাইড্রোলিক মোটর ধীরে ধীরে উপরে তুলে আনছে পাল্লাটাকে।

ভয়ার্ত দৃষ্টি ফুটল নিশাতের চোখে। জীবনে এই প্রথম এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পড়েছে ওরা। রানার দিকে তাকাল ও। 'সার! এখন কী করব?'

দাঁতে দাঁত পিষল রানা। 'যেভাবে পারি, বেঁচে থাকতে হবে।' চারপাশে ব্যস্ত দৃষ্টি বোলাল ও। 'ওই যে, ওদিকে!'

হ্যাঙারের স্টারবোর্ড সাইডের আফট-এলিভেটরটা দেখাল রানা। বিশাল একটা জিনিস ওটা, হাইড্রোলিক পাওয়ারের একটা ওপেন-এয়ার প্ল্যাটফর্ম—ওটার সাহায্যে হ্যাঙার ডেক থেকে গোটা বিমান ফ্লাইট ডেকে ওঠানো-নামানো হয়। প্ল্যাটফর্মের একপাশ খোলা... ওখানে বাল্কহেড নেই, বাইরেটা দেখা যায়।

এ-মুহূর্তে ডেথ আইল্যাণ্ডের ডক দেখা যাচ্ছে ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে, শিপ থেকে বেশ কিছুটা দূরে... মাঝখানে সাগরের পানি। একটা গ্যাংওয়ে রয়েছে এলিভেটরের প্রান্তে, অপরপাশটা ঠেকে আছে ডকের কংক্রিটে।

'গ্যাংওয়েটা ধরে নেমে যাব আমরা,' বলল রানা। 'লেটস্ গো! জ্যাকারি, সঙ্গে থাকুন।'

এগারো

ক্যাটওয়াক থেকে হ্যাঙারের মেঝে পর্যন্ত নেমে যাওয়া একটা ল্যাডারের সামনে এসে পৌঁছুল কমাণ্ডোরা। ধাপ বেয়ে নামার ঝামেলায় গেল না। ল্যাডারের দুপাশে হাত আর পা আটকে পিছলে নামতে শুরু করল—সবার আগে রইল রানা।

গরিলাদের মূল বাহিনীটা ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে আফট হ্যাঙার বে'তে। ওদেরকে দেখাচ্ছে চাক-ভাঙা মৌমাছির মত—সংখ্যায় এত বেশি যে, গোনা সম্ভব নয়। বাঁধভাঙা উত্তাল স্রোতের মত অ্যাকেসেস ডোর পেরিয়ে ঢুকছে কৃত্রিম ব্যাটলফিল্ডটাতে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে রেখেছে সবক'টা প্রাণী, গুলি ছুড়ছে, উঁচু-নিচু মাটি আর ট্রেঞ্চ পার হয়ে ছুটে আসছে দুরন্ত গতিতে।

এক নজর তাকিয়ে স্বীকার করল রানা, এমন ভয়ঙ্কর অ্যাসল্ট ফোর্স জীবনে কোনোদিন দেখেনি ও।

সশস্ত্র, ক্ষুব্ধ... সেই সঙ্গে ভয়-ভীতিহীন এরা। এদের সামনে মানুষের বাহিনী সম্পূর্ণ অসহায়।

জোর করে ভাবনাটা মাথা থেকে দূর করে দিল রানা, সঙ্গীদের নিয়ে ছুটতে শুরু করল এলিভেটর প্ল্যাটফর্মের দিকে, এঁকেবেঁকে শত্রুর ছোড়া গুলিবৃষ্টিকে ফাঁকি দিচ্ছে। গন্তব্যের পঞ্চাশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা খুব শীঘ্রি, কিন্তু তারপরই ঘটল অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা।

মৃদু গুঞ্জন তুলে উঠে যেতে শুরু করল এলিভেটরটা।

'হায় খোদা! না-আ-আ!' পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল কে যেন।

বিশাল প্ল্যাটফর্মটা দ্রুতবেগে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে... ফ্লাইট ডেকের দিকে; সঙ্গে তুলে নিয়ে যাচ্ছে গ্যাংওয়েটাকে। কাঠের তৈরি কাঠামোটা খাড়া হতে হতে হঠাৎ পিছলে গেল, কমাণ্ডোদের হতচকিত দৃষ্টির সামনে শিপের কিনার ঘেঁষে ঝপাস্ করে পড়ে গেল পানিতে। ডুবে গেল চোখের পলকে। ততক্ষণে এলিভেটরটা দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেছে, দেখা যাচ্ছে শুধু তলাটা।

'সান অভ আ বিচ!' খিস্তি বেরুল মোরশেদের গলা দিয়ে।

'এবার প্ল্যান কী, মেজর?' প্রশ্ন করল ওয়াকার।

বিকল্প এস্কেপ রুটের খোঁজে হ্যাঙারের উপর দৃষ্টি বোলাতে শুরু করল রানা। বলল, 'চলার ওপর থাকতে হবে। থামলেই আমাদের বাগে পেয়ে যাবে ওরা।'

'কিন্তু যাবেন কীভাবে? ওরা আমাদেরকে ঝাঁঝরা করে দেবে!'

একপাশে নিথর পড়ে থাকা দুটো ট্রাকের উপর চোখ আটকে গেল রানার। 'ওগুলোর ভিতরে থাকলে পারবে না। চলো, ট্রাকে চড়ে ফ্লাইট ডেকে যাব।'

বলে দিতে হলো না, অদৃশ্য বোঝাপড়ার মাধ্যমে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল কমাণ্ডোরা, ছুটল ট্রাকদুটোর দিকে। একেকটা পাঁচ-টনী ট্রুপ ক্যারিয়ার ওগুলো, পিছনের অংশটা ক্যানভাসের ছাউনি দিয়ে ঢাকা।

নিশাত, নাজমুল, নাদির আর ওয়াকার উঠে পড়ল একটা ট্রাকে; অন্যটার ড্রাইভিং ক্যাবে চড়ে বসল রানা আর মোরশেদ। সঙ্গে চাবি নেই, ইগনিশনের তার জোড়া দিয়ে স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করল ওরা।

'জ্যাকারি কোথায়?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রানা।

'পিছনেই তো ছিল...' বলতে বলতে জানালা দিয়ে তাকাল মোরশেদ; পরমুহূর্তে আঁতকে উঠল। 'আরি! করছে কী লোকটা?'

রানাও তাকাল। ডারপার ভীতসন্ত্রস্ত বিজ্ঞানী নেই ওদের সঙ্গে, একাকী

একদিকের বাল্কহেড ঘেঁষে ছুটছে সে। একটা দরজা পেতেই ওদের বিস্মিত চোখের সামনে সেটা খুলে অদৃশ্য হয়ে গেল ওপাশে।

'পাগল হয়ে গেছে নাকি?' গজগজ করে উঠল মোরশেদ। 'মরবে তো!'

'মরুক!' রাগী গলায় বলল রানা। 'কিংবা পালিয়ে বাঁচুক। ওকে নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার সময় নেই আমাদের।'

ইগনিশন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও আবার।

প্রায় একই সময়ে জ্যান্ত হয়ে উঠল ট্রাকদুটোর ইঞ্জিন। ব্রেক রিলিজ করে আগেও বাড়ল প্রায় একই সঙ্গে। ছোট্ট একটা টার্ন নিয়ে বাহনদুটো ছুটতে শুরু করল গোল হয়ে উঠে যাওয়া ভেহিকল র‍্যাম্পের দিকে—ওটা দিয়ে সরাসরি ফ্লাইট ডেকে পৌঁছানো যায়।

সমস্যা একটাই—র‍্যাম্পটার অবস্থান দুই ট্রাক আর অগ্রসরমান গরিলা বাহিনীর মাঝামাঝি। ওটায় চড়ার জন্য খুনে প্রাণীগুলোর দিকেই ছুটে যেতে হচ্ছে ওদেরকে।

ট্রাকদুটোর ড্রাইভিং সিটে রয়েছে নিশাত আর রানা। দুজনেই অ্যাকসেলারেটর দাবিয়ে রেখেছে ড্রাইভিং ক্যাবের মেঝেতে। গরিলা-বাহিনীর আগেই র‍্যাম্পে পৌঁছুতে চায়। প্রবল চাপের মুখে গোঁ-গোঁ করে উঠছে পুরনো ট্রাকদুটোর ইঞ্জিন, কিন্তু ছুটছে অনুগত সৈনিকের মত... নির্দ্বিধায়। ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে গরিলারাও বাড়িয়ে দিয়েছে ছোটার গতি।

প্রতিযোগিতায় ভয়ানক প্রাণীগুলোকে হারানো গেল না, ট্রাকের সঙ্গে একই সময়ে র‍্যাম্পে পৌঁছে গেল ওরাও। সামনে ছিল নিশাতের ট্রাক, ওর চাকা র‍্যাম্পের মেঝে স্পর্শ করতেই পাশ থেকে ঝাঁপ দিল গরিলার দল, চড়ে বসতে চাইছে ধাবমান বাহনটার গায়ে। কয়েকটা সফল হলো, কয়েকটা আবার হলো না। শেষ পর্যন্ত ট্রাকটা যখন র‍্যাম্পে পুরোপুরি উঠে গেল, তখন আটটা গরিলা ঝুলছে ওটার শরীর আঁকড়ে ধরে।

রানার কপাল আরও খারাপ।

নিশাতের চেয়ে দু'সেকেণ্ড পিছিয়ে ছিল ওর ট্রাক, র‍্যাম্প-এন্ট্রান্সে পৌঁছুনোর আগেই জায়গাটা ছেয়ে ফেলল গরিলার দল। উইণ্ডশিল্ডের ওপাশে অগণিত রোমশ অবয়ব দেখতে পেল রানা, পথ রুদ্ধ করে ফেলেছে। দুটো উপায় সামনে—হয় এই গরিলাদের চাপা দিয়ে এগোতে হবে, নয়তো ঘুরিয়ে নিতে হবে গাড়ির মুখ।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা, প্রথমটাই করবার সিদ্ধান্ত নিল। গিয়ার একধাপ নামিয়ে জোরে চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর।

জটলা করে থাকা গরিলাদের উপর নির্মম ভঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাঁচ-টনী

ট্রাকটা। বাম্পারের ধাক্কায় উড়ে গেল কয়েকটা গরিলা, চাকার তলায়ও পড়ল কিছু। আহত-নিহতদের আর্তনাদ, সেই সঙ্গে জীবিতদের ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে ভরে গেল চারপাশ।

এরপরই ফায়ার ওপেন করল গরিলা-বাহিনী।

একসারি বুলেট রানার সামনের উইণ্ডশিল্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। মাথা নামিয়ে ফেলল ও, কিন্তু অ্যাকসেলারেটরের উপর থেকে চাপ কমাল না। আড়চোখে ডানে-বাঁয়ে ছিটকে যেতে দেখল গরিলাদের... যারা পারছে না, তারা সোজা চলে যাচ্ছে ট্রাকের তলায়। ভারী দেহগুলো মাড়িয়ে এগোতে গিয়ে রীতিমত লাফাচ্ছে বাহনটা, ক্রমাগত ঝাঁকি খেয়ে চলেছে; কিন্তু সেকেণ্ড গিয়ারে থাকায় গতি কমছে না। সাইডভিউ মিররে তাকিয়ে দেখল রানা, পিছন থেকে লাফ দিয়ে ট্রাকের গায়ে উঠে পড়েছে বেশ কয়েকটা গরিলা—হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ছাদে ওঠার চেষ্টা করছে।

আবার গুলি হলো, এবার বিরতিহীনভাবে। ঝট্ করে সিটের উপর শুয়ে পড়ল রানা আর মোরশেদ। হেডরেস্ট ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ওদের শরীরের উপর দিয়ে, চেসিসের গায়ে ঠক্ ঠক্ করে গুলি বেঁধার বিশ্রী শব্দ হতে শুরু করল—গরিলারা ড্রাইভিং ক্যাবটাকে ঝাঁঝরা করে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রমাদ গুনল রানা। এই বুলেটবৃষ্টি ভেদ করে এগোনো সম্ভব নয়, মোরব্বা হয়ে যেতে হবে সে-চেষ্টা করতে গেলে। মাথাও তুলতে পারছে না, এভাবে র‍্যাম্পে ওঠা যাবে না। উপায়ান্তর না দেখে বনবন করে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাল ও।

নাক ঘুরে গেল ট্রাকের, গরিলাভর্তি র‍্যাম্পওয়েয়ের মুখ ছেড়ে এবার হ্যাঙারের দক্ষিণের খোলা জায়গাটার দিকে যাচ্ছে। কিন্তু ততক্ষণে অন্তত পঁচিশটা গরিলা ঝুলে পড়েছে বাহনটার গায়ে।

আমচকা ধড়াম করে একটা শব্দ হতেই মাথা তুলল রানা। ট্রাকের ছাদ থেকে বিশাল একটা গরিলা লাফ দিয়ে নেমেছে বনেটের উপর, হাতের অস্ত্রটা তাক করছে ভিতরের দুই আরোহীর দিকে।

ছোঁ মেরে কোমরের হোলস্টার থেকে নিজের .৪৫ ক্যালিবারের ডেজার্ট ঈগল পিস্তল বের করল রানা। গরিলাটা নিশানা ঠিক করার আগেই ওটার কপালে তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি করল। আর্তনাদ করে বনেট থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল প্রাণীটা।

আরেকটা গরিলা উদয় হলো ড্রাইভারের পাশের জানালায়, পাশ থেকে রানার শরীর এড়িয়ে ওটাকে গুলি করে ফেলে দিল মোরশেদ।

'থ্যাঙ্কস্,' পাশে তাকিয়ে বলল রানা।

ড্রাইভিং ক্যাবের ছাদ কেঁপে উঠল কথাটা শেষ হতে না হতেই। পরমুহূর্তে

ভাঙা উইংগুশিল্ডের উপরদিকে দেখা দিল দুটো গরিলার ঊর্ধ্বাঙ্গ—উপুড় হয়ে আছে, চেষ্টা করছে হাতের এম-ফোর দিয়ে গুলি করতে।

নির্বিকার ভঙ্গিতে ক্যাবের ছাতের দিকে ডেজার্ট ঈগল তাক করল রানা, ট্রিগার চাপল। ছাত ফুঁড়ে দুই গরিলার বুকে ঢুকল বুলেট। চিৎকার করে উঠল প্রাণীদুটো, হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেল, পিছলে পড়ে গেল ট্রাকের উপর থেকে।

'মাসুদ ভাই!' বলে উঠল মোরশেদ। 'এভাবে বেশিক্ষণ চালানো যাবে না।'

'জানি!' বলল রানা। ঝড়ের বেগে চলছে ওর মগজ, বিকল্প কোর্স অভ অ্যাকশন খুঁজছে।

সাইডভিউ মিররে আরও কয়েকটা গরিলাকে এগোতে দেখে ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে কাটল ও। ট্রাকের এই আকস্মিক নড়াচড়ায় টিকতে পারল না তিনটে গরিলা, সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের টানে ছিটকে পড়ে গেল মেঝেতে। তবে এখনও অন্তত পনেরোটা গরিলা সেঁটে রয়েছে বাহনটার গায়ে।

পোর্ট সাইডের এক্সটেরিয়র এলিভেটরের উপর গিয়ে পড়ল রানার দৃষ্টি। ওপাশটাও খোলা, তবে শূন্য জায়গাটা দিয়ে দ্বীপ বা ডক নয়, দেখা যাচ্ছে সুনীল পানি। সাগরের দিক ওটা।

এলিভেটরটা খালি নয়, নিচু একটা টোয়িং ভেহিকলের সঙ্গে বাঁধা একটা নিঃসঙ্গ এফ-১৪ টমক্যাট ফাইটার দাঁড়িয়ে আছে ওটার উপর।

চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার। চেঁচিয়ে বলল, 'গেট রেডি, মোরশেদ!'

ড্রাইভিং সিটে সোজা হয়ে বসে স্টিয়ারিং হুইল শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ও, মাতালের মত ছুটতে থাকা ট্রাকটাকে সিধে করল। তারপর ছোটাল এলিভেটরটার দিকে।

'ইয়াল্লা!' আঁতকে উঠল মোরশেদ। 'কী করছেন, মাসুদ ভাই!'

'দেখতেই পাবে। জাম্প করতে হবে আমাদেরকে, তৈরি থাকো...'

ষাট মাইল বেগে এলিভেটরের উপর উঠে গেল ট্রাক, ছুটছে শিপের কিনারের খোলা ফোকরটার দিকে। দুটো গরিলা ড্রাইভিং ক্যাবের দু'পাশের রানিং বোর্ডে লাফিয়ে নামল, টান দিয়ে কবজা থেকে আলগা করে ফেলল দরজা, ছুড়ে ফেলে দিল নীচে।

বসে থাকা পজিশন থেকে খুব একটা নড়ল না রানা বা মোরশেদ। শরীরের ঊর্ধ্বাংশ সামান্য একটু ঘুরিয়ে গুলি করল হামলাকারীদের মুখে। ছিন্নভিন্ন মুখমণ্ডল নিয়ে ট্রাক থেকে খসে পড়ল দুটো নিস্পন্দ দেহ।

'এবার!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

ধাবমান ট্রাক থেকে লাফ দিল দুই কমাণ্ডো, ক্যাবের ভাঙা দরজা পেরিয়ে

নেমে এল মেঝেতে... দুটো গড়ান দিয়ে স্থির হলো।

ওদের মাঝখান থেকে ছুটে আরও সামনে চলে গেল পাঁচ-টনী বিশাল বাহনটা—সারা শরীরে গরিলার দল এমনভাবে কিলবিল করছে যেন ওটা একটা মৌচাক, আর গরিলারা মৌমাছি। বিপুল গতিতে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এলিভেটরের বাইরের কিনারা অতিক্রম করল ট্রাক, শূন্যে ভাসল যেন মুহূর্তের জন্য... অবলম্বন না পেয়ে চাকাগুলো পাগলের মত ঘুরছে... তারপরই আছড়ে পড়ল সাগরের পানিতে। সংঘর্ষে অনেক উঁচুতে ছিটকে উঠল নোনা জল।

এলিভেটরের মেঝেতে শুয়ে দম ফিরে পাবার চেষ্টা করছে রানা আর মোরশেদ।

একটু ধাতস্থ হয়ে মাথা তুলল রানা। 'মোরশেদ, কী অবস্থা তোমার? কোথাও লাগেনি তো?'

কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো তরুণ লেফটেন্যান্ট। বলল, 'জী না, মাসুদ ভাই। তবে...'

কথা শেষ হলো না ওর। তার আগেই বুনো গর্জন শুনে ঝট্ করে মাথা ঘোরাল দুজনেই।

পোর্ট-সাইড এলিভেটর থেকে আশি গজ দূরে, ভেহিকল র‍্যাম্পের সামনে থেকে একদৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে সবক'টা গরিলা। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ রইল ওগুলো, তারপরই হুঙ্কার ছাড়ল... সবাই একত্রে!

ছুটে এল ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলো দুই কমাণ্ডোর দিকে।

'আল্লাহ! রক্ষা করো!!' গুঙিয়ে উঠল মোরশেদ।

বারো

রানা যখন নিজের ট্রাকটাকে সাগরের পানিতে ফেলে দিচ্ছে, তখন অন্য ট্রাকটা চালিয়ে ফ্লাইট ডেকে পৌঁছানোর জন্য যুঝছে নিশাত। আটটা গরিলা ওর বাহনের ছাদ আর শরীর ধরে ঝুলছে, দৌড়ে তাড়া করে আসছে আরও অন্তত একশো!

এ যেন দানবের তাড়া খেয়ে পাতাল থেকে পালানো!

অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরে ডানে-বাঁয়ে গেল নিশাত, ট্রাকের চেসিস ঘষা খাওয়াল র‍্যাম্পের আউটার ওয়ালের সঙ্গে। ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের ঘর্ষণের বিশ্রী আওয়াজ উঠল... চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে ট্রাকের গা থেকে খসে পড়ল দুটো

গরিলা।

ট্রাকের পিছনে ক্যানোপির ভিতরে ঢুকে পড়েছে চারটে গরিলা, ওগুলোর সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত নাদির, নাজমুল, আর ওয়াকার।

একটার বুকে গুলি করল ওয়াকার, আরেকটার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে জোড়া পায়ের লাথি ছুড়ল নাজমুল; ক্যানোপির ক্যানভাস ছিঁড়ে বাইরে পড়ে গেল ওটা। কিন্তু নাদিরের কপাল খারাপ, দুটো গরিলা একসঙ্গে হামলা চালিয়েছে ওর উপর, ট্রাকের মেঝেতে হুটোপুটি করতে করতে গুলি করল একটা গরিলা, সেটা লাগল সার্জেন্টের পেটে।

ব্যথায় চিৎকার করে উঠল নাদির।

এরপরই ঘটল অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা।

আহত নাদিরকে কাঁধে তুলে নিল একটা গরিলা, সঙ্গীসহ লাফ দিয়ে নেমে গেল চলন্ত ট্রাক থেকে... নাজমুল বা ওয়াকার বুঝে উঠে কিছু করবার আগেই!

ধুপধাপ করে র‍্যাম্পের উপর আছড়ে পড়ল দুই গরিলা, গড়ান দিয়ে চলে গেল কিছুদূর। এরপর নাদিরকে র‍্যাম্পে ফেলে রেখে উঠে দাঁড়াল প্রাণীদুটো, উঁচু করল হাতের এম-ফোর।

নাদিরকে ওরা ঝাঁঝরা করে দেবে বলে ভাবল নাজমুল, কিন্তু ধারণাটা ভুল প্রমাণিত হলো পরমুহূর্তে। আগ্নেয়াস্ত্রদুটোকে মুগুরের মত ব্যবহার করতে শুরু করল দুই গরিলা, ভারী বাটের আঘাতে নাদিরের দেহটাকে থেঁতলে দিচ্ছে। ওর কাতর আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠল বাতাস।

অসহায়ভাবে দৃশ্যটা দেখা ছাড়া কিছুই করার রইল না নাজমুল আর ওয়াকারের। ট্রাক প্রতি মুহূর্তে দূরে সরে যাচ্ছে নাদিরের কাছ থেকে, ওকে সাহায্য করবার উপায় নেই।

মৃতপ্রায় সার্জেন্ট দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে যাবার আগে ধাবমান বাহিনীর আরও কয়েকটা গরিলাকে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখল ওরা, প্রথমদুটোর মত এরাও এম-ফোর দিয়ে নাদিরকে মুগুরপেটা করছে। চোখের পলকে রোমশ জীবগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল দেহটা।

নৃশংস দৃশ্য! দম আটকে এল ট্রাকের পিছনে থাকা দুই কমাণ্ডোর।

তবে ব্যাপারটা নিয়ে মাতম করবার সময় পেল না ওরা, নাদিরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়েছে অল্প ক'টা গরিলা; বাকিগুলো আগের মতই ধাওয়া করে আসছে ওদেরকে। কাঁধের কাছে অস্ত্র তুলে মিছিলটার উপর ফায়ার করতে শুরু করল নাজমুল আর ওয়াকার।

কয়েক মিনিট পরই লাফ দিয়ে র‍্যাম্প থেকে ফ্লাইট ডেকে বেরিয়ে এল ট্রাক। অবিরাম ঝরতে থাকা বৃষ্টির ফোঁটা আঘাত করল উইণ্ডশিল্ডে, ঝাপসা করে

দিল সামনেটাকে। আলোও নেই খুব একটা, কালো মেঘে ঢাকা আকাশের কারণে শেষ বিকেলের সূর্য অদৃশ্য।

এখনও ট্রাকের ছাদে রয়ে গেছে চারটে গরিলা, বাহনটা ফ্লাইট ডেকে পৌঁছুতেই চূড়ান্ত হামলা চালাল তারা—সুশৃঙ্খলভাবে, একত্রে।

দোল খেয়ে দুপাশের দরজার রানিং বোর্ডে নেমে এল দুটো গরিলা, অন্যদুটো ধুপধাপ করে নামল বনেটের উপর উইণ্ডশিল্ডের দিকে মুখ করে। ক্রসফায়ারে ফেলতে চাইছে নিশাতকে।

চমকে উঠল নিশাত।

ড্রাইভ করতে হচ্ছে ওকে, হাত রাখতে হচ্ছে স্টিয়ারিঙে... মুক্ত থাকলেও কোনও লাভ হতো না। তিনদিক থেকে হামলা চালানো চারজন শত্রুকে কারও পক্ষেই ঘায়েল করা সম্ভব নয়।

চোয়াল শক্ত করে ফেলল ও।

পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল কী করতে হবে।

ট্রাকের পিছনে থাকা সঙ্গীদের উদ্দেশে রেডিওর ইউএইচএফ ব্যাণ্ডে চেঁচাল ও, 'অ্যাই! হাতের কাছে যা পাও, শক্ত করে ধরো তোমরা!'

কথা শেষ করে স্টিয়ারিং হুইলটা আচমকা ডানদিকে ঘোরাল ও—ইচ্ছে করেই ট্রাকটাকে চুলের কাঁটার মত তীক্ষ্ণ একটা বাঁক খাওয়াবার চেষ্টা করছে। এতবড় একটা বাহনের জন্য বাঁকটা এতই বেশি ও গতি এতই দ্রুত যে, চোখের পলকে বাম পাশের চাকাগুলো মাটিছাড়া হলো... পুরো আকৃতিটা কোনাকুনি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেল ডান পাশের চাকাগুলোর উপর।

মাত্র একটা মুহূর্ত যেন স্থির থাকলটা ট্রাকটা ওভাবে, তারপরেই মাধ্যাকর্ষণের টানে কাত হয়ে আছড়ে পড়ল ডানদিকে। ডানপাশের দরজা আঁকড়ে ঝুলতে থাকা গরিলাটা ভর্তা হয়ে গেছে, বনেটে থাকা প্রাণীদুটো প্রথমে আছাড় খেল টারমাকে, সরতে পারল না; পিছলাতে থাকা ট্রাকটা চড়াও হলো তাদের শরীরের উপরও।

উইণ্ডশিল্ডের কাঁচ ভেঙে গেছে ইতোমধ্যে, ক্যাবের ডানপাশ দুমড়ে গেছে, ঝাঁকি খেয়ে স্টিয়ারিং থেকে ছুটে গেছে নিশাতের হাত। ক্যাবের ভিতর পিংপং বলের মত বাড়ি খাচ্ছে ও। কোনোমতে চেসিসের গায়ে দু'পা ঠেকিয়ে সিধে হলো, মাথা তুলতেই দেখল—চার নম্বর গরিলাটা এখনও আস্ত এবং বহাল তবিয়তে আছে।

ট্রাকের বামদিকটা এখন উপরদিক হয়ে গেছে—সেখানে, দরজার উপর বসে আছে প্রাণীটা। ঘটনার আকস্মিকতায় একটু হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু নিশাত উপরে তাকাতেই সচকিত হয়ে উঠল। জানালার ফোকর দিয়ে এম-ফোর

তাক করল ওর দিকে।

তবে নিশাত ওটার চেয়ে ফাস্ট। ঝট্ করে কাঁধে ঝোলানো এম-সেভেনটা উঁচু করল ও, নির্দ্বিধায় চালাল ব্রাশফায়ার। ভারী বুলেটের আঘাতে কামানের গোলার মত ছিটকে গেল গরিলা, আর্তনাদ করে টারমাকের উপর আছড়ে পড়ল।

গতির কারণে ট্রাকটা পিছলে চলে গেল আরও বেশ কিছুদূর। শেষে একটা ল্যাণ্ড করা নিঃসঙ্গ সুপার স্ট্যালিয়ন কপ্টারের গায়ে ধাক্কা খেয়ে থামল।

ভাঙা জানালা গলে বেরিয়ে এল নিশাত, ছুটে গেল ট্রাকের পিছনে।

'তোমরা ঠিক আছ?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল ও।

জবাব না দিয়ে কাতরে উঠল নাজমুল আর ওয়াকার। কাত হয়ে পড়ে আছে ওরা, শরীর কেটে-ছড়ে গেছে... রক্তাক্ত দুজনেই।

'কী হলো? খুব বেশি লেগেছে?'

'মরে গেছি, আম্মু...' গুঙিয়ে উঠল নাজমুল।

'মার খাবে কিন্তু!' চোখ রাঙাল নিশাত। 'বেরিয়ে এসো বলছি! নাদির কোথায়...'

বলতে বলতে থেমে গেল ও। চোখ আটকে গেছে র‍্যাম্পের দিকে।

পিছনের গরিলা দলটা বেরিয়ে এসেছে ফ্লাইট ডেকে! প্রায় শ'খানেক হিংস্র পশু, বৃষ্টি ভেদ করে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। এখন আর তাড়াহুড়ো করছে না, এগোচ্ছে ধীর-স্থির পদক্ষেপে। জানে, শিকারকে বাগে পাওয়া গেছে। পালাবার উপায় নেই ওদের।

ঢোঁক গিলল নিশাত।

তেরো

নড়ল না নিশাত, হাঁটু গেড়ে বসে রইল। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে। নিজেদের অসহায় অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝতে পারছে।

হামাগুড়ি দিয়ে ওর পাশে এসে থামল নাজমুল আর ওয়াকার। র‍্যাম্পের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল ওদের।

'জিযাস!' বলল ওয়াকার। 'এবার আমরা শেষ!'

ওর কথাটার সমর্থনেই যেন হুঙ্কার ছাড়ল গরিলারা, হাতের এমপি-ফোর তুলে ধরল পড়ে থাকা তিন কমাণ্ডোর দিকে। এখুনি গুলি করবে।

ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল নিশাত।

গুলিবর্ষণের ভারী শব্দ কানে ভেসে এল ওর। কিন্তু বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল, শরীরে কোনও ব্যথা অনুভব করছে না। পরমুহূর্তে সচকিত হলো। গুলির শব্দটা অন্যরকম।

আওয়াজটা অনেক জোরালো, অনেক বেশি ভারী—এমপি- ফোরের শব্দ এমন হয় না। অ্যাসল্ট রাইফেলের চেয়ে কয়েকগুণ শক্তিশালী অস্ত্রের শব্দ এটা।

চোখ খুলে ফেলল নিশাত।

উল্টে থাকা ট্রাকের পিছনে থাকায় পোর্ট সাইডের এলিভেটরটাকে উঠে আসতে দেখেনি ওরা। ওটা এখন ফ্লাইট ডেকের লেভেলে। ট্রাকের কিনার থেকে উঁকি দিতেই ওটার উপরে রাজসিক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল একটা এফ-১৪ টমক্যাট ফাইটারকে।

চোখদুটো বড় বড় হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের—ককপিটে বসে থাকা দুই আরোহীকে চিনতে পেরে।

মেজর মাসুদ রানা আর লেফটেন্যান্ট গোলাম মোরশেদ!

পাইলটের সিটে বসেছে রানা, কন্ট্রোল স্টিক আঁকড়ে ধরে চেপে রেখেছে ট্রিগার, গুলি করছে ফাইটারের তলায় বসানো ২৩ মিলিমিটার ক্যালিবারের হেভি মেশিনগান দিয়ে।

গুঞ্জন তুলে উল্টানো ট্রাকের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ট্রেসার রাউণ্ড... চোখ ধাঁধানো আলো নিয়ে আঘাত করছে গরিলা বাহিনীকে, কলাগাছ কাটার ভঙ্গিতে স্রেফ শুইয়ে দিচ্ছে আগ্রাসী পশুগুলোকে।

প্রথম ধাক্কাতেই সামনের তিন সারি গরিলা খতম হয়ে গেল। বাকিরা ছড়িয়ে পড়ল দুপাশে, উন্মত্তের মত ছোটাছুটি করছে, ভয়ে নয়, কাভারের খোঁজে।

'আপা!' রেডিওতে ডাকল রানা। 'সরে যাও এখান থেকে। ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখছি আমরা।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন নিশাত; নাজমুল আর ওয়াকারকেও সাহায্য করল দাঁড়াতে। রেডিওতে জানতে চাইল, 'কোথায় যাব?'

'স্টার্নের দিকে যাও,' বলল রানা। '*ক্যাসপার'স্ ডোর*-এর কাছে পৌঁছুতে হবে তোমাদেরকে। কুইক! আমরা পরে আসছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ছুটতে শুরু করল নিশাত, নাজমুল আর ওয়াকার। শিপের পিছনের প্রান্তে পৌঁছে গেল ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই। গতি কমাল না, কিনারায় পৌঁছে ঝাঁপ দিল ওরা!

ঠিক নীচেই একটা সেফটি নেট আছে—জানা আছে ওদের। ওটায় গিয়ে

পড়ল তিনজনে। পাশে, শিপের গায়ে একটা হ্যাচ দেখতে পেয়ে খুলে ফেলল ওটা, ঢুকে পড়ল ভিতরে।

'শিপে ঢুকেছি!' রিপোর্ট দিল নিশাত।

'গুড,' বলল রানা। ট্রিগারের উপর থেকে চাপ না কমিয়ে ঘাড় ফেরাল। মোরশেদকে বলল, 'এবার আমাদের পালা।'

সামনের দিকে ইঙ্গিত করল মোরশেদ। 'ওখানে এখনও অন্তত আশিটা গরিলা রয়ে গেছে, মাসুদ ভাই।'

'জানি। দৌড় প্রতিযোগিতায় হারাতে হবে ওদের, পারবে না?'

'কী জানি,' নিরীহ ভঙ্গিতে বলল মোরশেদ। 'আগে কোনোদিন গরিলার সঙ্গে রেস দিইনি।'

হেসে ফেলল রানা। মুখ খুলে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ভয়ানকভাবে দুলে উঠল টমক্যাট।

বাইরে তাকিয়েই চমকে উঠল রানা। গরিলা-বাহিনীর মূল দলটা এসে পড়েছে। শিপের পাশ বেয়ে এলিভেটর প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়েছে খুনে পশুগুলো। ঝাঁপিয়ে পড়েছে ফাইটারের উপর, গা বেয়ে উঠে আসছে ককপিটের দিকে।

'দুশ্‌শালা!' গাল দিয়ে উঠল ও। তাড়াতাড়ি বোতাম চেপে বন্ধ করে দিল ক্যানোপিটা।

আর এক মুহূর্ত দেরি করলেই মরতে হতো ওকে। ফাইটারের ডানায় উঠে ফায়ার ওপেন করেছে কয়েকটা গরিলা। ক্যানোপিতে আঁচড় কেটে ছিটকে গেল বুলেট—জিনিসটা রিইনফোর্সড্ লেক্সান গ্লাসে তৈরি, হাই ভেলোসিটির এয়ার-টু-এয়ার ট্রেসার রাউণ্ড ঠেকাতে পারে... অত্যন্ত শক্ত। স্মল-আর্মস্ এর সামনে কিছুই নয়, কাছ থেকে গুলি করেও ক্যানোপিটা ভেদ করতে পারল না গরিলারা।

তবে হাল ছাড়তে রাজি নয় অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান প্রাণীগুলো। দৌড়ে ওদের লিডার গিয়ে উঠল টমক্যাটের সামনে থাকা টোয়িং ভেহিকলটাতে, ইঞ্জিন স্টার্ট দিল।

'ওহ্ নো!' নিঃশ্বাস আটকে বলল মোরশেদ। 'করছে কী ওরা!'

জবাবটা পাওয়া গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই।

ভারী একটা চেইন লাগানো আছে টোয়িং ভেহিকল আর টমক্যাটের মাঝখানে। টান টান হতে শুরু করল ওটা, ভারী বাহনটা ফাইটারকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে...

এলিভেটরের কিনারের দিকে!

'মাসুদ ভাই!' চেঁচিয়ে উঠল মোরশেদ। 'ওরা আমাদের পানিতে ফেলে

দিতে চাইছে!'

ঠোঁট কামড়াল রানা, সত্যিই তাই ঘটতে চলেছে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে শিপসাইডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে টমক্যাট, ওখান থেকে সাগর নব্বুই ফুট নীচে।

হঠাৎ করে ফাইটারের শরীর থেকে লাফিয়ে নেমে যেতে দেখা গেল সবক'টা গরিলাকে। কী ঘটতে চলেছে, তা জানে ওরা। ফাইটারের সঙ্গে তাই নিজেরা পড়তে চাইছে না।

ঢোক গিলল মোরশেদ। বলল, 'মাসুদ ভাই, কী-ক্বীভাবে বাঁচা যায় এ-থেকে? কোনও আইডিয়া...'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'বাকল্ আপ্!'

টান দিয়ে সিটবেল্ট বাঁধতে শুরু করল ও।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর কাজ দেখল মোরশেদ। তারপর বুঝতে পারল মতলবটা। 'ইয়াল্লা! আপনি সিরিয়াস?'

'সিরিয়াস কি না, সেটা এখুনি টের পাবে। হারি আপ, সিটবেল্ট বাঁধো!'

মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মোরশেদ।

একটু পরেই শিপের কিনারে পৌঁছে গেল টোয়িং ভেহিকল, পড়ে গেল নীচে; তার আগেই ড্রাইভ করতে থাকা গরিলাটা লাফ দিয়ে নেমে গেছে।

ভয়ানক একটা ঝাঁকি খেল টমক্যাট—সামনের দিকটা বেরিয়ে গেল টোয়িং ভেহিকলের টানে, পেটটা বাড়ি খেল ডেকের সঙ্গে। নাক গোঁজার ভঙ্গিতে একটু একটু করে এগোচ্ছে সামনে। ল্যাণ্ডিং গিয়ারের সঙ্গে বাঁধা ভারী বাহনটা ঝুলছে শূন্যে, পিছলে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গোটা ফাইটারটাকে।

ওটার গদাইলস্করি চালে পিছলানোটা পছন্দ হলো না গরিলা-বাহিনীর, পিছন থেকে বিমানটাকে ঠেলতে শুরু করল তারা। ডেকের গায়ে টমক্যাটের শরীর ঘষা খাওয়ার বিশ্রী আওয়াজ হলো, রানা আর মোরশেদকে নিয়ে পড়ে গেল ওটা এয়ারক্র্যাফট-ক্যারিয়ারের উপর থেকে!

চোদ্দো

পড়ে যাচ্ছে এফ-১৪ টমক্যাট প্রবল বেগে।

হঠাৎ ক্যানোপিটা উড়ে গেল, তার পিছু পিছু কামানের গোলার মত ককপিট থেকে ছিটকে বেরুল দুটো ইজেকশন সিট, উড়ে গেল আকাশের দিকে। নীচে

ফাইটারটা আছড়ে পড়ল সাগরের বুকে—একরাশ পানি ছিটকাল।

ফিউজলাজের ভিতরে আটকা পড়া বাতাসের কারণে কয়েক মুহূর্ত ভেসে রইল বিমানটা, তবে তারপরই ওজনের কাছে হার মানল। চারপাশে বুদবুদ তুলে তলিয়ে গেল পানিতে।

ইজেকশন সিটে বসা রানা আর মোরশেদ তখন ক্যারিয়ারের উপরে—আকাশে। নির্ধারিত উচ্চতায় পৌঁছে আবার পড়তে শুরু করল সিটদুটো। ফ্লাইট-সিট থেকে নিজেদের মুক্ত করল ওরা, তারপর সিটবেল্টে বাঁধা কর্ড টেনে প্যারাশুট খুলল।

বাতাসে ভর করে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল দুই কমাণ্ডো, তাকাল ডেকের দিকে। আফট-রানওয়ের উপর জটলা পাকিয়ে থাকা গরিলা-বাহিনীকে দেখাল পিঁপড়ের পালের মত। উপর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সবক'টা প্রাণী—মানুষদুটোর আকস্মিক কৌশল দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে।

ঘোর কাটতে দেরি হলো না। কাঁধের কাছে অ্যাসল্ট রাইফেল তুলে নামতে থাকা দুই প্যারাশুট লক্ষ্য করে গুলি করতে শুরু করল গরিলারা।

রানার কানের কাছে গুঞ্জন তুলে বেরিয়ে গেল কয়েকটা বুলেট। প্রমাদ গুনল ও, প্যারাশুট ছিঁড়লে সর্বনাশ!

'এবার কী, মাসুদ ভাই?' ইউএইচএফ রেডিওতে জানতে চাইল মোরশেদ।

ক্যারিয়ারের ফ্লাইট ডেকের উপর দ্রুত চোখ বোলাল রানা। মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটা *সিএইচ-৫৩ সুপার স্ট্যালিয়ন* হেলিকপ্টারের উপর নজর আটকে গেল ওর।

'ওদের সঙ্গে হিসেবটা একটু বরাবর করা দরকার,' বলল রানা। 'ফলো মি।'

গ্লাইডিং অ্যাঙ্গেল ঠিক করে নিল ও, ল্যাণ্ডিঙের জন্য বেছে নিল ক্যারিয়ারের মিড-সেকশনটাকে। নামতে শুরু করল ওদিকে।

ফ্লাইট ডেকে পা ঠেকতেই একটা ডিগবাজি খেল রানা, সেই ফাঁকে আলগা করে দিল প্যারাশুটের ক্ল্যাম্প। ওর পিছু পিছু নামল মোরশেদও, ক্যাটাপুল্ট লঞ্চ-কণ্ট্রোলের কাছাকাছি।

গরিলাদের হুঙ্কার ভেসে এল কানে। ওদেরকে নামতে দেখে ছুটে আসছে হামলা চালাতে।

'ওখানেই থাকো,' মোরশেদকে নির্দেশ দিল রানা, তারপর ছুটতে শুরু করল বিশাল সুপার-স্ট্যালিয়নের দিকে।

তুমুল বৃষ্টির মাঝখানে দলনেতাকে হেলিকপ্টারের সামনে কিছু একটা

করতে দেখল মোরশেদ, তবে সেটা কী—তা বুঝতে পারল না। একটু পরেই রানাকে আবার সিধে হতে দেখল ও, ছুটে গিয়ে কপ্টারের ডানদিকের ফরোয়ার্ড ডোর খুলে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

রানা ঢুকে যেতেই হেলিকপ্টারের কাছে পৌঁছে গেল গরিলার দল। বন্ধ দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা, কিন্তু খুলতে পারল না। ভিতর থেকে তালা আটকে দিয়েছে রানা। ঢুকতে না পেরে কপ্টারটাকে ঘিরে ফেলল গরিলারা, উন্মত্তের মত আঘাত করতে থাকল ফিউজলাজের গায়ে।

ককপিটে ঢুকল রানা, ওটার দরজাটাও আটকে দিল ভিতর থেকে। তারপর বসল পাইলটের সিটে। কণ্ট্রোল প্যানেল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও।

দূরে, অন-ডেক লঞ্চ কন্ট্রোলের পিছনে কাভার নিয়েছে মোরশেদ। প্রতি মুহূর্তে বিস্ময় বাড়ছে ওর।

বুঝতে পারছে না, মাসুদ ভাই কী করতে চলেছে।

ওকে বিভ্রান্ত করে দিয়ে পরমুহূর্তে আরেকটা ঘটনা ঘটল।

ধীরে ধীরে সুপার স্ট্যালিয়নের রিয়ার লোডিং র‍্যাম্প খুলে গেল।

যা ঘটবার, তা-ই ঘটল এর ফলে। গরিলারা ছুটে গেল কপ্টারের পিছনে, খোলা র‍্যাম্প ধরে অন্তত পঞ্চাশটা খুনে প্রাণী ঢুকে পড়ল সুপার স্ট্যালিয়নে—রানার রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

চোয়াল ঝুলে পড়ল মোরশেদের। মেজরের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? নাকি আত্মহত্যার শখ জেগেছে তাঁর মনে? কী মনে করে তিনি গরিলাগুলোকে কপ্টারের ভিতরে ঢোকালেন?

ওর চিন্তায় ছেদ ঘটাল রেডিও-র খড় খড় শব্দ। রানার কণ্ঠ ভেসে এল ইয়ারপিসে।

'মোরশেদ! ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। তারপরই চলে যেয়ো ক্যাসপারস্ ডোরের কাছে। নিশাতের সঙ্গে রি-গ্রুপ হবে, ঠিক আছে? আমার জন্য অপেক্ষা কোরো না।'

'আপনি যাবেন না?'

'আমার ব্যাপারে চিন্তা কোরো না। জাস্ট অর্ডার ফলো করো, ক্লিয়ার?'

'ইয়েস, সার!' বাধ্য সৈনিকের মত জবাব দিল মোরশেদ। 'ছোট্ট কাজটা কী?'

'খুব সিম্পল। এক নম্বর ক্যাটাপুল্টটা ইনিশিয়েট করো।'

'কী!' চমকে উঠল মোরশেদ।

'কথা বাড়িয়ো না। যা বলছি, করো!'

মোরশেদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে ধীরে ধীরে আবার বন্ধ হয়ে গেল

কপ্টারের লোডিং র‍্যাম্প। খুনে গরিলাগুলো ভিতরে আটকা পড়ে গেল... সেই সঙ্গে রানাও!

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে সুপার স্ট্যালিয়নের সামনের দিকে তাকাল তরুণ লেফটেন্যান্ট, এতক্ষণে পরিষ্কার দেখতে পেল—রানা কী করেছে ওখানটায়। ক্যাটাপুল্ট লঞ্চের চেইনটা আটকে দিয়েছে ও কপ্টারের সামনে। জিনিসটা আসলে একটা গুলতির মত—শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে চেইনটা দিয়ে হ্যাঁচকা টান দেয়া হয় ক্যারিয়ারের ফাইটারগুলোকে... ছোট্ট রানওয়েতে অল্প সময়ে টেকঅফ করবার মত স্পিডে পৌঁছার জন্য। তবে এ-জিনিস হেলিকপ্টারের জন্য নয়।

'মাসুদ ভাই, আপনি কি শিয়োর...'

'বাবা মোরশেদ, জলদি করবে?' ভর্ৎসনার সুরে বলল রানা। 'ওরা ককপিটের দরজাটা ভেঙে ফেলছে।'

'সরি, সার,' বলে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল তরুণ লেফটেন্যান্ট। অন-ডেক কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে উঠে দাঁড়াল ও। খুঁজে বের করল নির্দিষ্ট বোতামটা, তারপর আল্লাহ-খোদার নাম নিয়ে টিপে দিল।

দেখার মত একটা দৃশ্য ঘটল সঙ্গে সঙ্গে।

শক্তিশালী ক্যাটাপুল্ট গুলতির মত হ্যাঁচকা টান দিয়ে সুপার স্ট্যালিয়নকে ছুঁড়ে দিল রানওয়ে ধরে। চোখের পলকে একশো ষাট কিলোমিটার গতি উঠে গেল যান্ত্রিক ফড়িংটার... এই গতিতে আজ পর্যন্ত কোনও হেলিকপ্টার চাকায় ভর করে ছোটেনি।

ফলও মিলল তেমনি।

নব্বুই ফুট যেতেই প্রবল গতি সইতে পারল না চাকাগুলো, শুকনো পাটকাঠির মত মটমট করে ভেঙে গেল। পেটের উপর আছড়ে পড়ল কপ্টার, তবে থামল না, ঘষটাতে ঘষটাতে ছুটে গেল সামনে। ফ্লাইট ডেকের সঙ্গে ফিউজলাজের সংঘর্ষে ফুলকির ঝড় উঠল, ধাতব, তীক্ষ্ন ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে ভরে গেল আকাশ-বাতাস।

ওই অবস্থাতেই নিমিৎজের বো অতিক্রম করল সুপার স্ট্যালিয়ন। রানওয়ে ছেড়ে চলে গেল শূন্যে... রোটর-ফোটর কিচ্ছু ঘুরছে না, ওটা স্রেফ একটা লোহার তাল। গতির কারণে দেড়শো ফুটের মত সাগরপিঠের সমান্তরালে গেল ওটা, তারপর খসে পড়ল নীচে।

বিশাল হেলিকপ্টারটা পানিতে আছড়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ককপিটের জানালা গলে লাফ দিল রানা। ফিউজলাজে পা ঠেকিয়ে লাফের দূরত্ব বাড়িয়ে নিল, তাই কপ্টারটার সঙ্গে প্রায় একই সময়ে পানিতে পড়া সত্ত্বেও আহত হলো না ও।

একরাশ পানি ছিটিয়ে সাগরের বুকে আঘাত করল সুপার স্ট্যালিয়ন—দূর থেকে মনে হলো যেন একটা ঝর্ণা সৃষ্টি হয়েছে জায়গাটাতে। কিছুক্ষণের জন্য ভেসে রইল আকাশযানটা, তবে দ্রুতবেগে পানি ঢুকতে শুরু করেছে, তলিয়ে যাবে একটু পরেই।

ভিতরে আটকা পড়া গরিলাগুলো চেঁচাতে শুরু করল... নিজেদের নিয়তি বুঝতে পেরেছে। বাল্কহেডে কিলঘুসি মারল ওরা উন্মাদের মত, তবে তাতে লাভ হলো না কোনও।

মাত্র দশ সেকেণ্ড ভাসল বিশাল সুপার স্ট্যালিয়ন, তারপরেই খুনে আরোহীদের নিয়ে তলিয়ে গেল সাগরের লোনা পানিতে।

কপ্টারের ছড়ানো পানির ধাক্কায় বেশ কিছুদূর চলে গিয়েছিল রানা, ওখান থেকে নির্বিকার ভঙ্গিতে দেখল দৃশ্যটা। জিনিসটা পুরোপুরি ডোবা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর সাঁতার কাটতে শুরু করল—নিমিৎজের বো'র দিকে যাচ্ছে।

শিপের দশ গজের ভিতর পৌঁছে থামল রানা। বুকে ঝোলানো কমব্যাট ওয়েবিং থেকে একটা পনি-বটল্ বের করল। জিনিসটা একটা কম্প্যাক্ট স্কুবা ট্যাঙ্ক—মাউথপিস ফিট করা আছে। দাঁত দিয়ে মাউথপিসটা কামড়ে ধরল ও, শ্বাস নিতে শুরু করল মুখ দিয়ে; তারপর ডুব দিল পানিতে।

মিনিটখানেকের মধ্যেই এয়ারক্র্যাফট-ক্যারিয়ারের একটা স্বল্প পরিচিত এণ্ট্রান্সের কাছে পৌঁছে গেল রানা। ওয়াটারলাইন থেকে পঞ্চাশ ফুট তলায় ওটা—একটা সাবমেরিন ডকিং ডোর।

লং-রেঞ্জ রিকনাইস্যান্স ট্রুপদের তুলে নেবার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে ওটা—যাতে ওরা ছোট সাবমারসিবল নিয়ে সবার অলক্ষে ক্যারিয়ারের তলায় পৌঁছুতে পারে, চুপিসারে উঠে যেতে পারে শিপে। শুরুতে এটাকে *স্পুক'স্ ডোর* বলত মেরিনরা, পরে স্পুক থেকে হয়ে যায় গোস্ট... আর শেষে গোস্ট থেকে ক্যাসপার—কার্টুনের সেই হাসিখুশি বন্ধুত্বপূর্ণ ভূতের নামে।

এটাই *ক্যাসপার'স্ ডোর।*

ধাতব দরজাটার গায়ে মোর্স কোডে টোকা দিল রানা। 'ও আপা, তুমি আছ ওখানে?'

খানিকক্ষণ কোনও জবাব পাওয়া গেল না। উদ্বেগে ভুগতে শুরু করল ও—ওরা কোনও বিপদে পড়ল না তো! আবার টোকা দিতে গেল, কিন্তু হঠাৎ কানে বাজল মৃদু শব্দ। ওপাশ থেকে পাল্টা সঙ্কেত ভেসে আসছে।

'আছি, সার।'

পনেরো

বিকেল পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

ক্যাসপার'স্ ডোরের ওপাশে এয়ারলকের ভিতরে মেঝের উপর গোল হয়ে চুপচাপ বসে আছে কমাণ্ডোরা। অদ্ভুত একটা নিস্তব্ধ পরিবেশ বিরাজ করছে। আলাপচারিতা যেমন নেই, ঠিক তেমনি নেই বাইরের কোনও শব্দ। জায়গাটা এয়ারক্র্যাফট-ক্যারিয়ারের একেবারে পেটের ভিতর।

মাত্র পাঁচজন টিকে আছে ওরা।

রানা, নিশাত, মোরশেদ, নাজমুল আর ওয়াকার।

অন্যদের চেয়ে একটু বেশি গম্ভীর হয়ে আছে রানা। মাথা নিচু করে রেখেছে দু'হাঁটুর মাঝখানে, চিন্তা করছে কী যেন। সারা শরীর ভিজে চুপসে আছে, কিন্তু মোছামুছির ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী মনে হচ্ছে না ওকে।

'কী করব আমরা এখন?' হঠাৎ বলে উঠল ওয়াকার। 'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মহাসাগরের মাঝখানে... একটা অজ্ঞাত দ্বীপে আটকা পড়েছি আমরা। সাহায্য পাবার উপায় নেই। ওই... ওই জানোয়ারগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাদেরকে শিকার করবে বলে। বাঁচবার তো কোনও উপায়ই দেখছি না, মেজর!'

নাজমুল মাথা ঝাঁকাল। 'সংখ্যায় খুব বেশি ওরা। দ্রুত একটা প্ল্যান খাড়া করতে না পারলে ওদেরকে হারানো সম্ভব নয়। এ-মুহূর্তে পরিস্থিতি ওদের সম্পূর্ণ অনুকূলে।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল নিশাত—ও এখনও মাথা নিচু করে বসে আছে, কথা বলছে না।

অন্যরাও দলনেতার দিকে তাকাল, ওর মতামত জানতে চাইছে। কিন্তু রানা চুপ করে রইল।

ওর এই নীরবতার ভুল অর্থ করল ওয়াকার। বিদ্রূপের সুরে বলল, 'বাহ্, বাহ্! আমাদের লিডারের দেখছি ভয়ে জবান বন্ধ হয়ে গেছে! হা যিশু, মেজর সেগানের টিমে যদি থাকতাম আজ...'

'থামো!' ধমকে উঠল নিশাত। 'মেজর রানার ব্যাপারে আর যদি একটা বাজে কথা বলো, তা হলে তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে নেব আমি! কী জানো তুমি ওঁর সম্পর্কে? কিচ্ছু না... বুঝলে? কিচ্ছু না। বিপদ মোকাবেলায় ওঁর মত ঠাণ্ডা মাথা আর কারও নেই। মেজর সেগান... হাহ্! মেজর রানার নখেরও যোগ্য নয়

ও। এর চেয়ে বহু বহু গুণ বড় বিপদ সামলে এসেছে আমাদের মেজর মাসুদ রানা; তোমার ওই মেজর সেগান ক'টা সত্যিকার সিচুয়েশন হ্যাণ্ডেল করেছে?'

রেগেমেগে পাল্টা জবাব দিতে যাচ্ছিল ওয়াকার, কিন্তু নাজমুল বাধা দিল তাকে। বলল; 'শান্ত হও, ওয়াকার। ক্যাপ্টেন ভুল বলেননি। ফ্লাইট ডেকে মেজর রানার কীর্তি দেখতে পাওনি ঠিকমত, তাই বুঝতে পারছ না ব্যাপারটা। টমক্যাট দিয়ে অন্তত চল্লিশটা গরিলাকে খতম করেছেন উনি, হেলিকপ্টারে ভরে সাগরে ফেলে দিয়েছেন আরও পঞ্চাশটাকে। চিন্তা করো! মেজর একাই প্রায় নব্বুইটা গরিলাকে খতম করে দিয়েছেন, আমরা বাকিরা কী-ই বা করেছি! এরপর ওঁকে ছোট করে দেখা কি ঠিক?'

'কিন্তু মেজর সেগান...' গোঁয়ারের মত বলল ওয়াকার।

'তিনিও ভাল সৈনিক,' বলল নাজমুল। 'তাঁর কৃতিত্বও অস্বীকার করা উচিত হবে না। আফটার অল, আর-সেভেনের মত একটা এক্সারসাইজে সব্বক'টা টিমকে হারিয়েছিলেন তিনি!'

একটু থম মেরে গেল ওয়াকার। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'তোমাদেরকে হারানো যায়নি ওই এক্সারসাইজে। এই ব্যাপারটা আমাদের টিমের সবার কাছে ঘোলাটে। শেষ আটচল্লিশ ঘণ্টা কীভাবে তোমরা আত্মরক্ষা করলে? কেন তোমাদের আমরা ঘায়েল করতে পারলাম না?'

মুচকি হাসল নিশাত। ইশারায় দেখাল দলনেতাকে। বলল, 'ওটা সম্পূর্ণ মেজর রানার কৃতিত্ব। আমাদের কারও কোনও হাত ছিল না।'

'মানে!'

'তোমাদের লিডারের কাজকর্মের একটা প্যাটার্ন ধরে ফেলেছিলেন উনি। প্যাটার্নটা জানা থাকায় তোমাদের প্রতিটা চাল আমরা আন্দাজ করতে পারছিলাম আগে থেকেই। আর্মস-অ্যামিউনিশন, লোকবল... সবই বেশি ছিল তোমাদের; কিন্তু আমরা যেহেতু বুঝতে পারছিলাম, কীভাবে হামলা চালাবে তোমরা, তাই ওসব অ্যাডভান্টেজ থাকার পরও সুবিধে করতে পারোনি। আমরা অতি সহজেই মোকাবেলা করতে পেরেছি তোমাদেরকে, ইচ্ছেমত উল্টো ফাঁদ পেতে রেখেছি।'

'কীসের প্যাটার্ন?' ওয়াকার কিছু বুঝতে পারছে না।

'উনি বুঝতে পেরেছিলেন, সেগান সবসময় একটা নির্দিষ্ট ছকে হামলা চালায়। ছোট একটা সাব-টিম পাঠায় সে টার্গেটের কাছে... তারা বিপক্ষকে খেদিয়ে নিয়ে আসে ওঁৎ পেতে থাকা মূল টিমটার কাছে। ইউ সি... ওটাই মাসুদ রানার সবচেয়ে বড় প্রতিভা। উনি প্যাটার্ন ধরতে পারেন... শত্রুপক্ষের প্যাটার্ন! তাদের গোল, প্ল্যান, ট্যাকটিক্স, স্ট্র্যাটেজি... এসব বিশ্লেষণ করে

পাল্টা-আঘাত হানেন। আর কিছু নয়, তোমরা ওই কৌশলের কাছেই হার মেনেছ।'

বিতৃষ্ণায় গরগর করে উঠল ওয়াকার। বুঝতে পারছে, একবিন্দু ভুল বলেনি ওদের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড।

হেসে রানার দিকে তাকাল নিশাত, পরমুহূর্তে ভুরু কুঁচকে ফেলল।

মাথা তুলে বসেছে রানা, চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। হাবভাবে স্পষ্ট উত্তেজনার ছাপ।

'কী ব্যাপার, সার?' জিজ্ঞেস করল নিশাত। 'কী হয়েছে?'

রানার মাথার ভিতর যেন দপ্ করে হাজার পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলে উঠেছে। অন্ধকার দূর হয়ে গেছে তাতে, সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পারছে এখন।

'মেজর সেগান...' রুদ্ধশ্বাসে বলল ও।

'হ্যাঁ, কী হয়েছে তার?'

'ও... ভেবে দেখলাম, ও এখানেই আছে। এই মুহূর্তে। সেগানই এই গরিলাগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে!'

ষোলো

উত্তেজিত ভঙ্গিতে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল রানা।

'ভেবে দেখো, ইনডোর ব্যাটলফিল্ডের উপর ওই অবজার্ভেশন টাওয়ারে ছিলাম আমরা। সিলিং ধরে ছোট একটা টিম এল... হামলা করল... আমাদেরকে বাধ্য করল ফরোয়ার্ড হ্যাঙার বে'তে যেতে! ওখানে ওদের মূল দলটা অপেক্ষা করছিল।

'তারপর আবার আফট হ্যাঙারে... আমাদেরকে স্টারবোর্ড সাইডের এলিভেটরে যেতে প্ররোচিত করল ওরা; কাছাকাছি যেতেই ওটা তুলে ফেলল উপরে। আসলে সময় নষ্ট করছিল, পুরো বাহিনীটাকে হ্যাঙারে ঢোকার সুযোগ করে দিচ্ছিল, যাতে পরে আমরা পালাতে চাইলে ওগুলোর মুখোমুখি হতে বাধ্য হই। সারাক্ষণই বড় বাহিনীটার দিকে আমাদেরকে খেদিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে ওরা। এটা... এটা সেগানের ট্যাকটিক্স!'

'কিন্তু ও এখানে আসবে কোত্থেকে?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল নিশাত।

'অসম্ভব নয়,' বলে উঠল নাজমুল। তাকাল ওয়াকারের দিকে। 'তোমাদের

ইউনিটকে ভেঙে দেয়া হয়েছে, তাই না? মেজর সেগান একটা স্পেশাল প্রজেক্টে কাজ করতে গেছে, রাইট? আমার তো মনে হয় এটাতেই!'

'কিন্তু ওই বিজ্ঞানী... জ্যাকারি তো বলল এক্সারসাইজটা ভণ্ডুল হয়ে গেছে,' বলল ওয়াকার। 'মেজর সেগান যদি এখানে এসেই থাকে, এখন সে মারা পড়েছে নিশ্চয়ই?'

'ওই লোকটার কথা বিশ্বাস করবার কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না আমি,' রানা বলল। 'শুরু থেকেই ওর আচরণ সন্দেহজনক ঠেকেছে আমার কাছে। বলছিল ভয় পাচ্ছে, অথচ কী সুন্দর সবকিছু গুছিয়ে ব্যাখ্যা করল আমাদের কাছে... খেয়াল করেছ? ভয়-টয় আসলে কিছুই পায়নি, আসলে অভিনয় করছিল। পরে কী করল? গরিলারা হামলা করতেই আমাদেরকে আফট হ্যাঙারে রেখে কেটে পড়ল! বিপদে পড়ে থাকলে আমাদের সঙ্গেই থাকত, পালাত না। আমার তো মনে হয়, আসলে আমাদেরকে ব্রিফ করতে এসেছিল সে; কাজ শেষ করে তাই সরে পড়েছে।'

'মানে কী এর?' বোকা বোকা কণ্ঠে বলল মোরশেদ।

'মানেটা খুব পরিষ্কার,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'ডেথ-আইল্যাণ্ডের এক্সারসাইজটা মোটেই ভণ্ডুল হয়নি। এখনও চলছে ওটা... আমরা ওটার সক্রিয় অংশ!'

নীরবতা নেমে এল সবার মাঝে।

খানিক পরে মুখ খুলল ওয়াকার। 'ঠিক আছে, ধরে নিলাম আপনার কথাই ঠিক। তা হলে মেজর সেগান এখন কোথায় আছে?'

'শিপেই?' অনুমান করল নাজমুল।

'আমার তা মনে হয় না,' নিশাতের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা। 'পাওয়ার ড্রেইনটার কথা মনে আছে?'

মাথা ঝাঁকাল নিশাত। 'ঠিক বলেছেন, সার।'

'কীসের কথা বলছেন আপনারা?' জানতে চাইল মোরশেদ।

'ব্রিজের প্যানেলে লক্ষ করেছি আমরা, শিপের জেনারেটর থেকে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করা হচ্ছে দ্বীপের মধ্যে,' বলল রানা। 'সেগান, আর ওর সঙ্গে যারাই থাকুক না কেন, ডেথ আইল্যাণ্ডে ঘাঁটি গেড়েছে। পাওয়ারটা ওরাই ব্যবহার করছে।'

'যদি তা-ই হবে, ডেল্টা টিমটা ওদের খোঁজ পেয়ে যেত না?'

'ওরাও সেগানেরই দলের লোক বলে মনে হচ্ছে আমার। ল্যাণ্ড করার পর থেকে আর খোঁজ নেই ওদের, খেয়াল করেছ? আমরা বাকি তিনটা টিম এভাবে বিপদে পড়লাম... কই, ওরা তো সাহায্য করতে এল না!'

'তা হলে কেন এসেছে ওরা?'

'সেটাই বের করতে হবে আমাদেরকে।' চেহারা কঠিন হয়ে উঠল রানার। 'ওদের সঙ্গেও হিসেব-নিকেশ বরাবর করা দরকার। এক্সারসাইজের নামে এভাবে মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে... সেটা আমরা মেনে নিতে পারি না। আর কারণটা যদি মহৎ কিছু হতো, তা-ও এক কথা হতো—ওরা মার্কিন বাহিনীকে অপরাজেয় বানাতে যাচ্ছে, দুর্বল দেশগুলোকে গোলাম বানাবার জন্য!'

'কী করতে চান, স্যার?' জিজ্ঞেস করল নিশাত।

নিষ্ঠুর একটা হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'ওদের পরিচয় যখন আমরা জেনে গেছি, তখন আর শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা, আর চুপ করে বসে থাকার মানে হয় না। চলো, পাশার ছক উল্টে দেয়া যাক!'

সতেরো

সূর্য ডোবার অপেক্ষায় রইল রানা।

দ্বীপে নামবে বলে ঠিক করেছে ও, তবে তার জন্য অন্ধকারের আড়াল একান্ত প্রয়োজন। নইলে খুনে গরিলা-বাহিনীর চোখ ফাঁকি দেয়া সম্ভব হবে না।

হাতে কিছুটা সময় পাওয়া যাওয়ায় ছোট একটা কাজ করবার সিদ্ধান্ত নিল ও। নাজমুলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গোপন আস্তানা থেকে। গরিলাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে শিপের কমিউনিকেশন রুমে পৌঁছুল ওরা, ওখান থেকে এনক্রিপ্টেড ট্র্যান্সমিটারের মাধ্যমে একটা সাঙ্কেতিক বিপ পাঠাল বিসিআইয়ের ট্র্যানসিভারে। ওটা বিপদসঙ্কেত—একটামাত্র বিপ রিসিভ করলেই রাহাত খান বুঝবেন, ওরা বিপদে পড়েছে; দ্রুত ওদেরকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি, বা নুমার চিফ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে আগে থেকেই ডেথ আইল্যাণ্ডে ওদের এক্সারসাইজের খবর জানিয়ে রাখবার কথা তাঁর। এখন বিপদসঙ্কেত পেলে আবার যোগাযোগ করবেন অ্যাডমিরালের সঙ্গে, সম্ভব হলে ওদেরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন—অবশ্য যদি উদ্ধারের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ওরা বেঁচে থাকে।

কাজশেষে আবার ক্যাসপার'স্ ডোরের কাছে ফিরে এল ওরা। এবার পকেট থেকে ডেথ আইল্যাণ্ডের মানচিত্র বের করল রানা—রওনা হবার আগে রাহাত খান যেটা ফ্যাক্স করে পাঠিয়েছিলেন। মানচিত্রটা এয়ারলকের মেঝেতে

বিছিয়ে ঝুঁকে পড়ল রানা। জিনিসটা ডিটেইল-সমৃদ্ধ—গোটা দ্বীপের তলায় জালের মত বিছিয়ে থাকা আণ্ডারগ্রাউণ্ড টানেলের একটা নেটওয়ার্ক দেখা যাচ্ছে ওতে।

'কোথায় পেয়েছেন এ-জিনিস?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল ওয়াকার।

'সেটা কি এই মুহূর্তে খুব গুরুত্বপূর্ণ?' বলল রানা। 'কাছে এসো, ব্রিফ করি তোমাদের।'

সবাই এবার ঝুঁকল ম্যাপের উপর।

'দ্বীপটার আসল নাম গ্র্যাণ্ট আইল্যাণ্ড,' সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল রানা, মিশনে রওনা হবার আগে মেজর জেনারেল রাহাত খানের কাছে শোনা তথ্যগুলো জানাচ্ছে ওদের। '১৯৪৩ সালে জাপানিদের হাত থেকে দ্বীপটা ছিনিয়ে নেয় আমেরিকানরা, তারপর কৌশলে সমস্ত ম্যাপ থেকে এটার অস্তিত্ব অদৃশ্য করে দেয়, যাতে সিক্রেট স্টেজিং পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করা যায় জায়গাটা। এখানে হওয়া যুদ্ধটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী লড়াইগুলোর একটা—ইয়ো জিমা, আর ওকিনাওয়ার লড়াইয়ের সঙ্গে অনায়াসে তুলনা করা চলে। দু'হাজার জাপানি সৈন্য ছিল এখানে, শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই চালিয়ে যায় ওরা; কিছুতেই এখানকার এয়ারফিল্ডটার দখল ছাড়েনি। আড়াই হাজার আমেরিকান সৈন্য মারা পড়ে এখানে ওদের হাতে, এটা মার্কিন সরকারের স্বীকারোক্তি; তবে সংখ্যাটা আরও বেশি হলেও অবাক হবার কিছু ছিল না...'

'কেন?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল নিশাত।

'ওকিনাওয়া আর ইয়ো জিমা-র মত এখানেও টানেল তৈরি করেছিল জাপানিরা... এই যে, ম্যাপে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই?' বলল রানা। 'পুরো দু'বছর লাগিয়ে দ্বীপের তলায় কংক্রিটের এসব টানেল তৈরি করে ওরা—সমস্ত গান-এমপ্লেসমেন্ট, পিলবক্স, আর অ্যামিউনিশন ডাম্পের সংযোগ ঘটায় মাটির তলা দিয়ে। আমেরিকানদের চোখ ফাঁকি দিয়ে অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পারত ওরা। যখন-তখন যেখানে-সেখানে লুকানো গর্তের সাহায্যে উদয় হতে পারত মাটির ওপর; আচমকা হামলা চালিয়ে আবার পালিয়েও যেতে পারত।

'তবে ডেথ আইল্যাণ্ডের এই টানেল নেটওয়ার্কের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, যা প্যাসিফিক ওয়ারের অন্য কোনও দ্বীপে দেখা যায়নি। সেটা হলো—একটা ফ্লাডিং সিস্টেম।'

'ঠিক বুঝলাম না,' বলল ওয়াকার।

'সুইসাইড টেকনিক বলতে পারো ওটাকে,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'যদি দ্বীপটা বেদখল হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে শেষ চেষ্টা হিসেবে রাখা হয়েছিল সিস্টেমটা। অমন পরিস্থিতিতে শেষ জাপানি অফিসার আর সৈনিকরা চলে যেত

মাটির নীচের সবচেয়ে গভীর অ্যামিউনিশন চেম্বারে, টোপ সেজে পিছনে টেনে নিয়ে যেত শত্রুদেরকে। চেম্বারটায় ছিল ফ্লাডিং সিস্টেমের কণ্ট্রোল—ওখান থেকে টানেল নেটওয়ার্কের সমস্ত একজিট বন্ধ করে দেয়া যায়, সেইসঙ্গে খুলে দেয়া যায় সাগরের দিকে বসানো দুটো বিশাল স্লুইসগেট—পুরো টানেলই ডুবিয়ে দেয়া যায় সাগরের পানি দিয়ে। কৌশলটা চমৎকার, শত্রুদের ফাঁদে ফেলে পানিতে ডুবিয়ে মারার বুদ্ধি আর কী। নিজেরাও মরছে বটে, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে শত্রুকে।'

'ওটা তেতাল্লিশ সালে ব্যবহার করেনি ওরা?' জিজ্ঞেস করল মোরশেদ।

'করেছে, তবে সুবিধে করতে পারেনি। আমেরিকান সৈন্যদের সঙ্গে মিত্রবাহিনীর ছোট একটা স্পেশাল ফোর্সের ইউনিট ছিল... পুরনো আমলের ব্রিদিং অ্যাপারেটাস সহ। ডুবসাঁতার কেটে স্লুইসগেটের কাছে চলে যায় ওরা, ম্যানুয়ালি বন্ধ করে দেয় দুটো দরজাই। পাঁচশো আমেরিকান সৈন্য বেঁচে যায় তাতে।'

'এসব আপনি জানলেন কী করে?' ভুরু কোঁচকাল ওয়াকার।

মুচকি হাসল রানা। 'স্পেশাল ফোর্সের ইউনিটটার লিডার ছিলেন তরুণ এক বাঙালি মেজর। তাঁর নাম রাহাত খান... বর্তমানে তিনি আমার বস। রওনা হবার আগে ওঁর সঙ্গে অনেক সময় নিয়ে টেলিফোনে কথা বলে এসেছি আমি।'

বিস্মিত হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওর দলের চার কমাণ্ডো। মুখের ভাষা হারিয়েছে তারা।

ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল না রানা। আবার ঝুঁকে পড়ল মানচিত্রের উপর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে প্রতিটা ইঞ্চি।

খানিক পর সিধে হলো ও। বলল, 'যদ্দূর বুঝতে পারছি, অ্যামিউনিশন চেম্বারগুলোই আমাদের একমাত্র ভরসা।'

'কেন, সার?' প্রশ্ন করল নিশাত। 'কী প্ল্যান আঁটছেন?'

'পুরনো আমলের অ্যামিউনিশন চেম্বার দেখেছ কখনও?' বলল রানা। 'বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার? বিশাল বিশাল হয় ওগুলো—রীতিমত বড়সড় গুহার মত। সবগুলো গরিলা একটার ভিতর এঁটে যাবে... ওদেরকে যদি চেম্বারের ভিতর আটকাতে পারি... হুম!'

'শুধু গরিলার কথা বলছেন? মেজর সেগান আর ওর সাঙ্গপাঙ্গদের কী করব?'

'এখুনি ওদের নিয়ে ভাবতে চাই না। দুই নৌকায় পা দিলে বরং বিপদ বাড়বে; সমস্যার সমাধান করতে হবে একটা-একটা করে। সেগানের পজিশন জানা নেই আমাদের, দ্বীপের যে-কোনও জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে ও।

গরিলাগুলোকে নিউট্রালাইজ না করে ওকে বা ওদেরকে খুঁজতে যাওয়াটা স্রেফ বোকামি হবে।'

'তা হলে?'

'বললাম তো, আগে গরিলাগুলোর ব্যবস্থা করব আমরা। তারপর বেরুব সেগান হারামজাদার খোঁজে।'

'কিন্তু ওদেরকে অ্যামিউনিশন চেম্বারে ঢোকাবেন কীভাবে আপনি?' জানতে চাইল ওয়াকার।

'ঠিক যেভাবে জাপানিরা অতীতে তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঢুকিয়েছিল,' বলল রানা, 'টোপ সেজে!'

আঠারো

ঠিক সাতটায় সুপার-ক্যারিয়ার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল কমাণ্ডোরা। সাবমেরিন ডকিং ডোর গলে পানিতে নামল, ডুবসাঁতার কেটে চলে গেল তীরের কাছে। তারপর... প্রথমবারের মত পা রাখল ডেথ আইল্যাণ্ডের মাটিতে। পিছনে পড়ে রইল নিমিৎজ—সন্ধ্যার আকাশের গায়ে কালো রঙের একটা ভৌতিক অবয়ব।

ম্যাপ থাকায় সুবিধে হলো, খুব শীঘ্রি আণ্ডারগ্রাউণ্ড টানেল সিস্টেমের একটা এণ্ট্রান্স খুঁজে বের করে ফেলল ওরা। প্রায় সত্তর বছরের পুরনো একটা কংক্রিটের আর্চওয়ে ওটা, কালের প্রবাহে বিবর্ণ হয়ে গেছে। পুরো জায়গাটা ধুলোমাখা।

কুচকুচে আঁধার জমে বসেছে প্রবেশপথের ওপাশে।

ঢোকার আগে একটু থামল রানা।

'জাস্ট আ মিনিট,' বলল ও। 'প্ল্যানটা কাজে লাগাতে হলে গরিলাগুলোকে আমাদের ঠিক পিছন পিছন আনতে হবে।'

থ্রোট-মাইকের *ট্রান্সমিট* বাটন চাপল রানা, রেগুলার রেডিও চ্যানেল ওপেন করল।

'এত আগেই আমাদের পজিশনটা ফাঁস করা কি ঠিক হচ্ছে?' সন্দিহান গলায় বলল ওয়াকার।

'পজিশন ফাঁস না করলে ওরা অনুসরণ করবে কী করে?' নিশাত বলল। 'ডোণ্ট ওয়ারি, উনি আগুপিছু বুঝে-শুনেই ট্রান্সমিট করছেন।'

গলায় উদ্বেগ ফোটাল রানা, রেডিওতে ডাকল, 'ডেল্টা সিক্স! কাম ইন,

ডেল্টা সিক্স! অ্যাই, তোমরা বেঁচে আছ? রানা বলছি। প্লিজ, জবাব দাও!'

নীরব রইল রেডিও, ডেল্টা টিম প্রত্যুত্তর দিল না।

প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল অন্য জায়গা থেকে।

পিলে-চমকানো সম্মিলিত হিংস্র গর্জন ভেসে এল নিমিৎজের ফ্লাইট ডেক থেকে।

রানার ট্রান্সমিশন ডিটেক্ট হয়ে গেছে।

আসছে ওরা!

গন্তব্যে পৌঁছুতে বেশি সময় নিল না খুনে প্রাণীগুলো।

দ্রুতগতির চলন্ত ছায়ার মত দল বেঁধে নিমিৎজ থেকে নেমে এল ওরা।

রানার রেডিও সিগনালটাকে ট্র্যাক করছে গরিলারা, সংখ্যায় এখনও তিনশোর মত রয়েছে, সবাই ধীরে ধীরে বৃত্ত গুটিয়ে আনছে টানেল সিস্টেমের এন্ট্রান্সের দিকে। এগোবার সময় ভয়াবহ সব ডাক ছাড়ছে—রক্তের নেশায় উন্মাদ যেন।

চুপচাপ একটু অপেক্ষা করল রানা, নিশ্চিত হয়ে নিতে চাইছে, প্রাণীগুলো যেন ওদেরকে টানেলে ঢুকতে দেখতে পায়। বাকিদের চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল, কিন্তু ও নির্বিকার। যখন সন্তুষ্ট হলো, শুধু তখনই নড়ল। দলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওকে, মুভ!'

প্রবেশপথ পেরিয়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল কমাণ্ডোরা। আলো বলতে তেমন কিছু নেই, রানার হাতে ধরা ছোট্ট একটা টর্চই সম্বল। ওটুকু আলোতেই ছুটতে থাকল ওরা। খানিক বাদেই পৌঁছে গেল ভূ-গর্ভে।

খুব একটা চওড়া নয় টানেলগুলো, তার উপর অন্ধকার... এর ভিতর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা সহজ কাজ নয়। পিছন পিছন তাড়া করে আসা মূর্তিমান আতঙ্ক ব্যাপারটাকে কঠিন করে তুলেছে আরও।

সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য একটা মোড়ে এসে থামল রানা, ম্যাপ দেখল; তারপর ইশারা করল সবাইকে। 'এই দিকে।'

ডানে মোড় নিয়ে আবার ছুটতে থাকল ওরা।

ডেথ আইল্যাণ্ডের বিশাল দুই কামানের দিকে যাচ্ছে ওরা। পূর্ব আর দক্ষিণের দুটো ক্লিফের চূড়ায় বসানো আছে ওগুলো... গান-এমপ্লেসমেন্টসহ। যুদ্ধের সময় আগ্রাসী নৌবহরকে ঠেকানোর কাজে ব্যবহার করা হতো ওগুলো।

দুই কামানের তলায়... দুটো গান-এমপ্লেসমেন্টের মাঝামাঝি, মাটির তলায় রয়েছে অ্যামিউনিশন চেম্বার। সেটার দিকেই যাচ্ছে কমাণ্ডোরা।

টানেল ধরে ছুটে চলেছে সবাই—সবার সামনে রানা; তারপর নিশাত,

নাজমুল, ওয়াকার, আর শেষে মোরশেদ।

গরিলারাও আসছে ওদের পিছু পিছু। অবিশ্বাস্য ওগুলোর গতি। প্রতি মুহূর্তে দূরত্ব কমিয়ে আনছে কমাণ্ডোদের সঙ্গে। একটু পরেই কানে বাজল প্রাণীগুলোর হিংস্র চিৎকার। পায়ের শব্দ লক্ষ্য করে গুলি করতে শুরু করল ওগুলো।

থামল না রানারা, দৌড়াতে দৌড়াতেই শরীর ঘুরিয়ে পাল্টা গুলি ছুড়ল... ঘায়েল করল কয়েকটা গরিলাকে।

'থেমো না কেউ!' চেঁচিয়ে বলল রানা। 'থামলেই আমাদের নাগালে পেয়ে যাবে ওরা।'

মাথা ঝাঁকাল বাকিরা। থামার ইচ্ছে নেই কারোই, গরিলাদের উদ্দেশে গুলি করতে করতে এগোতে থাকল দলনেতার পিছু পিছু।

হঠাৎ সামনে একটা ফ্রেইট এলিভেটর পড়ল—শাফটটা নেমে গেছে ভূ-গর্ভের আরও ভিতরে।

'পৌঁছে গেছি,' ম্যাপ দেখে বলল রানা। 'এক নম্বর গান-এমপ্লেসমেন্টের তলা এটা। এই এলিভেটর দিয়ে নীচের অ্যামিউনিশন চেম্বার থেকে ফায়ারিঙের গোলাবারুদ তোলা হতো।'

একেবারে ভগ্নদশা এলিভেটর-কারটার। লোহার কাঠামো আর শেকল মরচে পড়ে বিস্কুটের মত ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। কাঠের তৈরি তলাটাও ঘুণে খেয়ে ফেলেছে, ওখান দিয়ে চোখে পড়ে শাফটের অতল গহ্বর। মেকানিজমটা নিয়ে আর কিছু না-ই বা বলা হলো! জিনিসটা যে অকেজো, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে সেটা নিয়ে চিন্তিত হলো না রানা। শাফটের গায়ে একটা পুরনো ল্যাডার আছে। ওটা দেখিয়ে সঙ্গীদের নির্দেশ দিল ও, 'কুইক! সবাই নামতে শুরু করো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে শাফটে নেমে পড়ল নাজমুল, ওয়াকার, আর মোরশেদ। রানা শেষে থাকতে চাইছিল, কিন্তু নিশাত রাজি হলো না। বলল, 'আপনি আগে, *লিডার!* গরিলাগুলো আমাদের নাগাল পেয়ে গেলে আপনাকে অন্তত জ্যান্ত থাকতে হবে।'

তর্ক-বিতর্কের সময় নেই, তাই নেমে গেল রানা। ওর পিছু পিছু ল্যাডারের ধাপে পা রাখল নিশাত।

ঠিক তখুনি অন্ধকার থেকে ঝাঁপ দিল একটা কালো ছায়া।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিশাতের কাছে পৌঁছে গেল একটা বিশাল গরিলা, ওর হাতের এমপি-সেভেন আঁকড়ে ধরল, নীচে নামতে বাধা দিচ্ছে।

মাথা গরম করল না নিশাত। হ্যাঁচকা টান দিল অস্ত্রটা, ওটা ধরে গরিলাটা শাফটের দিকে ঝুঁকে পড়তেই অন্যহাতে থাবড়া মারল ওর পায়ের কব্জিতে। ফসকে গেল পা।

তাল সামলাতে পারল না প্রাণীটা, ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে পড়ে গেল শাফটের কিনারায়, ওখান থেকে নীচে। চিৎকার করে উঠল—সেই চিৎকার নানান দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে নেমে গেল শাফটের তলায়। একটু পর ভেসে এল *ধুপ্* জাতীয় একটা শব্দ, চিৎকারটা থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। শাফটের তলায় আছাড় খেয়ে ধরাধাম ত্যাগ করেছে খুনে প্রাণীটা।

'তাড়াতাড়ি নামো সবাই!' চেঁচাল নিশাত। 'ওরা এসে পড়েছে!'

কথাটা কানে যেতেই গতি বেড়ে গেল কমাণ্ডোদের। তরতর করে ল্যাডার বেয়ে নামতে থাকল ওরা।

নীচের দিকে শাফটের মাঝামাঝি পর্যন্ত যেতেই একটা ছোট খুপরির মত দেখতে পেল রানা, তাতে একটা লোহার দরজা রয়েছে। জাপানি ভাষা মুছে ইংরেজি হরফে লেখা হয়েছে:

অর্ডন্যান্স চেম্বার ওয়ান

কপাল খারাপ, দরজার সামনেটা রুদ্ধ হয়ে আছে ভারী ভারী কয়েকটা কাঠের বাক্স আর ক্রেটে। ঠেলাঠেলি করেও সরানো গেল না ওগুলো।

'আরও নামো,' সঙ্গীদের বলল রানা। 'এখানে ঢোকা যাবে না।'

আরেকটা লেভেল পার হতেই এলিভেটর শাফটের মেঝেতে পৌঁছে গেল ওরা। মরা গরিলার লাশ টপকে ডানে গিয়ে দ্বিতীয় একটা লোহার দরজা চোখে পড়ল। এটার গায়ে লেখা:

অর্ডন্যান্স চেম্বার টু

ক্রেট বা ভারী বাক্স পড়ে নেই এটার সামনে, দরজাটায় তালাও দেয়া হয়নি। ওটার কাছাকাছি একটা বৃত্তাকার প্রেশার ডোরও আছে—বেশ বড়, ডায়ামিটারে কমপক্ষে দশ ফুট; গায়ে কিছু লেখা নেই। দেখে মনে হচ্ছে ব্যাঙ্কের ভল্টের দরজা।

প্রেশার ডোরটা নিয়ে ব্যস্ত হলো না রানা, অর্ডন্যান্স চেম্বারের লোহার দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকল। কোমরের বেল্ট থেকে বের করে আনল একটা গ্লো-স্টিক।

ওর পাশে দাঁড়িয়ে একটা ফ্লেয়ার গান বের করল ওয়াকার।

'না!' তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিল রানা। 'এখানে না!'

একটু বিস্মিত হলো ওয়াকার, তবে রানা হাতের গ্লো-স্টিকটা জ্বালতেই কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে।

গ্লো-স্টিকের মৃদু আলোয় বিশাল একটা কামরা উন্মোচিত হলো কমাণ্ডোদের চোখের সামনে। বিশাল ওটা, ছাদ এত উঁচু যে চোখেই পড়ে না বলতে গেলে। আস্ত একটা ফুটবল মাঠ অনায়াসে ঢুকে যাবে এখানে। ছাদের সঙ্গে লাগানো ওভারহেড রেইল চোখে পড়ল—সেখান থেকে অসংখ্য মরচে-পড়া শেকল আর হুক ঝুলছে। ওগুলোর সাহায্যে ভারী শেল নাড়ানো হতো। ওরা যে-দরজা দিয়ে ঢুকেছে, অমন আরেকটা দরজা দেখা গেল চেম্বারের অপরপাশে, ওখানে দ্বিতীয় একটা এলিভেটর আছে—দুই নম্বর কামানটায় গোলাবারুদ ওঠানোর জন্য।

বিশাল চেম্বারটার মাঝখানে, ষাট ফুট উঁচু একটা কৃত্রিম পাহাড়ের মত করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো কাঠের ক্রেট। প্রতিটার গায়ে জাপানি, কিংবা ইংরেজি ভাষায় লেখা আছে: *বিপজ্জনক, বিস্ফোরক দ্রব্য;* অথবা *দাহ্য পদার্থ: আগুন থেকে দূরে রাখুন।*

এক জায়গায় এত বেশি বিস্ফোরক আগে কখনও দেখেনি ওদের অনেকেই।

'হুম,' বলল রানা গম্ভীর কণ্ঠে। 'এটাই তো চাইছিলাম। এসো তোমরা।'

বিস্ফোরকের স্তূপটার দিকে এগিয়ে গেল ওরা।

উনিশ

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অ্যামিউনিশন চেম্বারে পৌঁছে গেল গরিলারা।

অল্প কয়েকটা গরিলা ঢুকল প্রথমে—এরা রিকন ট্রুপস্, পরিস্থিতি যাচাই করতে এসেছে। গত কয়েক ঘণ্টায় এই প্রথম সতর্কতা অবলম্বন করছে প্রাণীগুলো, দেখে-শুনে এগোতে চাইছে। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, ফাঁদ পাতা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে সন্দিহান হয়ে উঠেছে ওরা।

রানা আর নিশাতকে বিস্ফোরকের বাক্স দিয়ে গড়া ছোট্ট পাহাড়টায় চড়তে দেখল গরিলারা, উঠে যাচ্ছে অ্যামিউনিশন চেম্বারের ছাতের দিকে... ক্যাটওয়াকে। অন্য কমাণ্ডোদের দেখা নেই, তারা সম্ভবত আগেই উঠে পড়েছে ওখানে, শেষ দু'জন তাদের সঙ্গে যোগ দিতে চলেছে।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দৃশ্যটা দেখল রিকনাইস্যান্সের জন্য আসা গরিলারা, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল চেম্বার থেকে। দলের বাকিদের কাছে রিপোর্ট দিতে যাচ্ছে।

রিপোর্টিঙে বেশি সময় নিল না ওরা। মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড পরেই চালানো হলো হামলা।

দর্শনীয় একটা দৃশ্যের অবতারণা ঘটল অ্যামিউনিশন চেম্বারে।

ঝড়ের বেগে ভিতরে ঢুকল গরিলাদের পুরো বাহিনী—ফুল অ্যাসল্ট মোডে রয়েছে।

চিৎকার আর চেঁচামেচি করতে করতে ভূগর্ভস্থ বিশাল কামরাটা ছেয়ে ফেলল প্রাণীগুলো। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ছুটছে, সারফেসটা দখল করে নিল খুবই অল্প সময়ে। তবে গুলি ছুড়ল না একটাও—রিকন টিমটা ভিতরে রাখা বিস্ফোরকগুলোর কথা জানিয়েছে ওদের, তাই ঝুঁকি নিচ্ছে না। গোলাগুলি ছাড়া খালি হাতেই শত্রুকে খতম করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বুদ্ধিমান প্রাণীগুলো।

মেঝে দখল শেষ হতেই বিস্ফোরকের স্তূপটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গরিলারা। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে, হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে বাক্স আর ক্রেটের গা বেয়ে উঠে আসছে পলায়নপর দুই শত্রুর দিকে।

স্তূপের মাথায় উঠে থেমে পড়ল রানা আর নিশাত, পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর কাঁধে ঝোলানো স্লিং থেকে এমপি-সেভেন সাবমেশিনগান নিল হাতে। তাড়াহুড়ো করল না ওরা, সিঙ্গেল শটে সেট করল অস্ত্রদুটো; এরপর দু'জন দু'দিকে ফিরে শুরু করল গুলি।

সাবধানে ফায়ার করতে থাকল ওরা—খেয়াল রাখছে, যাতে ভুলেও অ্যামিউনিশনের বাক্সে গুলি লেগে না যায়। লক্ষ্যস্থির করছে উঠতে থাকা গরিলাদের মাথায়।

গুলিবর্ষণের ভারী আওয়াজে কাঁপতে শুরু করল পুরো আণ্ডারগ্রাউণ্ড চেম্বার, মূল আওয়াজের চাইতে প্রতিধ্বনির তীব্রতাই বেশি। সেই শব্দের সঙ্গে যোগ হলো মরতে থাকা খুনে প্রাণীগুলোর আর্তনাদ... রক্ত আর মগজ ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে, বিস্ফোরকের স্তূপের ডান-বাম আর মাঝখান থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে একের পর এক গরিলা।

বিস্ময়কর এক দৃশ্য—নিঃসঙ্গ দুজন মানুষ গোটা একটা বাহিনীর মোকাবেলা করে চলেছে!

গরিলারাও হার মানতে রাজি নয়। ক'জন মরছে, তার হিসেব করছে না, লাশ-টাশ ডিঙিয়ে প্রবল আক্রোশে উঠেই চলেছে উঁচু স্তূপটা বেয়ে। প্রতি মুহূর্তে তাদের আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে চলেছে। রানা-নিশাত একসারিকে খতম করে, তো দুই সারি উদয় হয় সেখানে।

মাত্র দুজনের পক্ষে এই প্রচণ্ডতার বিরুদ্ধে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। রানা-নিশাতের মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণের ফলে অল্পক্ষণেই পুরো স্তূপটা ছেয়ে গেল

কালো রঙের লোমশ অবয়বে। এখন আর তলার বাক্সগুলো দেখাই যাচ্ছে না।

দ্রুতবেগে গরিলারা এখন উঠে আসছে স্তূপের চূড়ার দিকে, গুলি করে আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না দুই কমাণ্ডো।

অসহায় ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকাল নিশাত। ডাকল, 'সার...'

'এখনও না!' বলল রানা। 'ওদের সবক'টাকে চেম্বারের ভেতরে ঢুকতে হবে।'

কথা বলা আর গুলি করার ফাঁকে এণ্ট্রান্সের দিকে নজর রাখছে ও। এখনও ঢুকছে গরিলারা, যেন শেষ নেই। উদ্দাম সেই স্রোতে যখন ভাটা পড়ল, তখন রানা আর নিশাতের প্রায় পায়ের কাছে চলে এসেছে হামলাকারীরা।

নিশ্চিত হলো রানা, তারপর তাকাল নিশাতের দিকে। 'এইবার!'

যে ক'টা গরিলা চূড়ার একেবারে কাছে পৌঁছে গিয়েছিল, তারা দু'হাতে থাবা চালাল—দুই কমাণ্ডোর পা ধরে ফেলতে চায়... কিন্তু সফল হলো না। হামলাকারীদের অবাক করে দিয়ে উপরদিকে লাফ দিল রানা আর নিশাত, হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিয়ে আঁকড়ে ধরল সিলিঙের রেইল থেকে ঝুলতে থাকা দুটো লোহার শেকল। গরিলাদের থাবা ঘুরে এল শূন্য বাতাসে।

বিস্ময়ের আরও বাকি ছিল।

চেইন ধরে দোল খেতে শুরু করল রানা আর নিশাত। ওগুলোর উপরে শেষ মাথায় চাকা লাগানো আছে; দোলের কারণে ঘুরতে শুরু করল সে-চাকা। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকা গরিলাদের মাথার উপর দিয়ে সরে যেতে শুরু করল দুই দুঃসাহসী কমাণ্ডো... তীব্র বেগে!

বিশাল কামরাটার পশ্চিমদিকের দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে গেল রানা আর নিশাত চোখের পলকে। জায়গাটা চেম্বারের এণ্ট্রান্সের ঠিক পাশে, একটা গরিলাও নেই ওখানে; সবাই মাঝখানের বিস্ফোরক-স্তূপের কাছে জটলা করে রয়েছে।

চেইন ছেড়ে দিয়ে মেঝেতে লাফিয়ে নামল দুই কমাণ্ডো। মাটিতে পা ঠেকিয়েই রানা চেঁচাল, 'মোরশেদ! নাজমুল! ওয়াকার! বেরিয়ে এসো!'

আদেশটা শোনামাত্র যেন ভোজবাজির মত উদয় হলো দলের বাকি তিন কমাণ্ডো। প্রবেশদ্বারের কাছে, এলোমেলোভাবে পড়ে থাকা কয়েকটা কাঠের ক্রেটের আড়ালে লুকিয়ে ছিল ওরা। রানা আর নিশাতকে ঘায়েল করবার জন্য এতই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল গরিলারা যে, আর কোনও দিকে নজরই দেয়নি।

মুহূর্তের মধ্যে একাট্টা হয়ে গেল কমাণ্ডোরা, শত্রুপক্ষের দিকে অস্ত্র উঁচিয়ে বেরিয়ে এল অ্যামিউনিশন চেম্বার থেকে। এলিভেটর শাফটের তলায় পৌঁছে থামল, সতর্ক ভঙ্গিতে কাভার দিয়ে রেখেছে দরজাটা... কাউকে বেরোতে

দেখলে গুলি করবে।

বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গরিলারা। ফাঁদটা পরিষ্কার বুঝতে পারছে।

পুরো বাহিনীটা এখন চার দেয়ালে আবদ্ধ; বেরুবার পথ নেই। তার ওপর ভিতরে রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরকের একটা বিশাল স্তূপ।

নিষ্ঠুর হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ওর আর নিশাতের কাছে অস্ত্র নেই, তাই তাকাল বাকি তিন সশস্ত্র সঙ্গীর দিকে। নির্দেশ দিল, 'এইম!'

বিস্ফোরকের পাহাড়টার দিকে এমপি-সেভেন তাক করল কমাণ্ডোরা।

'ফায়ার!'

ট্রিগার চাপতে গেল মোরশেদ, নাজমুল ও ওয়াকার। কিন্তু তখুনি শোনা গেল একটা নতুন কণ্ঠ। যেন বাতাসের মধ্য থেকেই ভেসে এল ওটা।

'স্টপ, মেজর রানা! প্লিজ, গুলি করবেন না!!'

বিশ

'হোল্ড ইয়োর ফায়ার!' নির্দেশ দিল রানা। তাকাল চারপাশে, কণ্ঠটার উৎস খুঁজছে।

প্রাচীন কয়েকটা লাউডস্পিকার চোখে পড়ল ওর—এলিভেটর শাফটের দেয়ালে বসানো। একই রকম স্পিকার অ্যামিউনিশন চেম্বারের ভিতরেও রয়েছে। ওগুলো থেকেই আসছে শব্দ।

'থ্যাংক ইউ, মেজর!' বলে উঠল কণ্ঠটা।

ভারী, পুরুষালি গলা। প্রথমে মিনতির ভঙ্গিতে অনুরোধ করছিল, রানা গুলি না করায় স্বস্তি ফুটেছে।

গরিলারা চঞ্চল হয়ে উঠল রানাদেরকে থেমে যেতে দেখে। বিস্ফোরকের স্তূপ ছেড়ে চেম্বারের প্রবেশদ্বারের দিকে এগোতে শুরু করল তারা। ঝট্ করে আবার অস্ত্র তাক করল তিন কমাণ্ডো।

তবে সেটার প্রয়োজন ছিল না।

লাউডস্পিকারে ভেসে এল তীক্ষ্ণ আদেশ:

ট্রুপস! স্টপ, অ্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড ডাউন!!'

চোখের পলকে থেমে গেল গরিলারা। যে-যেভাবে ছিল, ঠিক সেভাবেই মূর্তি হয়ে গেল। মনে হলো যেন একটা সুইচ টিপে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে চলন্ত খেলনা পুতুল।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। এক মুহূর্ত আগে দেখা রক্তপিপাসু বাহিনীটা যেন জাদুমন্ত্রবলে বদলে গেছে। এখন তাদের জায়গায় দেখা যাচ্ছে স্রেফ তিনশো পাহাড়ি গরিলা... চিড়িয়াখানায় রাখা শান্ত-সুবোধ গরিলা!

পিছনে শব্দ হতেই পাঁই করে ঘুরল রানা। ল্যাডার বেয়ে নেমে আসছে বেশ কয়েকজন মানুষ—ল্যাব-কোট পরা সাতজন বিজ্ঞানী, সঙ্গে ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসার। এদেরকে নিরাপত্তা দেবার জন্য রয়েছে দশ-সদস্যের ডেল্টা টিমটা—আজ সকালে এরাই রানাদের সঙ্গে জাম্প করেছিল মডিফায়েড হারকিউলিস কার্গো বিমান *এমসি-১৩০* প্লেন থেকে। রানার দিকে তাকিয়ে ভদ্রতাসূচক একটা হাসি দিল দলটার নেতা... ডেল্টা-সিক্স।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে জ্যাকারি ক্রিশ্চিয়ানকে চিনতে পারল রানা। চেহারায় কয়েক ঘণ্টা আগেকার সেই আতঙ্কের ছায়ামাত্র নেই; দিব্যি হাসি হাসি মুখ, চোখে কৌতুকের দৃষ্টি। বিতৃষ্ণা অনুভব করল রানা লোকটাকে দেখতে পেয়ে।

বিশালদেহী অফিসারটিকেও চিনতে অসুবিধে হলো না—এক ও অদ্বিতীয় মেজর কার্ল সেগান, *আর-সেভেন* এক্সারসাইজে ওর প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বী। মেরিন কোরের খাকি পোশাক তার পরনে, হাবভাবে অপার গাম্ভীর্য; রানাকে দেখেও যেন দেখল না। মুড মারছে।

ল্যাব-কোট পরা বিজ্ঞানীদের নেতা দু'পা এগিয়ে এল। বয়স্ক একজন মানুষ, মাথায় ঢেউ খেলানো ধূসর চুল, মুখের চামড়ায় বয়সের কারণে অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে। চোখের নীল মণিদুটো অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল। ভাবভঙ্গিতে সহজাত নেতৃত্বের ছটা।

'মেজর রানা,' বলল লোকটা ভারিক্কি কণ্ঠে, 'আমার অনুরোধটা রক্ষা করায় অসংখ্য ধন্যবাদ। আরেকটু হলেই কয়েক বিলিয়ন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি হতে যাচ্ছিল... গুলি না করায় আমি কৃতজ্ঞ আপনার...'

'কে আপনি?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'আমার নাম ড. ব্যারি কর্ড,' বলল লোকটা। 'ইউএস মিলিটারির সায়েন্টিফিক কনসালটেন্ট; সেইসঙ্গে ডারপা-র স্পেশাল ওয়ারফেয়ার ডিভিশনের হেড; এবং... এই প্রজেক্ট স্টর্মট্রুপারের ওভারঅল ইনচার্জ।'

করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল বিজ্ঞানী। কিন্তু রানা নড়ল না। কঠিন গলায় বলল, 'একটা ব্যাখ্যা পাওনা হয়েছে আমাদের। এসবের মানে কী, ডক্টর?'

কাঁধ ঝাঁকাল ড. কর্ড, প্রবেশদ্বার পেরিয়ে ঢুকে পড়ল অ্যামিউনিশন চেম্বারে, তার পিছু পিছু রানার টিমসহ সবাই।

গরিলাদের মাঝখানে হেঁটে বেড়াতে শুরু করল লোকটা, সন্তুষ্ট দৃষ্টিতে

তাকাচ্ছে চারপাশে। খুনে প্রাণীগুলো শান্ত তো রইলই, সরে গিয়ে বিজ্ঞানীকে হাঁটার জায়গা করে দিচ্ছে। রানা খেয়াল করল, বিজ্ঞানীর আইডি ব্যাজে জ্যাকারির মত একটা সিলভার ডিস্ক রয়েছে; একই জিনিস দেখা যাচ্ছে নবাগতদের প্রত্যেকের বুকেই।

গরিলাদের জটলার মাঝখানে একটা চক্কর দিয়ে রানার সামনে ফিরে এল ড. কর্ড। বলল, 'কনগ্রাচুলেশন্স, মেজর রানা। খেলাটায় জিতেছেন আপনারা!'

রানা চুপ করে রইল।

'কী বললাম, বুঝতে পারেননি?' বলল বিজ্ঞানী। 'আপনারা জিতেছেন! যে দুঃসাহস, কৌশল আর তীক্ষ্ণধীর পরিচয় দিয়েছেন, শুধু প্রশংসা করলে আপনাদেরকে খাটো করা হয়। সত্যি, অতুলনীয় আপনাদের রণকৌশল! এতগুলো টিমের মধ্যে স্রেফ আপনারাই শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পেরেছেন!'

রানার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

অস্বস্তি ফুটল ড. কর্ডের চেহারায়। আমতা আমতা করে বলল, 'ইয়ে... কিছু বলছেন না কেন? আ... আপনাদের তো গর্বিত হওয়া উচিত...'

'এটা খেলা ছিল?' শীতল গলায় বলল রানা, কণ্ঠের মধ্যে আশ্চর্য একটা ক্রোধ লুকিয়ে আছে।

ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে গেল ড. কর্ড। বলল, 'মানে... হ্যাঁ, খেলাই তো! অবশ্য চাইলে পরীক্ষাও বলতে পারেন। নতুন একটা টেকনোলজির চূড়ান্ত পরীক্ষা...'

কাটা কাটা স্বরে রানা বলল, 'চূড়ান্ত পরীক্ষা? ইউএস মেরিনের তিন-তিনটে কোম্পানির বিরুদ্ধে আপনার এই নতুন বাহিনীটা নেমেছিল... ছয়শ' সৈনিককে খতম করে দিয়েছে। তারপরও পরীক্ষা শেষ হয়নি?'

'কাম অন, মেজর!' বলল ড. কর্ড। 'সাধারণ সৈনিক আর স্পেশাল ফোর্স কি এক হলো? সত্যিকার যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে এরা কতটা কার্যকর, সেটা দেখার দরকার ছিল আমাদের।'

'সেজন্যই সিল আর এয়ারবোর্ন কমাণ্ডোদের সঙ্গে আমাদের আনা হয়েছে এখানে, তাই না? আমাদেরকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছেন আপনারা। নিজেদের পরীক্ষার জন্য নির্দোষ কিছু মানুষকে হিউম্যান গিনিপিগ বানিয়েছেন...'

'তাতে দোষের তো কিছু দেখছি না,' বলল বিজ্ঞানী। 'এই গরিলারা ভবিষ্যতের যুদ্ধগুলোয় হাজার হাজার আমেরিকান সৈন্যের প্রাণ বাঁচাবে। সেটা নিশ্চিত করবার জন্য অল্প কিছু নির্দোষ মানুষ মরলে কিছু কি এসে যায়? আসে না। দেখুন, মেজর, আমরা আসলে আমাদের দেশেরই স্বার্থরক্ষা করছি... একটু

অন্য কায়দায় আর কী!'

'অন্য কায়দা!' রাগী গলায় বলল রানা। 'আমি আপনাদের দেশের কেউ নই, কর্ড! আমাদেরকে কেন ডেকে এনে খুন করছেন? আজ পাঁচজন সঙ্গীকে হারিয়েছি আমি। অন্যান্য সিল, এয়ারবোর্ন কমাণ্ডো, আর মেরিনদের কথা নাহয় না-ই বললাম! আপনাদের এই এক্সপেরিমেণ্ট কতজন স্ত্রীকে বিধবা করেছে, জানেন? জানেন, কতজন সন্তান তাদের বাবাকে হারিয়েছে... কতজন পিতামাতা তাদের সন্তান হারিয়েছেন? ব্যাপারটা মেনে নেয়া যেত, যদি ওরা দেশের জন্য প্রাণ দিত... শত্রুর হাতে শহীদ হতো; আপনাদের এই নোংরা গবেষণায় নয়! এসব করবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাদেরকে?'

'মার্কিন সরকার।'

'তাদেরকে কে দিয়েছে দুনিয়ার প্রভুত্ব? যা খুশি করার অধিকার?'

'বৃহৎ স্বার্থে ক্ষুদ্র ত্যাগ নতুন কিছু নয়,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল ড. কর্ড। 'এসব নিশ্চয়ই আপনাকে নতুন করে শেখাতে হবে না? অবশ্য শুনেছি, আপনি একজন মানবতাবাদী; আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা তাই হয়তো মেনে নিতে পারছেন না। তবে জেনে রাখুন, এটা আমেরিকান মিলিটারির ভবিষ্যৎ।'

'ওই ভবিষ্যতের দফারফা করে দিয়েছিলাম তো একটু হলেই,' বাঁকা সুরে বলল রানা। 'আপনার গরিলাদের বাগে পেয়ে গিয়েছিলাম, চাইলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারতাম।'

'তা ঠিক বলেছেন... একদম ঠিক বলেছেন,' স্বীকার করল ড. কর্ড। 'এই এক্সারসাইজে আপনাদের অংশগ্রহণ সেজন্যেই চাওয়া হয়েছে। অ্যাডাপ্টিবিলিটি এবং আনপ্রেডিক্টেবল অবস্থার মোকাবিলার ক্ষমতা আপনাদের টিমটার একটা অতুলনীয় গুণ। যত গুরুতর পরিস্থিতিই সৃষ্টি হোক না কেন, সেটার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন আপনারা; অপ্রত্যাশিত কৌশলে আঘাত হানতে জানেন। আর-সেভেন এক্সারসাইজে সেটার প্রমাণ পেয়েছি আমরা। এই ধরনের একটা প্রতিপক্ষ দরকার ছিল আমাদের গরিলাদের।'

মেজর সেগানের দিকে তাকাল রানা। 'আমাদেরকে প্রতিপক্ষ বানাবার আইডিয়াটা নিশ্চয়ই তোমার?'

'উঁহুঁ,' হাসল সেগান। 'ওটা তোমারই কর্মফল, রানা। দুনিয়ার সেরা কমাণ্ডো টিমগুলোর একটা হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমি তো বলিনি তোমাকে! আর-সেভেনে এত ভাল ফলাফল দেখিয়েছ... আগে হোক, বা পরে, তোমাদের নামটা ঠিকই আসত। আমি শুধু সিরিয়ালটা একটু এগিয়ে দিয়েছি, আর কিছু না।'

'এর পেছনে ব্যক্তিগত কোনও আক্রোশ ছিল না, বলতে চাইছ?'

'আক্রোশ কি না হলফ করে বলতে পারব না, তবে তোমার সঙ্গে একটা রি-ম্যাচ তো অবশ্যই চাইছিলাম। আর প্রজেক্ট স্টর্মট্রুপারের ট্রেইনারের দায়িত্ব যখন পেলাম, তখনই বুঝলাম—সুযোগ এসেছে। নতুন একটা টিম নিয়ে তোমাকে মোকাবেলার ইচ্ছেটা আর গলা টিপে মারতে পারলাম না...'

বিবমিষা অনুভব করল রানা। কতটা বিবেকহীন হলে একজন মানুষ স্রেফ ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানোর জন্য আরেক জনকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে! সেগানের উপর তীব্র ঘৃণা অনুভব করল ও; ঘৃণা অনুভব করল অন্যদের উপরও। ড. কর্ডের দিকে তাকাল।

জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করবেন আপনারা? প্রজেক্টটা তো সফল হয়নি। গরিলারা আমাদেরকে হারাতে পারেনি। যুদ্ধক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।'

'আমার তা মনে হয় না,' মাথা নাড়ল ড. কর্ড। 'আপনারা জিতেছেন বটে, তবে তাতে কিছুটা ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছেন। নিমিৎজের সাবমেরিন ডকিং ডোর, আর দ্বীপের পুরনো টানেল সিস্টেম বিষয়ে আপনাদের জানা থাকায় সুবিধেটা কাজে লাগাতে পেরেছেন। যদিও বুঝতে পারছি না, এই টানেলের ব্যাপারটা আপনারা কীভাবে জানলেন... তবে ওটাই আপনাদের জয়ের মূল কারণ। এই ধরনের সুবিধা ব্যাটলফিল্ডে আমাদের প্রতিপক্ষ পাবে না। কাজেই আমি বলব, প্রজেক্ট স্টর্মট্রুপার অত্যন্ত সফল হয়েছে। এক্সপেরিমেন্ট ছেড়ে এবার এটাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এনিওয়ে, আপাতত আর কিছু বলার নেই আমার। আপনারা যেতে পারেন।'

উল্টো ঘুরে গরিলাদের দিকে এগিয়ে গেল বিজ্ঞানী, সঙ্গীদের ইশারা করল। সবাই মিলে পরীক্ষা করতে শুরু করল প্রাণীগুলোকে।

আচমকা আতঙ্কের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল রানার শিরদাঁড়া বেয়ে। কঠিন একটা বাস্তবতা অনুভব করতে পারছে। ডেল্টা টিমটার দিকে তাকাতেই সন্দেহটা নিরেট বিশ্বাসে পরিণত হলো।

'এক মিনিট, ডক্টর,' বলে উঠল রানা। 'আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে।'

ধীরে ধীরে উল্টো ঘুরল ড. কর্ড। 'হ্যাঁ, বলুন?'

ডেল্টা টিমটাকে দেখাল রানা। 'এরা এখানে কী করছে, জানতে পারি? এক্সপেরিমেন্টে অংশ নেয়নি, তা হলে এসেছে কেন?'

'ওরা?' হাত নাড়ল কর্ড। 'জাস্ট আমাদের সিকিউরিটি দেখছে, আর কিছু না। কেন, আপনার কী ধারণা?'

'আমার ধারণা,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'ওদেরকে আনা হয়েছে আমাদেরকে ট্যাকেল করবার জন্য... মানে, আমরা যদি গরিলাদের হাতে না

মরি আর কী!'

'কী সব আবোল-তাবোল বকছেন? এক্সপেরিমেন্ট তো শেষ, আপনাদেরকে ট্যাকেল করবার কী আছে?'

'মিথ্যে বলে লাভ নেই, ডক্টর। আমি বোকা নই। আমাদেরকে এই গোপন গবেষণার খবর নিয়ে আপনারা বাইরের দুনিয়ায় ফিরতে দেবেন, সেটা বিশ্বাস করি না। আপনাদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।'

'ইউ আর প্যারানয়েড, মেজর রানা। খামোকা সন্দেহ করছেন।'

'আমার তা মনে হয় না। এই দ্বীপে আমাদেরকে আনাই হয়েছে মারবার জন্য। হয় গরিলার হাতে, নয়তো অন্যভাবে। বলির পাঁঠা দরকার ছিল আপনাদের... এক্সপেরিমেন্টে শুধু আমেরিকান সৈন্যরা মরলে নানা রকম প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে, তাই বাইরের কিছু সৈন্যও মরা দরকার ছিল। বড় কোনও দেশের কাছে হাত পাততে পারছিলেন না, কারণ তাদের সৈনিক মরলে জবাবদিহি করা কঠিন হয়ে যাবে; তাই বাংলাদেশি একটা টিম ডেকে এনেছেন, রাইট? আমরা মরে গেলে বড় কোনও হই-চই বাধবে না। খুব সহজেই কিছু পয়সা ছুড়ে দিয়ে আমাদের আত্মীয়-স্বজনকে বুঝ দিতে পারবেন।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল অ্যামিউনিশন চেম্বারের ভিতরে। তারপরই দৃষ্টি বিনিময় করল মেজর সেগান আর ডেল্টা সিক্স। পরমুহূর্তেই গোটা ডেল্টা টিম ঘিরে ফেলল বাংলাদেশি কমাণ্ডোদেরকে। অস্ত্র তাক করল ওদের বুক বরাবর।

শান্ত রইল রানা। ড. কর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা হলে স্বীকার করে নিচ্ছেন ব্যাপারটা?'

'স্মার্ট লোক নিয়ে এই এক সুবিধে,' হাসল ধুরন্ধর বিজ্ঞানী। 'উচ্চারণ করবার আগেই বুঝে নেয় সব। হ্যাঁ, মেজর রানা... আপনাদেরকে ফিরে যেতে দেয়া হবে না।'

সেগানের দিকে তাকাল রানা। 'কাজটা ঠিক করছ না, কার্ল। প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যা-যা করেছ, সেগুলো মেনে নিতে রাজি আছি আমি। কিন্তু এটা কিছুতেই সহ্য করব না।'

'করবার দরকারও নেই, রানা,' বিদ্রূপের সুরে বলল সেগান। 'দুনিয়া ছাড়তে চলেছ, এখন আর ছোট-খাট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। বরং তোমাদের আল্লা-খোদার নাম জপলে হয়তো কিছু সুবিধে হতে পারে ওপারে গিয়ে।'

ডেল্টা টিমের দিকে ইশারা করল সে। ওদের দুজন এগিয়ে এসে মোরশেদ, নাজমুল আর ওয়াকারের কাছ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নিল।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা।

'অন্য দিকে নিয়ে যাও ওদের,' বলল ড. কর্ড। 'রক্ত দেখে আমার গরিলারা আবার খেপে উঠতে পারে।'

'চলুন, মেজর,' বলল ডেল্টা সিক্স। রানা নড়ছে না দেখে হাসল। 'চাইলে হিরো সাজার চেষ্টা করতে পারেন! ভালই হবে তাতে! সংখ্যায় আমরা আপনাদের দ্বিগুণ কিনা!'

পাল্টা কিছু বলল না রানা, নড়লও না; রাগী চোখে তাকিয়ে রইল ডেল্টা সিক্সের দিকে। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল লোকটা, তারপরই ধৈর্য হারাল, সঙ্গীদের ইঙ্গিত করল; সবাই মিলে বন্দুকের খোঁচা দিল বন্দিদের পিঠে... ওদেরকে অ্যামিউনিশন চেম্বার থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে।

সার্জেণ্ট ওয়াকারের চেহারায় আতঙ্ক ফুটেছে। বলল, 'মেজর সেগান! আপনি কি আমাকেও...'

'সরি, ওয়াকার,' বলল সেগান। 'ঘটনাটার কোনও সাক্ষী রাখা চলবে না। কপাল খারাপ, ডারপা তোমাকে দলে ভিড়াতে রাজি হচ্ছে না।'

'আ... আমি আপনার টিমের লোক ছিলাম... আপনাকে গুরু হিসাবে ভক্তি করেছি, বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করেছি... তারপরও আপনি...'

'কথা বাড়িয়ো না। তোমার গার্জেন নই আমি, সার্জেণ্ট। কাজেই তোমার ভালমন্দ দেখার দায়িত্বটাও আমার নয়।'

মুখের ভাষা হারাল ওয়াকার কথাটা শুনে। হাঁ করে চেয়ে রইল তার প্রিয় হিরোর দিকে। পিঠে সঙ্গীনের খোঁচা খেয়ে এগোল সামনে।

একুশ

একেবারে অসহায় বোধ করছে রানা। বুঝতে পারছে, বাঁচার কোনও উপায় নেই। নিরস্ত্র ওরা; গত কয়েক ঘণ্টার ধকলে অবসাদগ্রস্ত, দুর্বল। উঁচুমানের ট্রেইনিং পাওয়া ডেল্টা ফোর্সের দশজন সৈনিকের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠবে না ওরা। সেগানকে নিয়ে প্রতিপক্ষের সংখ্যা এগারো; ওরা মাত্র নিরস্ত্র পাঁচজন।

আনমনে মাথা নাড়ল ও হতাশ ভঙ্গিতে। বিরাট ভুল করেছে, সুযোগ থাকতেই এদের গরিলা-বাহিনীটাকে ধ্বংস করে দেয়া উচিত ছিল। আগে জানলে দেখামাত্র গুলি করত মানুষ নামের কলঙ্ক ওই ডারপার বিজ্ঞানী আর তার চ্যালা-চামুণ্ডা সৈনিকগুলোকে।

প্রায় খেদিয়ে পাঁচ কমাণ্ডোকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে মেজর সেগান আর ডেল্টা টিম। আড়চোখে রানা দেখল, মূর্তির মত দৃশ্যটা দেখছে গরিলারা। নড়াচড়া না করলেও ওগুলোর ভিতরে একটা চাপা উত্তেজনা টের পেল ও। বুঝতে পারল, রক্ততৃষ্ণা এখনও মেটেনি খুনে প্রাণীগুলোর, শুধুমাত্র মাথায় বসানো চিপগুলোর কারণে খুনোখুনিতে মেতে উঠতে পারছে না।

ওদেরকে ঘিরে থাকা প্রতিপক্ষের দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা দোলাল রানা। প্রত্যেকের বুকের নেমট্যাগের সঙ্গে একটা করে রূপালি রঙের ডিস্ক দেখা যাচ্ছে... ঠিক যেমনটা জ্যাকারি ক্রিশ্চিয়ানের বুকে দেখেছিল ও হ্যাঙার বে'র টাওয়ারে।

নিশ্চয়ই কোনও বিশেষত্ব আছে এর!

হঠাৎ করেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে।

ডিস্কগুলোই এদের রক্ষাকবচ! এগুলোর কারণেই গরিলারা ডারপা স্টাফ আর সৈনিকদের আক্রমণ করছে না। নিশ্চয়ই কোনও ধরনের ডিজিটাল রেডিও সিগনাল দিচ্ছে ওগুলো, সরাসরি গরিলাদের মাথায় বসানো মাইক্রোচিপে পৌঁছে যাচ্ছে সে সঙ্কেত।

ডিজিটাল সিগনাল... ওটাই সবকিছুর চাবিকাঠি—বুঝতে পারল রানা। নিমিৎজের ইণ্টারনাল স্পেকট্রাম অ্যানালাইজারে নিশাত বাইনারি-বিপ ডিটেক্ট করতে পেরেছিল... ওটা ডিজিটাল সিগনালেরই অংশ। ওটার সাহায্যেই দূর থেকে গরিলাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছিল সেগান, সরাসরি ওগুলোর মাইক্রোচিপে নির্দেশ পাঠাচ্ছিল।

রূপালি ডিস্কগুলোও সম্ভবত একই পদ্ধতিতে কাজ করছে। যারা পড়েছে, তাদের উপর হামলা না করার জন্য সঙ্কেত দিয়ে চলেছে ওগুলো। নইলে খুনে প্রাণীগুলোকে ঠেকানো সম্ভব নয়।

এই ডিস্কের কারণেই সাক্ষাৎ নরকের ভিতর একাকী যেতে পেরেছে জ্যাকারি ক্রিশ্চিয়ান; রানাদের সঙ্গে দেখা করে নিরাপদে ফিরেও আসতে পেরেছে।

চকিতে একটা বুদ্ধি খেলে গেল রানার মাথায়।

সাবধানে শত্রুরা কে কী করছে দেখে নিল ও—কর্ড আর ওর বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে গরিলাগুলোকে নিয়ে; স্থির হয়ে থাকা প্রাণীগুলোর ভিড়ে ঢুকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দিয়েছে। ডেল্টা টিম আর মেজর সেগানের মনোযোগ সম্পূর্ণ রানাদের দিকে—ওদেরকে বাইরে নিয়ে গিয়ে খুন করবে।

পাশে হাঁটতে থাকা নিশাতকে কনুই দিয়ে আস্তে গুঁতো দিল রানা। বাংলাতে বলল, 'আমার দিকে তাকিয়ো না। শুধু জবাব দাও। জট পাকাবার

যন্ত্রটা এখনও আছে তোমার কাছে?'

এএক্সএস-নাইন পোর্টেবল অ্যানালাইজারটার কথা জানতে চাইছে ও।

সঙ্কেতটা ধরতে পারল নিশাত। নিচু গলায় জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আছে। ওরা শুধু অস্ত্র নিয়েছে, ওটা নেয়নি।'

'ভাল,' বলল রানা। প্রচলিত ইংরেজি শব্দগুলোর বাংলা ভেবে নিয়ে যোগ করল, 'তৈরি হও, আমি বলামাত্র সবক'টা তরঙ্গে জট লাগিয়ে দেবে, ঠিক আছে?'

রেডিওর সমস্ত চ্যানেল জ্যাম করে দিতে বলছে ও।

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল নিশাত।

'অ্যাই!' পিছন থেকে খেঁকিয়ে উঠল ডেল্টা-সিক্স। 'কী নিয়ে ফিসফাস করছ তোমরা?'

'কিছু না,' হালকা গলায় বলল রানা। 'বিদায় নিচ্ছি ওর কাছ থেকে।'

'চালবাজি করার চেষ্টা কোরো না, রানা!'

'সময় কোথায় যে চালবাজি করব?'

'চুপ!' ধমকে উঠল মেজর সেগান। 'ডেল্টা-সিক্স, ওর দিকে কড়া নজর রাখো। সুবিধের লোক নয়।'

এন্ট্রান্স পেরিয়ে এলিভেটর শাফটে বেরিয়ে এল দলটা। দেয়ালের কাছে পৌঁছুতেই সেগান বলল, 'এবার উল্টো ঘোরো সবাই। সময় হয়ে গেছে।'

ঘুরল রানা। বলল, 'শেষ ইচ্ছে-টিচ্ছে পূরণ করবে না?'

হাসল সেগান। 'বলো শুনি। দেখি, কিছু করা যায় কি না!'

নিশাতের দিকে ফিরে আস্তে মাথা ঝোঁকাল রানা। তারপর তাকাল সেগানের দিকে। বলল, 'আমি চাই, কয়েকটা মিনিট অপেক্ষা করো তোমরা।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল সেগান।

'মজা দেখার জন্য।'

'মানে!'

জবাব না দিয়ে এবার মুচকি হাসল রানা। চোখের ইশারায় ডেল্টা টিমের পিছনদিকটা দেখাল।

ঝট্ করে উল্টো ঘুরল মেজর সেগান, সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল।

অ্যামিউনিশন চেম্বারের ভিতরে নড়তে শুরু করেছে গরিলারা, যেন ঘোর কেটে গেছে... জেগে উঠছে ওরা!

বাইশ

রানা ইশারা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কোমরে আটকানো এএক্সএস-নাইনের একটা বোতাম টিপে দিয়েছে নিশাত। ওটায় লেখা: *সিগনাল জ্যাম—অল চ্যানেলস্।*

এর ফলে নতুন একটা জ্যামিং তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে যন্ত্রটার মধ্য থেকে। যেন পুকুরের মাঝখানে একটা ঢিল ছোড়া হয়েছে—এই ভঙ্গিতে ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়েছে ওটা; পথে ট্রান্সমিশনে সক্ষম, এমন সব উৎসকে আঘাত করেছে... প্রতিটার রেডিও-ওয়েভকে জট পাকিয়ে দিয়েছে! স্পেকট্রাম অ্যানালাইজার থাকলে দেখার মত একটা দৃশ্য হতো ওটা।

অবশ্য যা দেখা যাচ্ছে, তা-ও কম নয়। চোখের পলকে ড. কর্ড, তার ডারপা-টিম, মেজর সেগান, আর ডেল্টা সৈনিকদের আইডি ব্যাজ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। স্থাণু অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে গরিলারা, চাপা একটা হিংস্র গরগর শব্দ তুলে নড়তে শুরু করেছে ওরা।

ভয়াবহ সেই শব্দ শুনে ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে গেল সবার, গুলি করতে ভুলে গেল ডেল্টা টিমের সৈনিকেরা, ধীরে ধীরে মেজর সেগানের দেখাদেখি ঘুরে গেল অ্যামিউনিশন চেম্বারের দিকে। ওদের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে স্লো-মোশনে যেন ঘটতে শুরু করল পরের ঘটনাগুলো।

ড. কর্ডকে দেখা গেল স্থবির হয়ে যেতে—ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে সে চারপাশে নড়তে থাকা গরিলা-বাহিনীর দিকে; কী ঘটতে শুরু করেছে, সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না। পরমুহূর্তে তিনটে গরিলা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর—চেহারায় বন্যতা ফুটে রয়েছে প্রতিটা পশুর, হিংস্র ভঙ্গিতে হাঁ করে আছে। অসহায় বিজ্ঞানীকে মেঝেতে আছড়ে ফেলল তারা। তারপর দেহটার দিকে এম-ফোর তাক করে বৃষ্টির মত গুলি শুরু করল... পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে!

চোখের পলকে ঝাঁঝরা হয়ে গেল ড. কর্ডের দেহ—উড়ে গেল মুখমণ্ডল, ছিটকাতে থাকল রক্ত, শরীরটা পরিণত হলো হাড্ডিমাংসের একটা নরম তালে—যেন ব্লেণ্ডার মেশিনে ফেলা হয়েছে তাকে, এমনভাবে ঝাঁকি খেতে থাকল। প্রাণ বেরিয়ে গেছে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে, তারপরও আক্রোশ কমল না গরিলাদের, লাশটার উপর আরও অনেকক্ষণ গুলি চালিয়ে গেল তারা।

নরক ভেঙে পড়ল অ্যামিউনিশন চেম্বারের ভিতরে। ঘোর কেটে যাওয়ায়

পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠল গরিলারা, হামলা চালাল আশপাশে থাকা বাকি মানুষদের উপর।

পালাতে পারল না ডারপার বিজ্ঞানীরা—আতঙ্কে চোখ বড় হয়ে গেল তাদের, শরীর পরিণত হলো জমাট পাথরে। ঘটনার আকস্মিকতায় মস্তিষ্ক স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারিয়েছে, পেশিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। অসহায় শিকারে পরিণত হলো বেচারা বিজ্ঞানীরা।

এলিভেটর শাফটে দাঁড়ানো ডেল্টা টিম আর মেজর সেগান চরম অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইল নরকযজ্ঞের দিকে। কিছুই করার নেই তাদের।

রানা সুযোগটা হাতছাড়া করল না, সঙ্গীদের ইশারা করে ঝাঁপ দিল হতভম্ব শত্রুদের উপর... ওদের ঘায়েল করবার জন্য। অপ্রত্যাশিত আক্রমণ, ডেল্টা টিম বাধা দেয়ার সময় পেল না, বাংলাদেশি কমাণ্ডোদের ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেতে। কয়েকজনের হাত থেকে অস্ত্র ছুটে গেল; যাদের ছুটল না, তারাও গুলি করতে পারল না—শাফটের ছোট্ট পরিসরে ধস্তাধস্তি করছে ষোলোজন মানুষ... অস্ত্র নাড়াচাড়া করবার মত জায়গা নেই।

চোখের পলকে দুজনকে ঘায়েল করল রানা—কণ্ঠায় আঘাত করে ভেঙে দিল শ্বাসনালী। বাতাসের অভাবে খাবি খেতে খেতে গড়াতে শুরু করল দুজনেই। আরও দুজনকে বেছে নিল রানা, হামলাটা করল প্রবল আক্রোশের সঙ্গে। মোরশেদ যুঝছে বিশালদেহী এক ডেল্টা সৈনিকের সঙ্গে, মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে দুজনেই। নাজমুল আর ওয়াকারও লড়াই করে চলেছে দুজনের সঙ্গে—একজনকে উরুসন্ধিতে লাথি মেরে নিষ্ক্রিয় করল ওরা, তারপর মনোযোগ দিল অন্যজনের দিকে।

নিশাত একা লড়ে চলেছে তিনজনের সঙ্গে। হুটোপুটি করতে করতে একজনের কোমরে আটকানো পিস্তলে হাত দিল ও—বের করবার চেষ্টা করল না ওটা, ওখানে রেখেই চেপে দিল ট্রিগার। একটু বাঁকা হয়ে ছিল সৈনিক, গুলিটা সোজা গিয়ে লাগল তার উরুতে; ব্যথায় কাতরে উঠে ছেড়ে দিল নিশাতকে। একহাতে দ্বিতীয়জনের গলা চেপে ধরল বিশালদেহী ক্যাপ্টেন, চাপ দিতে শুরু করল। খাবি খেতে শুরু করল লোকটা, নিশাতের কবজি ধরে মোচড়ামুচড়ি করতে শুরু করল, কিন্তু একচুল আলগা করতে পারল না বজ্রমুষ্ঠি। একটুক্ষণের মধ্যেই নেতিয়ে পড়ল সে।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল নিশাত। মুখোমুখি হলো তৃতীয় শত্রুর। ডেল্টা-সিক্স।

বিদ্যুৎগতিতে পটাপট দুহাতে দুটো ঘুসি হাঁকাল ডেল্টা টিমের নেতা। বাঁ হাতের ঘুসিটা এড়াতে পারলেও ডান হাতেরটা থেকে বাঁচতে পারল না নিশাত।

ঠিক বুকের উপর লাগল আধমণী ঘুসিটা। কয়েক পা পিছিয়ে গেল ও। ছুটে গেল ডেল্টা সিক্স। চট্ করে একপাশে সরে গেল নিশাত, লোকটা নাগালের মধ্যে আসতেই ডানহাতটা ছুটে গেল তার পেট বরাবর, তারপরই চালাল বাঁ হাত।

পর পর দুটো মারাত্মক আঘাত খেয়েও দমল না ডেল্টা সিক্স। একহাত বাড়িয়ে নিশাতকে জড়িয়ে ধরল, আটকে ফেলল বাঁ হাতটা। তারপরই বিরাশি শিক্কার একটা রদ্দা হানল ক্যাপ্টেনের মুখে। চোখে সর্ষে ফুল দেখল নিশাত, খুলির ভিতর যেন কেঁপে উঠল মগজ। জুতোর ডগা দিয়ে ডেল্টা সিক্সের হাঁটুর ঠিক নীচে কষে একটা লাথি চালাল ও, সর্বশক্তিতে পা-টা নামিয়ে আনল লোকটার পায়ের আঙুলের উপর। তীব্র আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল ডেল্টা সিক্সের গলা চিরে। টলতে টলতে পিছিয়ে গেল সে।

এবার পূর্ণশক্তিতে আঘাত হানল নিশাত। দুই ঘুসিতে থেঁতলে দিল লোকটার নাক আর ঠোঁট। রক্তের নোনাস্বাদ অনুভব করল ডেল্টা সিক্স তার জিভে। বুনো হিংস্রতায় নিশাতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, সমানে চলছে দুহাত। পাল্টা আঘাত হানল নিশাত। খপ্ করে কব্জি জাপ্টে ধরল প্রতিপক্ষের। হ্যাঁচকা টানে ছুড়ে দিল শাফটের দেয়ালের দিকে।

উড়ে গিয়ে কংক্রিটের উপর আছড়ে পড়ল ডেল্টা সিক্স, নাকমুখ ঠুকে গেল বিশ্রীভাবে। স্নায়ু বেয়ে মস্তিষ্কে আলোড়ন তুলল অসহ্য যন্ত্রণা। টালমাটাল অবস্থায় এক কদম পিছিয়ে এল সে, হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে–মুখ হাঁ করে ফুসফুসে বাতাস টেনে নেয়ার চেষ্টা করছে। পারল না, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। নিশাতকে এগোতে দেখে খালিহাতে লড়াইয়ের ইচ্ছে উবে গেল তার, হাত দিল কোমরের হোলস্টারে, কিন্তু অবাক হয়ে খেয়াল করল—ওটা শূন্য!

চোখের সামনেই একটা এমপি-সেভেন পড়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি হাত বাড়াল ডেল্টা-সিক্স, ওটা কুড়িয়ে নিয়েই তাক করতে যাচ্ছে নিশাতের দিকে... পরমুহূর্তে চমকে উঠল! ক্যাপ্টেনের হাতে শোভা পাচ্ছে একটা ডেজার্ট ঈগল পিস্তল—ডেল্টা সিক্সের নিজের! ওকে দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে দেবার ফাঁকে চমৎকার হাতসাফাই করেছে মেয়েটা, হোলস্টার থেকে তুলে নিয়েছে পিস্তল।

তীব্র ঘৃণায় গুলি করতে চাইল ডেল্টা সিক্স, কিন্তু নিশাত ওর চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

'গুডবাই, বাস্টার্ড!' বলেই ট্রিগার চাপল নিশাত।

কপালে তৃতীয় নয়ন নিয়ে মেঝের ধুলোতে মুখ গুঁজল ডেল্টা সিক্স।

রানা, মোরশেদ, নাজমুল আর ওয়াকারের লড়াইও শেষ। মাটিতে পড়ে

রয়েছে ডেল্টা টিমের বাকি নয় সৈনিক—কেউ আহত, কেউ বা নিহত।

অ্যামিউনিশন চেম্বারের ভিতর থেকে একটা চিৎকার শুনে চোখ ফিরিয়ে তাকাল সবাই।

জ্যাকারি ক্রিশ্চিয়ান চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে এলিভেটর শাফটের দরজার দিকে। 'মেজর সেগান! কিছু করুন!!'

আকুতিটা আকুতিই রয়ে গেল, কোনও প্রত্যুত্তর এল না সেগানের কাছ থেকে। বরং পিছন থেকে রাগবি খেলোয়াড়ের মত ডাইভ দিয়ে একটা গরিলা ঝাঁপিয়ে পড়ল জ্যাকারির উপর, তাকে মেঝেতে আছড়ে ফেলল। পরমুহূর্তে আরও কয়েকটা হিংস্র পশু যোগ দিল প্রথমটার সঙ্গে—দুই, চার, আট... এভাবে বাড়তে থাকা খুনে প্রাণীগুলোর আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল হতভাগ্য বিজ্ঞানীর দেহ। কী ঘটল তার ভাগ্যে সেটা দেখা গেল না, শুধু আকাশ-বাতাস কাঁপানো আর্তচিৎকার শুনে বোঝা গেল—সুখকর কিছু নয় সেটা।

রানা অবশ্য ওসব নিয়ে ভাবছে না। জ্যাকারির মুখে সেগানের নাম শুনেই সচকিত হয়ে উঠেছে ও, তাড়াতাড়ি চোখ বোলাল শাফটের ভিতর। কিন্তু পড়ে থাকা দেহগুলোর মধ্যে চতুর লোকটা নেই।

'কার্ল কোথায়?' ব্যস্ত ভঙ্গিতে জানতে চাইল ও।

'লড়াইয়ের ফাঁকে দেখলাম ল্যাডার বেয়ে পালাচ্ছে,' বলল ওয়াকার। 'ঝুঁকি নিতে চায়নি... শালা কাপুরুষের বাচ্চা!'

'পালানো আমাদেরও দরকার,' বলল নিশাত। 'এখানে থাকলে গরিলাদের খাবার হব।'

'সবাই আর্মস্ নিয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রানা। সঙ্গীদের মাথা ঝাঁকাতে দেখে বলল, 'গুড। উঠতে শুরু করো... উপরে!'

'গরিলারা আমাদের ধাওয়া করবে,' বলল নাজমুল। 'আমাদের চেয়ে দ্রুত ল্যাডার বাইতে পারে ওরা!'

অ্যামিউনিশন চেম্বারের দিকে একবার চাইল রানা, বিজ্ঞানীদের খুন করায় ব্যস্ত প্রাণীগুলোর ভিড়ের ভিতর দিয়ে বিস্ফোরকের স্তূপে গুলি করবার সুযোগ নেই।

ও বলল, 'ওদের নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে দাও। গেট আপ এভরিবডি, কুইক!'

আর কথা বাড়াল না কেউ, ল্যাডার বেয়ে উঠতে শুরু করল। সবার শেষে রানা। দশ ফুট উঠে থামল ও, কোমর থেকে বের করল ডেজার্ট ঈগল পিস্তল, নীচের দিকে তাক করে গুলি করতে শুরু করল—অ্যামিউনিশন চেম্বারের দরজার পাশে প্রেশার ডোরটা ওর লক্ষ্য, ওটার গায়ে মাথা তুলে থাকা একটা লোহার

লিভারে হিট করতে চাইছে।

গুলির আঘাতে ধীরে ধীরে নড়তে শুরু করল লিভারটা, নীচের দিকে নামতে শুরু করছে। শেষ পর্যন্ত আর টিকতে পারল না, ঠকাস করে নেমে গেল শেষ সীমায়—ওখানে দরজার গায়ে লেখা রয়েছে: *রিলিজ!*

সঙ্গে সঙ্গে ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দশ-ফুট ডায়ামিটারের দরজাটা, ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে তুমুল বেগে ঢুকল পানি—সাগরের লোনা পানি! এতক্ষণ প্রেশার ডোরের ওপাশে আটকে ছিল, কিন্তু ওটা খুলে যেতেই প্রবল শক্তি নিয়ে হামলা চালিয়েছে এলিভেটর শাফটের ভিতর। নীচে পড়ে থাকা আহত-নিহত ডেল্টাদের দেহগুলোকে পানির প্রবল চাপ পিন-গাঁথা প্রজাপতির মত সেঁটে ফেলল দেয়ালের সঙ্গে।

দরজাটা আসলে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিদের তৈরি একটা ফ্লাডগেট—ওপাশটায় রয়েছে সুড়ঙ্গ, সোজা গিয়ে মিশেছে প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে। সুইসাইডাল মেকানিজমের অংশ এই দরজাটা।

পদার্থবিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মে খালি জায়গা ভরাট করতে প্রবল বেগে ঢুকতে শুরু করেছে পানি, যেন অগ্নি-নির্বাপনী হোসের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে বাধাহীন ধারা। এলিভেটর শাফটের তলা ভরিয়ে ফেলল কয়েক মুহূর্তের ভিতর, ঢুকতে শুরু করল অ্যামিউনিশন চেম্বারেও। উদ্দাম কলকল ধ্বনিতে ভরে গেল পুরো শাফট, শব্দটা প্রচণ্ড ভয় লাগিয়ে দেবার মত।

অ্যামিউনিশন চেম্বারের ভিতরে গরিলারা ফাঁদে পড়ে গেছে। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসতে চাইল, কিন্তু প্রবল স্রোত ঠেলে এগোতে পারল না। শুরু করে দিল আতঙ্কিত চেঁচামেচি। তবে সেই চিৎকার বেশিক্ষণ শোনা গেল না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দরজার উপর পর্যন্ত পৌঁছে গেল পানি, চেম্বারের ভিতরের সমস্ত কোলাহল চাপা পড়ে গেল তাতে।

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের কারণে ডুবসাঁতার দিতে জানে না গরিলারা। তাই ডুবে গেল খুনে প্রাণীগুলো। ডারপার তৈরি সুপার-সোলজারদের সমাধিতে পরিণত হলো ডেথ আইল্যাণ্ডের দুই নম্বর অ্যামিউনিশন চেম্বার।

তেইশ

সব গরিলা মরেনি। দরজার কাছাকাছি থাকা চারটে গরিলা বেরিয়ে আসতে পেরেছে চেম্বারটা পানিতে ভরে যাবার আগে। এলিভেটর শাফটে পৌঁছেই লাফ

দিয়ে ল্যাডারে চড়ল ওগুলো। তর তর করে উঠতে থাকল উপরে, নীচে ঘূর্ণায়মান পানিকে পিছনে ফেলে।

ওদের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে আছে কমাণ্ডোরা, চেষ্টা করছে তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে। তবে ব্যবধানটা কমে আসছে দ্রুত—বাওয়া-ছাওয়ার কাজে মানুষের চেয়ে গরিলারা অনেক-অনেক ভাল।

নীচ থেকে উঠে আসা নতুন বিপদটার কথা জানে না রানা, কোনও শব্দও পায়নি। ফ্লাডগেট দিয়ে ঢুকতে থাকা পানির তুমুল গর্জন চাপা দিয়ে ফেলেছিল অন্যান্য শব্দকে। হঠাৎ অদ্ভুত নীরবতা নেমে এল শাফটে, থেমে গেল পানির গর্জন।

নীচে তাকাল রানা, সামান্য দূরেই চারটে জলজ্যান্ত গরিল্লা দেখে চমকে উঠল। পানি ঢোকা বন্ধ হয়নি; তবে ফ্লাডগেটটা ওয়াটারলাইনের তলায় চলে যাওয়ায় এখন আর স্রোতের আওয়াজ হচ্ছে না। পানি ঢুকছে এখনও আগের মতই, দ্রুত উপরে উঠে আসছে শাফট ধরে।

'ইশ্‌শ্‌!' বিড়বিড় করল রানা। তারপর উপরে তাকিয়ে বলল, 'স্পিড বাড়াও তোমরা! সি-লেভেলের উপরে উঠতে হবে। আর দুঃসংবাদ... চারটে গরিলা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে আমাদের দিকে!'

'গড ড্যাম ইট!' খেপাটে গলায় বলল ওয়াকার। 'ঠেকাব কীভাবে ওগুলোকে?'

শাফটের এক-তৃতীয়াংশ উঠে এসেছে ওরা। নামার পথে ওখানে গ্রিলের তৈরি দুটো পাল্লা দেখেছে রানা—অনুভূমিক গেটের মত করে বন্ধ করে দেয়া যায় শাফট। জাপানিরা বানিয়েছে ওটা, শাফট বেয়ে যেন ডুবন্ত আমেরিকানরা উঠে আসতে না পারে—সেটা নিশ্চিত করবার জন্য।

গেটটা আবার দৃষ্টিসীমায় আসতেই রানা চেঁচাল, 'আপা, ওখানে পৌঁছেই গেটটা বন্ধ করে দিয়ো।'

—ওর ঠিক উপরেই রয়েছে ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা। বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনি? আপনি উঠবেন না?'

'আমি তো উঠবই, তবে ওঠার পর গেট বাঁধার সময় পাব না। পাল্লা ধরে রেডি থাকতে হবে তোমাকে, আমি জায়গাটা পেরুবার সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিতে হবে পাল্লাটা। ক্লিয়ার?'

'ঠিক আছে, সার।'

মিনিটখানেকের মধ্যেই গ্রিলের গেটের কাছে পৌঁছে গেল কমাণ্ডোরা। প্রথমে ওটা পেরুল নাজমুল; তারপর মোরশেদ, ওয়াকার, আর নিশাত।

ঠং করে শব্দ হলো—একপাশের পাল্লা ফেলে দিয়েছে মোরশেদ। বাকি

অর্ধেকটা খোলা, ওখান দিয়ে যেতে হবে রানাকে। প্রায় পৌঁছেই গিয়েছিল ও, পেরিয়ে যাচ্ছিল জায়গাটা, কিন্তু ঠিক সেইসময় খপ্ করে ওর পায়ের গুল্‌ফ আঁকড়ে ধরল কেউ নীচ থেকে। চোখ নামাতেই বুক খামচে ধরল দৃশ্যটা। গরিলারা পৌঁছে গেছে, ওদেরই প্রথমজন হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেছে ওর পা।

ঝাড়া দিল রানা, খসাতে পারল না হাতটা। বরং পরমুহূর্তে হ্যাঁচকা টান খেয়ে ল্যাডারের ধাপ থেকে হাতের মুঠি ছুটে গেল। নীচে পড়ে যাচ্ছিল, কোনোমতে ছোবল দিয়ে আরেকটা ধাপ ধরে ফেলল। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল কাঁধ, মনে হলো—শোল্ডার জয়েন্ট থেকে খুলে পড়ে গেছে হাতটা।

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করল ও। উপরে তাকিয়ে বুঝল—অন্তত ছয়টা ধাপ নীচে নেমে এসেছে। ঝুলন্ত অবস্থায় একটু ঘুরে নীচে তাকাল রানা। গরিলাটা নিজের শরীরের সমস্ত ভার চাপিয়ে দিয়েছে ওর পায়ে, ল্যাডারের ধাপে এক পা ঠেকিয়ে পুরো শক্তি দিয়ে টানছে ওকে। মুঠো পিছলে যাবার অবস্থা। বিপদ আরও বাড়াতে অন্য তিনটে গরিলা এবার প্রথমটার শরীর বেয়ে উঠতে শুরু করল উপরে, মুখ ব্যাদান করে রেখেছে হিংস্র ভঙ্গিতে। পিঠে চাপ পড়ায় দুই পায়ে মইয়ের ধাপে ভর দিতে বাধ্য হলো প্রথম গরিলাটা, রানার পায়ের উপর চাপ কমল।

ঝট্ করে কোমর থেকে ডেজার্ট ঈগল পিস্তল বের করল রানা, সবচেয়ে কাছেরটাকে গুলি করল। নেতার পিঠ বেয়ে উঠে রানার উরুতে কামড় দিতে যাচ্ছিল দ্বিতীয় গরিলাটা, হাঁ হয়ে থাকল মুখ, মাথা ফুটো হয়ে রক্ত আর মগজ ছিটকাল চারদিকে, ল্যাডার থেকে উল্টেপাল্টে নীচে পড়ে গেল দুই সঙ্গীকে নিয়ে। কিন্তু ওর পা আঁকড়ে ধরে থাকা শয়তানটা এখনও আছে। একবিন্দু কমাচ্ছে না টান, বরং বাড়াচ্ছে আরও।

ওটার মাথায় লক্ষ্যস্থির করে ট্রিগার চাপল রানা। খটাস করে খালি চেম্বারে পড়ল হ্যামার—অ্যামিউনিশন ফুরিয়ে গেছে। বিড়বিড় করে জঘন্য একটা গালি দিয়ে পিস্তলটা ছুড়ে মারল ও গরিলার মুখ সই করে। অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে রোমশ মাথাটা সরিয়ে নিল ওটা একপাশে। ডান পা ছুড়ে লাথি মারল রানা, খপ করে ধরে ফেলল ওটা এই পাটাও। বাঁচার আর কোনও উপায় নেই, দুই হাতে মই আঁকড়ে ধরেও টিকতে পারবে না, গরিলাটা টান দিয়ে ওকে ফেলে দেবে নীচে। তারপর হামলা চালাবে ওর সঙ্গীদের উপর। এদিকে পানিও উঠে এসেছে অনেকদূর, এখানে আর কিছুক্ষণ লড়াই চললে কেউই উপরে উঠতে পারবে না। নির্ঘাত ডুবে মরবে।

'নিশাত আপা!' চেঁচাল রানা। 'গেটটা বন্ধ করে দাও!'

'না!' পাল্টা হাঁক ছাড়ল নিশাত। এই প্রথম লিডারের আদেশ অমান্য করছে

ও। 'তা হলে আপনি মরবেন!'

'এমনিতেও মরছি। তোমরা অন্তত বাঁচো। এই বেজন্মা তোমাদের নাগালে পেলে আর কারও কোনও চান্স থাকবে না।'

নিরুত্তর হয়ে গেল নিশাত। যুক্তিটা মেনে নিয়েছে বোধহয়। পা ঝাড়া দিয়ে গরিলাটাকে ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা চালাল আবার রানা, পারল না। হাতটা ছুটে গেল প্রায়...

হঠাৎ চোখের কোণে ধরা পড়ল নড়াচড়া।

আপা!

ঠিক ওর মাথার উপর উল্টো হয়ে ঝুলছে ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা—দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আছে একটা এমপি-সেভেন। উপরে তাকাল; মোরশেদ, নাজমুল আর ওয়াকার গোড়ালির গাঁট চেপে ধরে আছে ক্যাপ্টেনের, ফোকর দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে উল্টো করে।

রানার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল নিশাত। 'আমার অনেকগুলো ভাইয়ের রক্ত ঝরেছে আজ, রানা। আর না।'

পরমুহূর্তে গুলি করল ও হাতের মেশিনগান থেকে। ঝাঁঝরা করে দিল গরিলাটাকে। বিকট আর্তনাদ করে ল্যাডার থেকে খসে পড়ল খুনে পশুটা, পড়তে গিয়েও শেষবারের মত আরেকটা হ্যাঁচকা টান দিল।

রানার ঘর্মাক্ত মুঠি সইতে পারল না সে-টান। ল্যাডার থেকে পড়ে যাচ্ছে ও... কিন্তু এক ফুটের বেশি পড়তে পারল না! মেশিনগান ছেড়ে দিয়ে ওকে দু'হাতে ধরে ফেলেছে নিশাত। ঝুলছে ওরা এখন শাফটের মাঝখানে।

উপর থেকে তিন কমাণ্ডো ধীরে ধীরে উঠিয়ে আনল ওদেরকে।

'নাইস জব, আপা!' গ্রিলের গেটের উপর শুয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। 'পারলে এখুনি তোমাকে একটা মেডেল দিয়ে ফেলতাম।'

লজ্জার হাসি হাসল নিশাত।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রানা। পানিটা ওদের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। গেট পেরিয়ে উঠে আসবে শীঘ্রি।

'অন্য পাল্লাটা বন্ধ করো,' বলল ও। 'আর কোনও চান্স নিতে চাই না। তারপর চলো ওপরে উঠি।'

'আগে আপনি, সার,' বলল নিশাত। 'পিছনে থেকে আর হিরো সাজতে দেয়া যায় না আপনাকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ল্যাডারের ধাপে পা রাখল। গ্রিলের গেটটা ভালমত বন্ধ করে ওর পিছু নিল বাকিরা।

ওদের ধাওয়া করে আরও বিশ ফুট উঠল পানি, তারপর নিস্তেজ হয়ে

গেল—সি-লেভেলের সঙ্গে সমতা এসে গেছে ভিতরের বন্যার। আর উপরে উঠবে না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা।

চব্বিশ

গান এমপ্লেসমেন্টের তলার টানেলে উঠে এল রানা, বেরুল এলিভেটর শাফট থেকে। অন্যেরা একটু পিছিয়ে আছে। দু'পা এগোতেই হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল পিছনের অন্ধকার থেকে, ও কিছু বুঝে উঠবার আগেই প্রচণ্ড এক রদ্দা পড়ল ঘাড়ে।

চোখে আঁধার দেখল রানা। হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে। পিছনে এলিভেটর শাফটের দরজার কলাপসিবল গেট বন্ধ হবার শব্দ শুনল ও, খুট করে লাগিয়ে দেয়া হলো তালা। ওয়াকারের চেঁচামেচি ভেসে এল, 'সেগান! কুত্তার বাচ্চা! গেট খোল্ হারামজাদা!'

মৃদু একটা হাসির শব্দ ভেসে এল অন্ধকার থেকে। তারপর জ্বলে উঠল একটা গ্লো-স্টিক। পায়ের কাছে ওটা ফেলে দিয়ে রানার মুখোমুখি হলো মেজর কার্ল সেগান। হাতে শোভা পাচ্ছে একটা গ্লক পিস্তল।

'ভালই দেখিয়েছ বটে, মাসুদ রানা,' বলল সে। 'সামান্য এক বাঙালির কাছ থেকে এতটা সত্যিই আশা করিনি আমি। কোয়াইট ইম্প্রেসিভ, রিয়েলি!'

জবাব দেবার আগে নিজের অবস্থা বিচার করল রানা। একদম নিরস্ত্র ও। পিস্তলটা একমাত্র সম্বল ছিল, ওটাও শাফটের ভিতরে খুইয়েছে গরিলার মুখে মারতে গিয়ে। নিশাতরা আটকা পড়েছে, কাজেই ওদের তরফ থেকেও সাহায্য পাওয়া যাবে না।

সেগানের চোখে চোখ রাখল ও। বলল, 'যাক, এতদিনে তা হলে শেষপর্যন্ত তোমাকে মুগ্ধ করতে পেরেছি। শুনে খুশি হলাম! তা পুরস্কার-টুরস্কার কিছু দেবে নাকি?'

'অবশ্যই!' বলল সেগান। 'পুরস্কার তো পাবেই! মাথার মধ্যে একটা বুলেট!'

'ও!' বলল রানা। 'হার মানছ তা হলে?'

'কীসের হার? আমি তোমাকে বাগে পেয়েছি, রানা। আমার হাতেই মরবে তুমি!'

'বুঝলাম। কিন্তু ওটা তো আর জিত হলো না। পিছন থেকে হামলা করে আমাকে ঘায়েল করেছ, তারপর আবার নিরস্ত্র অবস্থায় গুলি করে মারতে চাইছ... এভাবে জিততে চায় শুধু খুব নিচু জাতের কাপুরুষরা।'

'আমি কাপুরুষ নই!' গর্জে উঠল সেগান।

হাসল রানা। 'কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হতো, যদি এলিভেটর শাফটের তলায় আমার মুখোমুখি হতে... যদি দলের সবাইকে ফেলে লেজ তুলে পালিয়ে না আসতে।'

'তোমার ধারণা, আমি ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছি?' রাগে ফেটে পড়ল সেগান। পরমুহূর্তে খুট করে একটা শব্দ হতেই জমে গেল সে। এমপি-সেভেন কক্ করবার শব্দ ওটা, কলাপসিবল গেটের ওপাশ থেকে ওর দিকে তাক করে অস্ত্র ধরেছে নিশাত।

'দরজায় তালা মারলে শুধু তখনই কাজ হয়, সেগান,' বলল ক্যাপ্টেন, 'যখন ওতে ফাঁক না থাকে।'

'না, আপা!' বলল রানা। 'মেরো না ওকে। আমার সঙ্গে রি-ম্যাচ চাইছিল তো? ঠিক আছে, দেখা যাক ফেয়ার ফাইটে জিততে পারে কি না।'

খেপাটে ভঙ্গিতে পিস্তলটা ছুড়ে একপাশে ফেলে দিল সেগান। আসলে জানে, আন-আর্মড কমব্যাটে ওর সামনে দাঁড়াতেই পারবে না ওর অর্ধেক সাইজের বাঙালি লোকটা। বলল, 'এসো তা হলে। খালি হাতেই তোমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করব আমি। ওভাবেই জিতব।' ক্যাপ্টেন নিশাতের দিকে ফিরল সে, 'আমি জিতলে অক্ষত অবস্থায় যেতে দেবে তো?'

'না!' মুখ খুলল এবার ওয়াকার। হাতের অস্ত্র তাক করে রেখেছে তার প্রাক্তন লিডারের দিকে। 'সিসটার যদি ছেড়ে দিতে চায়ও, আমি ছাড়ব না।'

'কী বলছ, ওয়াকার? একজন আমেরিকান হয়ে, আমার গ্রুপের একজন টিম-মেম্বার হয়েও...'

'ওসব পচা কথা বাদ দাও, মেজর সেগান। আমি এখন বিডি কমাণ্ডোর মেম্বার। খানিক আগেই মোহমুক্তি হয়ে গেছে আমার, দেখে নিয়েছি তোমার আসল রূপ। দুঃখিত, মৃত্যুই লেখা আছে তোমার কপালে—হয় জিতে, নয়তো হেরে।'

পিস্তলটা আবার তুলে নিতে গিয়েও সেফটি ক্যাচের ক্লিক শব্দ কানে যেতেই চট করে সোজা হয়ে গেল সেগান। পাশার ছকটা এভাবে পাল্টে যাবে তা ভাবতেও পারেনি লোকটা।

উঠে দাঁড়াল রানা। মুখোমুখি হলো সেগানের। অসম প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে চেয়ে নিজের অজান্তেই হাসি ফুটল সেগানের ঠোঁটে। ওরা দু'জন প্রায় সমবয়সী

হলেও বিশালদেহী মার্কিন কমাণ্ডোর তুলনায় দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-আয়তন, কোনও দিক থেকেই তুলনা হয় না বাঙালি মাসুদ রানার। ছয় ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা সেগানের ওজন একশ' পনেরো কেজি। তার পাশে পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা রানার আশি কেজি ওজন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হচ্ছে, যেন হেভিওয়েট বক্সারের সঙ্গে লাগতে এসেছে লাইটওয়েট; বাঘের সঙ্গে নেংটি ইঁদুর। ওরা দু'জনেই আন-আর্মড কমব্যাটের ট্রেইনিং পেলেও একনজর দেখলে যে-কেউ বলবে, আধ মিনিটও টিকবে না রানা সেগানের সামনে।

কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল শ্বাসরুদ্ধকর নীরবতায়। তারপর নড়ে উঠল সেগান, এক পা সামনে এগিয়ে ঘুসি চালাল রানার নাক বরাবর। কিন্তু তৈরি রয়েছে রানা। বিদ্যুৎ-বেগে মাথাটা ডানদিকে একটু সরিয়ে নিয়ে বাম হাতের বেমক্কা একটা ঘুসিতে থেঁতলে দিল সেগানের ঠোঁট।

ব্যস, শুরু হলো লড়াই, হাত-পা সমানে চালাচ্ছে দু'জন। কেউ কারও চেয়ে কম না, হালকা রানার স্পিড বেশি, ভারী সেগানের মারের পিছনে ওজন বেশি। রানার তিনটে মারের সমান সেগানের একটাই। কিন্তু ও একটা লাগাতে না লাগাতেই রানা মেরে দেয় দশ-বারোটা। দুঃখের বিষয়, একটা মারও লাগাতে পারেনি সে রানার দুর্বল জায়গায়, অথচ রানার হাত-পায়ের বেশ কয়েকটা মোক্ষম ঘা খেয়েছে সে শরীরের বিভিন্ন দুর্বল পয়েন্টে। দ্রুত আত্মবিশ্বাস কমছে সেগানের। অপেক্ষা করছে সে সুযোগের।

হঠাৎ রানার মুহূর্তের অসতর্কতার সুযোগে ঢুকে পড়ল সেগান ওর প্রতিরক্ষা ব্যূহের ভিতর। বাউলি কেটেও এড়াতে পারল না রানা ওর ডান পায়ের লাথিটা। এক লাথিতেই রানার কোমরের বাম পাশটা প্রায় অবশ করে দিল সে। ছিটকে পাঁচ হাত দূরে গিয়ে পড়ল রানা মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল সেগান, কিন্তু চট্ করে ডান পা তুলে ওর পেটে ঠেকিয়ে লাথি ছুড়ল রানা। ফলে রানার উপর দিয়ে উড়ে কয়েক হাত দূরে উপুড় হয়ে পড়ল সেগান, 'ঠাস' শব্দ তুলে মেঝেতে ঠুকে গেল কপাল। কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে পড়ে থাকল একই ভঙ্গিতে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, তবে এগোল না। এই মুহূর্তে ইচ্ছেমত লাথি মেরে কাবু করা যেত দৈত্যটাকে, কিন্তু বাম পায়ে ভর দিতে কষ্ট হচ্ছে, লাথি দিতে গেলে পড়ে যাবে নিজেই। বাম হাতে কোমরটা ডলে ব্যথা উপশমের চেষ্টা করল। কয়েক সেকেণ্ডেই ভাল কাজ দিল ম্যাসাজটা, এখন দাঁড়াতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না।

উঠে দাঁড়াল দানব। নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত গড়াচ্ছে, খাকি ইউনিফর্মের বুকটা লাল হয়ে গেছে ভিজে, কপালে বড়সড় একটা আলু

গজিয়েছে। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে ধীর পায়ে এগোল সে রানার দিকে। কিছুক্ষণ পালিয়ে বেড়াল রানা, গোল হয়ে ঘুরছে, মাঝে মাঝে গোক্ষুরের ছোবলের মত হাত চালাচ্ছে ও; কখনও ঘুসি, কখনও কারাতের কোপ, কখনও বা নাক্‌ল্ পাঞ্চ—বেছে বেছে নার্ভ সেন্টারে হানছে আঘাত। দুর্বল করে আনতে চাইছে প্রতিপক্ষকে।

শীঘ্রি আরেকটা সুযোগ বের করে নিল সেগান: বেমক্কা একটা ঘুসি এসে পড়ল রানার বুকের পাঁজরে। ভুস্ করে ফুসফুসের সব বাতাস বেরিয়ে গেল, হাত দুটো নেমে গেল নীচে। পরের ঘুসিটা লাগল এসে চোয়ালে, বন্‌ন্ করে ঘুরে উঠল রানার মাথা। ওকে টলে উঠতে দেখে এবার নিজের গার্ড ছেড়ে দিয়ে দুই হাতে সমানে কিল-ঘুসি মেরে চলল সেগান। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই একটা চোখ বুজে গেল রানার, নোনা স্বাদ অনুভব করল ও জিভে, শরীরের বিভিন্ন জায়গা ফেটে গিয়ে ঝরছে রক্ত। দ্রুত দুর্বল হয়ে আসছে।

নিচু হয়ে গেল রানা, যেন পা ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু নীচ থেকে উঠে এল তীব্র একটা নক-আউট পাঞ্চ। চিবুকের নীচে নরম মাংসে আঘাত পড়ায় জোর ঝাঁকি খেল সেগানের মাথা, ছিটকে সরে গেল পিছনে। এবার পা ফাঁক করে দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ ডানদিকে সামান্য বাঁকিয়ে দৈত্যটার সোলার প্লেক্সাস বরাবর মারল সর্বশক্তি দিয়ে। কয়েক পা পিছিয়ে টানেলের ধূলিধূসরিত মেঝের উপর চিত হয়ে পড়ে গেল সেগান। কোনও মতে উপুড় হয়ে ওঠার চেষ্টা করল, ঝপ্ করে পড়ে গেল আবার।

টলছে রানা। এক কদম পিছিয়ে গেল ও। হাঁপাচ্ছে। সীসের মত ভারি ঠেকছে পা দুটো, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। ক্লান্ত। ঝাপসা হয়ে গেছে দৃষ্টি, সারা মুখে রক্তের প্রলেপ। সারাদিনের ধকল আর সইতে পারছে না।

আবছা ভাবে দেখল, আস্তে আস্তে আবার উঠে বসল সেগান। ফিরল রানার দিকে। দেখা গেল ওর হাতে শোভা পাচ্ছে সেই গ্লক পিস্তলটা—একটু আগে ওটার কাছাকাছিই পড়েছিল ও, কুড়িয়ে নিয়েছে।

'তুমি শেষ, রানা। দ্য গেম ইজ ওভার!'

'আরে!' ব্যাপারটা টের পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল নিশাত, 'সাবধান, সার! ও আমার ফায়ারিং আর্কের বাইরে! গুলি করতে পারছি না!'

জবাব না দিয়ে সেগানের দিকে তাকাল রানা। 'শেষ পর্যন্ত নিজেকে কাপুরুষই প্রমাণ করলে?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও। 'মারামারিতে না পেরে পিস্তল তুলে নিয়েছ আবার?'

'আই ডোণ্ট কেয়ার, ইউ, সান অভ আ বিচ!' খেপাটে ভঙ্গিতে বলল সেগান। 'কাপুরুষ হতে রাজি আছি আমি, মরতেও রাজি; কিন্তু তোমাকে বাঁচতে

দিতে রাজি নই!' পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অফ করল সে।

ঠিক তখুনি শোনা গেল নিশাতের গলা। 'রানা! ক্যাচ!!'

এলিভেটর শাফটের কলাপসিবল গেট গলে একটা পিস্তল উড়ে আসতে দেখল রানা। সেগানকে গুলি করতে না পেরে অস্ত্রটা ছুড়ে দিয়েছে ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা।

লাফ দিল রানা, ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল সেগান। হাতের পেশিতে আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। তবে সেসব দেখল না রানা, শূন্যে থাকতেই খপ্ করে ধরে ফেলল পিস্তলটা, মেঝেতে পা ঠেকিয়েই একটা গড়ান দিল, উঠে বসল এক হাঁটুতে ভর দিয়ে—অস্ত্রটা তাক করে ফেলেছে মুহূর্তে।

ট্রিগার চাপল ও। মেজর কার্ল সেগানের মাথাটা ঝাঁকি খেল, রক্তাক্ত মুখমণ্ডলে সৃষ্টি হলো নতুন আর একটা ক্ষত, খুলির পিছন ফুটো করে বেরিয়ে গেল বুলেটটা।

এক মুহূর্ত মূর্তিমান প্রেতাত্মার মত স্থির থাকল দেহটা, তারপর লুটিয়ে পড়ল।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। সেগানের শরীর তল্লাশি করে বের করল চাবি, তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গেল এলিভেটর শাফটের দিকে। তালা খুলে সরিয়ে ফেলল কলাপসিবল গেটটা।

একে একে বেরিয়ে এল চার কমাণ্ডো। তাকাল ওর রক্তাক্ত মুখের দিকে।

'তুমি ঠিক আছ?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল নিশাত, কণ্ঠে বড় বোনসুলভ উদ্বেগ আর মমতা। এতদিন পর সহজেই তুমি বলতে পারছে রানাকে।

'থাকব, যদি এখান থেকে ফিরতে পারি,' বলল রানা।

ঘড়ি দেখল সার্জেন্ট ওয়াকার। 'এক্সট্র্যাকশন টিম আসবে কাল সকালে, আমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্য। ব্রিফিঙে তা-ই বলা হয়েছিল। এখনও প্রায় এগারো ঘণ্টা বাকি।'

'ওদের সঙ্গে গেলে আর কোনোদিন বাড়ি ফেরা হবে না আমাদের,' বলল রানা। 'দ্বীপ ছাড়তে হবে অন্যভাবে।'

'কীভাবে?'

'নিমিৎজে চলো,' বলল রানা। 'বিশেষ একজন মানুষের সাহায্য চেয়ে রেখেছি আমি, তাঁর সঙ্গে কথা বলব।'

পঁচিশ

চার ঘণ্টা পর ছোট্ট একটা বিমান এসে ল্যাণ্ড করল ডেথ আইল্যাণ্ডের এয়ারফিল্ডে। চালক ছাড়া আর কেউ নেই বিমানটাতে।

ইঞ্জিন থামিয়ে বিমান থেকে নেমে এল লোকটা, একটা টর্চ জ্বেলে সঙ্কেত দিল উত্তর দিকে ফিরে। নিজেদের টর্চ জ্বেলে পাল্টা জবাব দিল রানারা, তারপর বেরিয়ে এল এয়ারফিল্ডের পাশের একটা ঝোপের আড়াল থেকে। মুখোমুখি হলো বৈমানিকের।

ছেঁড়াফাটা পোশাক পরা রক্তাক্ত পাঁচ কমাণ্ডোকে দেখে বিস্মিত হলো ছোটখাট মানুষটা—শরীরভর্তি পেশি তার; মুখটা প্রায় গোল, কালো কোঁকড়া চুল ঘিরে রেখেছে মুখটাকে; যখন হাসছে না তখনও ঠোঁটের কোণ সামান্য বাঁকা হয়ে থাকে, যেন দুনিয়ার সমস্ত ব্যাপারেই কৌতুক বোধ না করে পারে না সে। নাকটা এমন খাড়া, দেখে মনে হবে তার পূর্বপুরুষরা একসময় রোমান ছিল।

'এখানে শ্রীমান মাসুদ রানা বলে আমার এক বন্ধুর থাকার কথা,' সকৌতুকে বলল সে। 'আছেন তিনি?'

'হাই, ববি!' মৃদু হেসে সম্ভাষণ জানাল রানা। 'তুমিই এলে?'

'আর কাউকে পাঠাতে সাহস পেলেন না অ্যাডমিরাল,' বলল ববি মুরল্যাণ্ড—রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, নুমাতে কাজ করে। 'ভাগ্যিস ওকিনাওয়ায় নুমার একটা প্রজেক্টে কাজ করছিলাম, তোমাকে উদ্ধার করতে তাই তাড়াতাড়ি আসতে পেরেছি।

'তবে খারাপ খবরও আছে। আসার পথে রেডিওতে অ্যাডমিরাল জানালেন, একগাদা ঘোর-শত্রু সৃষ্টি হয়ে গেছে তোমাদের। আমেরিকান মিলিটারির কয়েক বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি করেছ কিনা! হাতে পেলে কী যে করবে, সেটা বুঝতেই পারছ।'

'সেজন্যেই তো শুরু থেকে অ্যাডমিরালের সাহায্য চেয়ে রেখেছি বসের মাধ্যমে,' বলল রানা। 'এখন উনি ছাড়া আর কেউ সামাল দিতে পারবে না ব্যাপারটা। চলো, বাড়ি ফেরা যাক।'

'দুঃখিত, বাড়ি আপাতত ফিরতে পারছ না। আগামী কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে তোমাদের সবাইকে... মানে, যতদিন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় আর কী! তোমার বসের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার বসের, কয়েকটা দিনের

জন্যে একটা সেফ-সাইটে নিয়ে যাব তোমাদেরকে।'

'যেখানে খুশি নাও,' বলল রানা। 'কিছু যায় আসে না। এই নরক থেকে বেরুতে পারলেই আমরা বাঁচি।'

'আমাকেও লুকিয়ে থাকতে হবে?' জানতে চাইল ওয়াকার।

'আমার তা-ই ধারণা। কেন, আমাদের সঙ্গে যেতে চাও না?'

'চাই।'

'তা হলে ব্যাখ্যা করেই বলি,' মৃদু হাসল রানা তার নতুন ভক্তের দিকে চেয়ে। 'আমার মনে হয় না আমাদের বা তোমার কোনও ক্ষতি করবার সাহস পাবে মার্কিন সরকার। সেজন্য কয়েকটা দিন সময় দরকার। ওদের গোস্যা দূর করতে আমার বস ওদের জানাবেন, ওদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। সব ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা আগাগোড়া সব জানি। ওরা যদি প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে একটি পদক্ষেপও নেয়, প্রমাণসহ সারা দুনিয়াকে আমরা জানিয়ে দেব কী করতে যাচ্ছিল ওরা, কীভাবে মৃত্যু হয়েছে নিমিৎজের ছয়শ' সৈনিকের, কিংবা কী হাল হয়েছে পরবর্তী সময়ে পাঠানো গিনিপিগ কমাণ্ডোদের।

'কোনও রকম বাড়াবাড়ি না করে খুব শীঘ্রিই ধামাচাপা দিতে চাইবে মার্কিন সরকার এই গর্হিত, ন্যাক্কারজনক এক্সপেরিমেন্টের গোটা ব্যাপারটা। ক্লিয়ার?'

অল্পদিনেই বাড়ি ফিরতে পারবে বুঝতে পেরে উজ্জ্বল হাসি ফুটল ওয়াকারের মুখে।

কাঁধ ঝাঁকাল মুরল্যাণ্ড। 'তা হলে এবার চলে এসো, উঠে পড়ো সবাই এয়ার-মুরল্যাণ্ডে। কিছু মনে কোরো না আবার, স্টুয়ার্ডেস সার্ভিস নেই বিমানে...'

হাসল রানা। সঙ্গীদের ইশারা করল, তারপর সবাই মিলে চড়ে বসল বিমানে।

একটু পরেই টেকঅফ করল বিমান। উড়ে চলল দুঃস্বপ্নকে পিছনে ফেলে, অজানার উদ্দেশে।

***